ইয়াজিদ-অনুরাগ:
একটি স্পষ্ট গোমরাহী

"ইয়াজিদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ, সম্মান প্রদর্শন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা কেবল কোনো বিদআতপন্থী ও ভ্রষ্ট আকীদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হতে পারে"

ইবন হাজর আল-আসকালানী,
আল-ইমতা' বিল-আরবাঈন আল-মুতাবায়িনাতিস সামা'

ইলমে দ্বীনের বিনম্র খাদেম
আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

ইয়াজিদ-অনুরাগ: একটি স্পষ্ট গোমরাহী

লেখকঃ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা

আশুরা উপলক্ষে ১৪৪৮ হিজরির মহররম মাসে মাকতাবাতুল হিকমাহ থেকে প্রকাশিত

নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য ৯০ টাকা মাত্র।

মাকতাবাতুল হিকমাহ

বাংলা বাজার, ঢাকা।

+880 1557-026534

Sunnibooksbd.com

সূচিপত্র

- ভূমিকা / ৫
- ইয়াজিদ তার জন্মের দুই বছর পূর্বেই সেনাপতি!/৭
- ইয়াজিদ তার মৃত্যুর তিন বছর পর বিচারপতি!/৮
- দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া ও ইয়াজিদ — إنا لله وإنا إليه راجعون/১১
- দেওবন্দের ফতোয়ায় আপত্তিজনক কয়েকটি পয়েন্ট/১৩
- ৪১ হিজরিতে সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান ইবন আলী ও আমীর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মধ্যকার সন্ধির শর্তাবলি/ ১৫
- হাসান ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দাফনের ঘটনা/১৬
- হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র দূরদৃষ্টি, মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহ'র মৃত্যু এবং মদীনা মুনাউয়ারার গভর্ণরের কাছে ইয়াযীদের চিঠি/ ১৯
- আমাদের মতো ব্যক্তি গোপনে বাইআত করে না / ২২
- রাসূলুল্লাহ ﷺএর সান্নিধ্যে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শেষ রজনী/২৩
- ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র আন্দোলনের চিরন্তন যৌক্তিকতা/২৫
- ইমাম আবূ হানিফা রাহিমাহুল্লাহ'র ভুমিকা/২৭
- ইয়াজিদের নির্দেশে মুসলিম ইবন আকীলকে হত্যা/২৮
- ইবন যিয়াদের সামনে ইমাম হুসাইনের মুবারক মস্তক/২৯
- ইয়াজিদের সামনে তাঁর মুবারক মস্তক/২৯
- নবী করীম ﷺ-এর ক্রন্দন/৩৬
- শাহাদাতের সুসংবাদ দিলেন স্বয়ং নবীজী ﷺ/৩৭
- আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দেওয়া নবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার শামিল/৩৮
- তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানুষের লানত/৩৯
- ঘরের লোক মুয়াবিয়া ইবন ইয়াজিদের সাক্ষ্য/৪১
- ইয়াজিদের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার প্রসঙ্গ/৪২
- ইয়াজিদকে কাফির বলার ব্যাপারে মতভেদ/৪৫
- ব্যক্তিগতভাবে ইয়াজিদের উপর লানত করা বৈধ কি না—এ বিষয়ে মতভেদ/৫১
- "আমার উম্মতের প্রথম বাহিনী" সম্পর্কিত হাদিস/ ৫৪
- এক বাংলাদেশি সালাফি শায়খের উদ্ভাবিত হাদিস/ ৫৪
- ইয়াজিদ প্রথম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং ক্ষমাপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল না/৫৫
- কায়সারের নগরী আক্রমণকারী প্রথম বাহিনী ছিল ৪২/৪৩ হিজরির বাহিনী/৫৭
- সুনান আবূ দাউদে সহীহ সনদে উল্লেখ রয়েছে/৬২
- ইয়াজিদ ৪৯/৫০/৫২ হিজরিতে রোমান ভূখণ্ডে অভিযান চালায় / ৬৩
- ইয়াজিদ তাবিঈ বলা যায় না / ৭১
- ইয়াজিদ সাইয়্যিদুনা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছিল / ৭৪

- ইয়াজিদ সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়ার মত / ৭৫
- "আমার সুন্নাহ সর্বপ্রথম পরিবর্তন করবে বনী উমাইয়ার এক ব্যক্তি"/৭৮
- আল্লাহ তাঁর কিতাবে যাকে লানত করেছেন/৭৮
- উমর ইবন আবদুল আজীজ: অতঃপর তাকে বিশ বেত্রাঘাত করা হয়/৮০
- ৯ মুহাররাম বাদ আছর/ ৮১
- জীবনের শেষ রাত - কিছু সময় চেয়ে নিলেন/৮৩
- কারবালার প্রভাতে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দোয়া/ ৮৫
- শাহাদাতের সকাল / ৮৫
- জোহরের সালাত ও ইমামদের শাহাদাত/ ৮৯
- জান্নাতের যুবরাজের শাহাদাত / ৯১
- শাহাদাতের পর/ ৯২
- ইয়াযীদের সামনে ইমাম জাইনুল আবিদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খুতবা/৯৬
- হাদীসুস্ সাকালাইন / ১০১

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এমন এক অধ্যায়, যা চৌদ্দ শতাব্দী অতিক্রম করেও মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে গভীর বেদনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় দৌহিত্র, জান্নাতী যুবকদের নেতা, সাইয়্যিদুনা ইমাম হুসাইন ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁর শাহাদাত কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনার নাম নয়; বরং সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায়, আদর্শ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের এক চিরন্তন প্রতীক।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো—আমরা সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান পোষণ করি, আহলুল বাইতের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও আনুগত্যকে ঈমানের অংশ মনে করি এবং মুসলিম ইতিহাসের ঘটনাবলিকে ন্যায় ও ইনসাফের মানদণ্ডে বিচার করি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু লেখক, বক্তা ও প্রচারক ইয়াযীদ ইবন মুয়াবিয়াকে রক্ষা করার জন্য এমন সব বক্তব্য প্রচার করছেন, যা ঐতিহাসিক বাস্তবতা, মুহাদ্দিসগণের গবেষণা এবং আহলুস সুন্নাহর প্রতিষ্ঠিত অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কেউ কেউ তাকে ''প্রথম বাহিনীর ক্ষমাপ্রাপ্ত সদস্য'' প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন; কেউ তাকে ''ন্যায়পরায়ণ শাসক'' হিসেবে উপস্থাপন করছেন; কেউ আবার তার বিরুদ্ধে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় হলো, কখনো কখনো এমন দাবিও করা হচ্ছে, যা ইতিহাসের মৌলিক তথ্যের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং ইতিহাসের সত্য রূপ আড়াল হয়ে যাচ্ছে।

এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিকে গালি দেওয়া নয়, কোনো আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা নয় এবং কোনো সম্প্রদায়গত বিদ্বেষও নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো—প্রাচীন নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ, হাদিসের কিতাব, তাফসির, আকীদা ও তাবাকাতের গ্রন্থসমূহের আলোকে আলোচিত বিষয়গুলোকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা, যাতে সত্য ও অসত্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

এ গ্রন্থে আমরা দেখব—

- ইয়াযীদকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বহু দাবির ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু;
- ''প্রথম বাহিনী'' ও ''কায়সারের নগরী'' সংক্রান্ত হাদিসের প্রকৃত অর্থ কী;
- ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল;
- আহলুস সুন্নাহর শ্রেষ্ঠ ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগণ ইয়াযীদ সম্পর্কে কী বলেছেন;
- এবং কেন বহু সুন্নি আলিম ইয়াযীদের প্রতি অকারণ ভালোবাসা, তার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করাকে গোমরাহির লক্ষণ বলে বিবেচনা করেছেন।

এ কারণেই এ গ্রন্থের সূচনায় আমরা হাফিজ ইবন হাজর আল-আসকালানী (রহ.)-এর সেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে স্থান দিয়েছি:

"فَأَمَّا الْمَحَبَّةُ لَهُ وَالرَّفْعُ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا يَقَعُ إِلَّا مِنْ مُبْتَدِعٍ فَاسِدِ الِاعْتِقَادِ"

"ইয়াযীদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা কেবল কোনো বিদআতপন্থী ও ভ্রষ্ট আকীদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হতে পারে।"

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সত্যকে সত্য হিসেবে দেখার এবং তা অনুসরণ করার তাওফিক দান করেন; অসত্যকে অসত্য হিসেবে চেনার এবং তা থেকে বেঁচে থাকার শক্তি দান করেন। তিনি যেন আমাদের হৃদয়কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলুল বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করেন এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখেন।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
নিউ ইয়র্ক
১০ মুহাররাম, ১৪৪৮ হিঃ
+880 1742-871094

জন্মের ২ বছর আগে ইয়াজিদ যখন সেনাপতি

বাংলাদেশি সালাফি জনৈক শায়খ দাবি করেছেন যে, উবাদাহ ইবন সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে উল্লিখিত প্রথম নৌ-অভিযানের সেনাপতি ছিল ইয়াজিদ।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, হাদিসে উল্লিখিত প্রথম সমুদ্র-অভিযান সংঘটিত হয়েছিল সাইয়িদুনা উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতকালে এবং তার নেতৃত্বে ছিলেন মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। ২৩ হিজরিতে সাইয়িদুনা উসমান খলীফা মনোনীত হলে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সমুদ্র অভিযানের জন্য আবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই অনুমতি দেননি বিধায় অনেক চিন্তা ভাবনা করে খলীফা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দেন। শর্ত ছিল সেনাপতি থাকবেন মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং সঙ্গে নিবেন নিজ স্ত্রীকে। অনুমতি পেয়ে সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেন মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। ২৩/২৪ হিজরিতে তো ইয়াজিদ তার মায়ের গর্ভেও আসেনি। ইয়াজিদের জন্মই হয়েছিল ২৬ হিজরিতে।

সমুদ্র অভিযান শুরু হল এবং সেই অভিযানের এক পর্যায়ে উম্মু হারাম (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ২৭/২৮ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ ". شَكَّ إِسْحَاقُ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ ". فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু হারাম বিনতে মিলহানের ঘরে যেতেন। (উম্মে হারাম রাসূল ﷺ'র খালা ছিলেন) তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খাবার পরিবেশন করতেন। উম্মু হারাম ছিলেন উবাদাহ ইবন সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে গেলেন। তিনি তাঁকে খাবার খাওয়ালেন এবং তাঁর মাথা মুবারকে বিলি দিতে থাকলেন (বা মাথা মুবারকে উকুন খোজতে লাগলেন) এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে তিনি জেগে উঠলেন এবং হাসছিলেন।

উম্মু হারাম বললেন: — হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কী হাসাচ্ছে?

তিনি বললেন:

"আমার উম্মতের কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদকারী। তারা এই সমুদ্রের বুকে আরোহন করবে। তারা হবে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাদের ন্যায়, অথবা সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাদের মতো।"

(বর্ণনাকারী ইসহাক ''রাজা'' না ''রাজার মতো''—এ শব্দে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।)
উম্মু হারাম বললেন:
— হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।
তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করলেন।
এরপর তিনি আবার মাথা রাখলেন এবং ঘুমালেন। পরে জেগে উঠে আবার হাসতে লাগলেন।
আমি বললাম: — হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কী হাসাচ্ছে?
তিনি বললেন:
''আমার উম্মতের কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।'' এবং তিনি আগের মতোই বর্ণনা করলেন।
উম্মু হারাম বললেন: — হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।
তিনি বললেন: ''তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।''
অতঃপর উম্মু হারাম মুয়াবিয়া ইবন আবী সুফিয়ানের যুগে সমুদ্রযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। সমুদ্র থেকে অবতরণের পর তিনি তাঁর বাহন থেকে পড়ে যান এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।[1]

মৃত্যুর ৩ বছর পর ইয়াযিদ যখন বিচারপতি
ইয়াজিদ, ইবনু যিয়াদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিল?

বাংলাদেশি সালাফি আরেকজন শায়খ দাবি করেছেন:
''ইয়াজিদ, ইবনু যিয়াদ কর্তৃক ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলুল বাইতের প্রতি অবমাননার কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিল।''
কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই দাবি ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
কারণ ইবনু যিয়াদকে ইয়াজিদ মৃত্যুদণ্ড দেয়নি। বরং ইয়াজিদের মৃত্যুর তিন বছর পর ইবনুল আশতারের বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে তাকে হত্যা করে।

- ইয়াজিদের মৃত্যু: ৬৪ হিজরি।
- উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের মৃত্যু: ৬৭ হিজরি।

অতএব, ৬৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারী ইয়াজিদ কীভাবে ৬৭ হিজরিতে নিহত ইবনু যিয়াদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে?

ইবনু কাছীর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বলেন,
فَفِيهَا كَانَ مَقْتَلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ عَلَى يَدَيْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ النَّخَعِيِّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْأَشْتَرِ خَرَجَ مِنَ الْكُوفَةِ يَوْمَ السَّبْتِ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، ثُمَّ اسْتَهَلَّتْ هَذِهِ السَّنَةُ وَهُوَ سَائِرٌ لِقَصْدِ ابْنِ زِيَادٍ فِي أَرْضِ الْمَوْصِلِ فَكَانَ اجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: الْخَازِرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْصِلِ خَمْسَةُ فَرَاسِخَ، فَبَاتَ ابْنُ الْأَشْتَرِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَاهِرًا لَا يَغْتَمِضُ بِنَوْمٍ، فَلَمَّا كَانَ قَرِيبَ الصُّبْحِ نَهَضَ فَعَبَّأَ جَيْشَهُ

[1] সহীহ বুখারী, *কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার*, হাদিস নং ২৭৮৮।

وَكَتَّبَ كَتَائِبَهُ، وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْفَجْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَنَاهَضَ جَيْشَ ابْنِ زِيَادٍ وَزَحَفَ بِجَيْشِهِ رُوَيْدًا وَهُوَ مَاشٍ فِي الرَّجَّالَةِ حَتَّى أَشْرَفَ مِنْ فَوْقِ تَلٍّ عَلَى جَيْشِ ابْنِ زِيَادٍ، فَإِذَا هُمْ لَمْ يَتَحَرَّكْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ نَهَضُوا إِلَى خَيْلِهِمْ وَسِلَاحِهِمْ مَدْهُوشِينَ، فَرَكِبَ ابْنُ الْأَشْتَرِ فَرَسَهُ وَجَعَلَ يَقِفُ عَلَى رَايَاتِ الْقَبَائِلِ فَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى قِتَالِ ابْنِ زِيَادٍ وَيَقُولُ: هَذَا قَاتِلُ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ بِهِ وَأَمْكَنَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، فَعَلَيْكُمْ بِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ فَعَلَ فِي ابْنِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ فِرْعَوْنُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ! هَذَا ابْنُ زِيَادٍ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ هُوَ وَأَوْلَادُهُ وَنِسَاؤُهُ، وَمَنَعَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى بَلَدِهِ أَوْ يَأْتِيَ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى قَتَلَهُ! وَيْحَكُمْ، اشْفُوا صُدُورَكُمْ مِنْهُ، وَارْوُوا رِمَاحَكُمْ وَسُيُوفَكُمْ مِنْ دَمِهِ، هَذَا الَّذِي فَعَلَ فِي آلِ نَبِيِّكُمْ مَا فَعَلَ، قَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ بِهِ. ثُمَّ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ وَأَمْثَالِهِ، ثُمَّ نَزَلَ تَحْتَ رَايَتِهِ.

এ বছর (৬৭ হিজরি) উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ইবরাহিম ইবনুল আশতার আন-নাখাঈর হাতে নিহত হয়।

ঘটনার বিবরণ হলো, ইবরাহিম ইবনুল আশতার পূর্ববর্তী বছরের যিলহজ্জ মাসের আট দিন বাকি থাকতে শনিবার কুফা থেকে রওনা হন। তিনি মাওসিল অঞ্চলে অবস্থানরত ইবনু যিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। নতুন বছর শুরু হলেও তিনি অভিযানে অগ্রসরমান ছিলেন।

অবশেষে উভয় বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে খাযির নামক স্থানে, যা মাওসিল থেকে প্রায় পাঁচ ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

সেদিন রাতে ইবরাহিম ইবনুল আশতার জেগে ছিলেন, ঘুমাননি। ফজরের কাছাকাছি সময়ে তিনি উঠে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সাজিয়ে দেন, বিভিন্ন বাহিনীকে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করেন এবং সাথীদের নিয়ে প্রথম ওয়াক্তেই ফজরের নামাজ আদায় করেন।

এরপর তিনি অশ্বারোহণ করে ইবনু যিয়াদের বাহিনীর দিকে অগ্রসর হন। ধীরে ধীরে পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে একটি টিলার উপর থেকে ইবনু যিয়াদের সেনাবাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করেন। তখনও তাদের কেউ নড়াচড়া করেনি। এই বাহিনীকে দেখে তারা (ইবনে যিয়াদের বাহিনী) হতভম্ব অবস্থায় নিজেদের ঘোড়া ও অস্ত্রের দিকে ছুটে যায়।

এরপর ইবরাহিম ইবনুল আশতার নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করে বিভিন্ন গোত্রের পতাকার সামনে গিয়ে সৈন্যদের উৎসাহিত করতে থাকেন। তিনি বলছিলেন:

"এই সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দৌহিত্রকে হত্যা করেছে। আজ আল্লাহ তাকে তোমাদের সামনে এনে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তার ওপর ক্ষমতা দিয়েছেন। অতএব তোমরা তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো।

সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কন্যার পুত্রের সঙ্গে এমন আচরণ করেছে, যা ফিরআউনও বনী ইসরাঈলের সঙ্গে করেনি।

এই ইবনু যিয়াদই হুসাইনকে হত্যা করেছে। সে হুসাইন, তাঁর সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের সদস্যদেরকে ফুরাত নদীর পানি পান করতে দেয়নি।

সে তাঁকে তাঁর নিজ দেশে ফিরে যেতে দেয়নি এবং ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার কাছেও যেতে দেয়নি; বরং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করেছে।

হায় তোমাদের! তোমাদের অন্তরের জ্বালা তার ওপর প্রতিশোধ নিয়ে নিবারণ করো। তোমাদের বর্শা ও তরবারিকে তার রক্তে সিক্ত করো।

তোমাদের নবীর পরিবারের সঙ্গে যে ব্যক্তি এমন আচরণ করেছে, আল্লাহ আজ তাকে তোমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।"

এরপর তিনি এ ধরনের আরও অনেক বক্তব্য দিয়ে সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করেন এবং পরে নিজের পতাকার নিচে ফিরে আসেন।[2]

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন,

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ نُضِّدَتْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرَّحَبَةِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ . فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلُ الرُّءُوسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْخَرَىْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّبَتْ ثُمَّ قَالُوا قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ . فَفَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

উমারাহ ইবন উমাইর (রহ.) বলেন:

যখন উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ এবং তার সঙ্গীদের কাটা মাথাগুলো এনে মসজিদের প্রাঙ্গণে (রাহাবাহতে) সারিবদ্ধভাবে রাখা হলো, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম।

লোকেরা বলতে লাগল: "এসেছে! এসেছে!"

হঠাৎ দেখা গেল, একটি সাপ এসে মাথাগুলোর মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করল।

সাপটি কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করল, তারপর বের হয়ে চলে গেল এবং দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরে লোকেরা আবার বলতে লাগল: "এসেছে! এসেছে!"

অতঃপর সাপটি আবার এসে একই কাজ করল।

এভাবে সে দুইবার অথবা তিনবার এ কাজ করেছিল।

এরপর ইমাম তিরমিযী বলেন: "এ হাদীসটি হাসান সহীহ।"[3]

---

[2] أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ)، **البداية والنهاية**، حوادث 67 هـ

[3] তিরমিযী ৩৭৮০

দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া ও ইয়াজিদ

سوال نمبر: 38389

عنوان:کیا یزید صحابی تھے، **سوال:**کیا ہم یزید کو صحابی کہہ سکتے ہیں؟

جواب نمبر: 38389

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فتوی: 985-810/B=6/1433 یزید صحابی نہ تھے بلکہ صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی کے امین، کاتبِ وحی کے لڑکے تھے، **یعنی تابعی تھے۔** حضرت دِحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید خلیفہ ہوئے تھے، **قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شریک ہونے والوں کے لیے مغفورٌلہم بخشے بخشائے ہوئے کی خوشخبری دی ہے**، شیعوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈے کیے ہیں انہیں فاسق، فاجر اور قاتل حسین تک کہتے ہیں حالانکہ صحیح اور راجح روایت سے تو ان کا فسق وفجور ثابت نہیں۔ ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔

واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

https://www.darulifta.info/d/deoband/fatwa/cwH/kya-yazid-sahabi-the

বাংলা অনুবাদ:

প্রশ্ন নং: ৩৮৩৮৯

শিরোনাম: ইয়াজিদ কি সাহাবি ছিলেন?

প্রশ্ন: আমরা কি ইয়াজিদকে সাহাবি বলতে পারি?

উত্তর নং: ৩৮৩৮৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ফতোয়া নং: ৯৮৫-৮১০/বি = ৬/১৪৩৩

ইয়াজিদ সাহাবি ছিলেন না। বরং তিনি সাহাবি হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন নববী দরবারের বিশ্বস্ত আমানতদার এবং ওহির লেখক। সুতরাং ইয়াজিদ ছিলেন তাবিঈ।

তিনি হযরত দিহইয়া কালবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিশেষ শিষ্য ছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পর ইয়াজিদ খলিফা হন। তিনি কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে ''মাগফুরুল লাহুম'' (তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে) বলে সুসংবাদ দিয়েছেন।

শিয়ারা তার বিরুদ্ধে অত্যধিক প্রচারণা চালিয়েছে। তারা তাকে ফাসিক, ফাজির, এমনকি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকারী পর্যন্ত বলে থাকে। অথচ বিশুদ্ধ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বর্ণনা দ্বারা তার ফিসক-ফুজুর (পাপাচার) প্রমাণিত নয়।

আমাদের এ বিষয়ে নীরব থাকা উচিত।

واللہ تعالی أعلم

دارُل ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ।

یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے اس لیے وہ تابعی تھے ، ان کے لیے رحمہ اللہ کہنا چاہیے کیونکہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے ، حضرت امیر معاویہ کے بعد بیشک وہ امیر المؤمنین بنائے گئے تھے ، ان کے ہاتھ پر بیعت عامہ ہوئی، صحابہ و تابعین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی خلفاء راشدین کے بعد جتنے خلفاء ہوئے اگر چہ ان کی خلافت بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر نہ تھی تاہم ان خلفاء کو امیر المؤمنین کہنا درست ہے ، ملا علی قاری نے مرقاۃ میں ولا بأس ان یسمی القائم بأمور المسلمین أمیر المؤمنین " (مرقاۃ : ۱۲۳/۱۰)

یزید کے بارے میں شیعوں نے فاسق وفاجر ہونے کا عقیدہ پھلایا ہے ، لیکن صحیح روایت سے ان کا فسق و فجور ثابت نہیں ہوتا، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ اور بلاشبہ یزید بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے ، بلکہ فوج کے ایک حصہ کے امیر تھے ۔ امام بخاری نے اس کی صراحت کی ہے ۔

واللہ تعالیٰ اعلم

دار الافتاء دارالعلوم دیوبند

ماخذ : دار الافتاء دارالعلوم دیوبند

فتوی نمبر : 58642

https://www.darulifta.info/d/deoband/fatwa/cpl/yazid-ke-bare-mein-aqeedah

বাংলা অনুবাদ:

ইয়াজিদ হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র ছিলেন। এজন্য তিনি তাবিঈ ছিলেন। তাঁর জন্য ‘‘রহিমাহুল্লাহ’’ বলা উচিত; কারণ ‘‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’’ উপাধিটি সাহাবায়ে কেরামের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পর নিঃসন্দেহে ইয়াজিদকে আমীরুল মুমিনীন বানানো হয়েছিল। তাঁর হাতে সাধারণ বায়আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সাহাবি ও তাবিঈগণ তাঁর হাতে বায়আত করেছিলেন।

খুলাফায়ে রাশিদীনের পর যত খলিফা এসেছেন, যদিও তাঁদের খেলাফত পুরোপুরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতির অনুরূপ ছিল না, তবুও তাঁদেরকে ‘‘আমীরুল মুমিনীন’’ বলা বৈধ। মুল্লা আলী কারী *মিরকাত* গ্রন্থে বলেছেন:

‘‘মুসলমানদের বিষয়াবলীর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে ‘আমীরুল মুমিনীন’ বলা হলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।’’

(*মিরকাত*, ১০/১২৩)

ইয়াজিদ সম্পর্কে শিয়ারা তার ফাসিক ও ফাজির হওয়ার বিশ্বাস প্রচার করেছে। কিন্তু সহীহ বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর ফিসক ও ফুজুর প্রমাণিত হয় না।

বরং সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় এসেছে যে,
যারা কনস্টান্টিনোপল অভিযানে অংশগ্রহণ করবে তারা জান্নাতি হবে।
এবং নিঃসন্দেহে ইয়াজিদও ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; বরং তিনি বাহিনীর একটি অংশের সেনাপতি ছিলেন। ইমাম বুখারী এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। والله تعالى أعلم

দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
সূত্র: দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ ফতোয়া নং: ৫৮৬৪২।

দেওবন্দের ফতোয়ার আপত্তিজনক কয়েকটি পয়েন্ট

1. ইয়াজিদ ছিলেন তাবিঈ।
2. তিনি কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে "মাগফুরুল লাহুম" (তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে) বলে সুসংবাদ দিয়েছেন।
3. শিয়ারা তার বিরুদ্ধে অত্যধিক প্রচারণা চালিয়েছে। তারা তাকে ফাসিক, ফাজির, এমনকি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকারী পর্যন্ত বলে থাকে। অথচ বিশুদ্ধ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বর্ণনা দ্বারা তার ফিসক-ফুজুর (পাপাচার) প্রমাণিত নয়।
4. আমাদের এ বিষয়ে নীরব থাকা উচিত।
5. তিনি তাবিঈ ছিলেন। তাঁর জন্য "রহিমাহুল্লাহ" বলা উচিত; কারণ "রাদিয়াল্লাহু আনহু" উপাধিটি সাহাবায়ে কেরামের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত।
6. মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পর নিঃসন্দেহে ইয়াজিদকে আমীরুল মুমিনীন বানানো হয়েছিল।
7. সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, যারা কনস্টান্টিনোপল অভিযানে অংশগ্রহণ করবে তারা জান্নাতি হবে। এবং নিঃসন্দেহে ইয়াজিদও ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; বরং তিনি বাহিনীর একটি অংশের সেনাপতি ছিলেন। ইমাম বুখারী এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

এই ছোট রিসালায় এই সকল বিষয়ে যথাযত জবাব দেয়া হয়েছেঃ

1. ইয়াজিদকে তাবেঈ বলা যাবে না, কারণ তার মধ্যে তাবেয়ী হওয়ার শর্ত অনুপস্থিত। তার থেকে হাদিসও বর্ণনা করা যাবে না।
2. কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ "মাগফুরুল লাহুম" বলেননি। হাদিসে কনস্টান্টিনোপল শব্দই নেই। যা আছে তা হচ্ছে কায়সারের শহর অভিমুখে প্রথম অভিযানে অংশগ্রহণকারী "মাগফুরুল লাহুম"। ইয়াজিদ প্রথম অভিযানে ছিল না। এই রিসালায় বহু কিতাব থেকে দলীল দিয়ে এই কথা প্রমাণ করা হয়েছে।
3. সে ফাসিক, ফাজির ছিল একথা শিয়াদের অপপ্রচার নয়, এটাই বাস্তবতা। ইয়াজিদ যদি হত্যাকারী না হয় তাহলে কে সেই হত্যাকারী? চোখ বন্ধ করে কিতাব পড়লে তো হবে না। চোখ খুলা রেখে কিতাব পড়তে হবে।

4. কারবালার গণহত্যা এবং হত্যাকারীদের ব্যাপারে নীরব থাকতে হবে কোন দলীলে এবং কেন?
5. ইয়াযীদের নাম উল্লেখ করলে রাহিমাহুল্লাহ বলতে হবে একথা আকীদার কোন কিতাবে লেখা আছে? ইয়াজিদকে ভালোবাসা, তাকে সম্মান করা বেদাতী, ফাসিদ আকীদাপন্থীদের কাজ।
6. ইয়াজিদকে আমিরুল মুমিনীন বলা অপরাধ। শাস্তি ২০টি বেত্রাঘাত।
7. ইয়াজিদ অনুরাগে জ্ঞানশুন্য না হলে এমন খেয়ানত করা যায় না। হাদিসে কনস্টান্টিনোপল শব্দই নেই। যা আছে তা হচ্ছে কায়সারের শহর অভিমুখে প্রথম অভিযানে অংশগ্রহণকারী "মাগফুরুল লাহুম"। ইয়াজিদ প্রথম অভিযানে ছিল না। এই রিসালায় বহু কিতাব থেকে দলীল দিয়ে এই কথা প্রমাণ করা হয়েছে।

৪১ হিজরিতে সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান ইবন আলী ও আমীর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)–এর মধ্যকার সন্ধির শর্তাবলি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এটি সেই সন্ধিচুক্তি, যার ভিত্তিতে সাইয়্যিদুনা হাসান ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ানের সঙ্গে সমঝোতায় উপনীত হন।

১. তিনি মুসলমানদের শাসনভার তাঁর নিকট অর্পণ করেন এই শর্তে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার কিতাব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশিদীন মাহদিয়্যীনের আদর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করবেন।

২. মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ানের জন্য তাঁর পর কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা বৈধ হবে না; বরং তাঁর পরে মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ (শূরা)-এর মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে।

৩. শর্ত থাকে যে, আল্লাহর জমিনে যেখানেই মানুষ বসবাস করুক—শাম, ইরাক, হিজাজ কিংবা ইয়ামানে—সকলেই নিরাপদ থাকবে।

৪. আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অনুসারী ও সমর্থকগণ যেখানে থাকুক না কেন, তাদের জান-মাল, স্ত্রী-পরিবার ও সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে।

৫. এ বিষয়ে মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান আল্লাহর অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অধীনে আবদ্ধ থাকবেন।

৬. তিনি সাইয়্যিদুনা হাসান ইবন আলী, তাঁর ভাই সাইয়্যিদুনা হুসাইন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলুল বাইতের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র, অনিষ্ট বা ক্ষতির চেষ্টা করবেন না।

৭. এবং পৃথিবীর কোনো প্রান্তেই তাঁদের কাউকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা আতঙ্কগ্রস্ত করা হবে না। [4]

4

- শিহাবুদ্দীন শাইখুল ইসলাম আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-হাইতামী আল-আনসারী (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরি), *আস-সাওয়াইকুল মুহরিকাহ 'আলা আহলির রাফদ ওয়াদ-দালাল ওয়াজ-জান্দাকাহ*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৯, প্রকাশনা: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, লেবানন, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।
- আল্লামা আবু মুহাম্মদ আহমদ ইবন আ'ছাম আল-কূফী (মৃত্যু ৩১৪ হিজরি), *কিতাবুল ফুতূহ*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯০-২৯১, প্রকাশনা: দারুল আদওয়া, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি।

৪৯ / ৫০ / ৫১ হিজরিতে হাসান ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর দাফনের ঘটনা

ইমাম যাহাবী তাঁর *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* গ্রন্থে বলেন:

وَرَوَيْنَا مِنْ وُجُوْهٍ: أَنَّ الحَسَنَ لَمَّا احتُضِرَ، قَالَ لِلْحُسَيْنِ:

يَا أَخِي! إِنَّ أَبَاكَ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اسْتَشْرَفَ لِهَذَا الأَمْرِ، فَصَرَفَهُ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا احْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ، تَشَرَّفَ أَيْضاً لَهَا، فَصُرِفَتْ عَنْهُ إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا احتُضِرَ عُمَرُ، جَعَلَهَا شُوْرَى، أَبِي أَحَدُهُم، فَلَمْ يَشُكَّ أَنَّهَا لاَ تَعْدُوْهُ، فَصُرِفَتْ عَنْهُ إِلَى عُثْمَانَ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ، بُوْيِعَ، ثُمَّ نُوزِعَ حَتَّى جَرَّدَ السَّيْفَ وَطَلَبَهَا، فَمَا صَفَا لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا، وَإِنِّي -وَاللهِ - مَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ اللهُ فِيْنَا - أَهْلَ البَيْتِ - النُّبُوَّةَ وَالخِلاَفَةَ؛ فَلاَ أَعْرِفَنَّ مَا اسْتَخَفَّكَ سُفَهَاءُ أَهْلِ الكُوْفَةِ، فَأَخرَجُوكَ، وَقَدْ كُنْتُ طَلَبتُ إِلَى عَائِشَةَ أَنْ أُدفَنَ فِي حُجرَتِهَا؛ فَقَالَتْ :نَعَمْ، وَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهَا حَيَاءً، فَإِذَا مَا مِتُّ، فَاطلُبْ ذَلِكَ إِلَيْهَا، وَمَا أَظنُّ القَوْمَ إِلاَّ سَيَمنعُوْنَكَ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَادْفِنِّي فِي البَقِيْعِ.

فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ عَائِشَةُ :نَعَمْ، وَكَرَامَةٌ.

فَبَلَغَ ذَلِكَ مَرْوَانَ، فَقَالَ :كَذَبَ وَكَذَبَتْ، وَاللهِ لاَ يُدفَنُ هُنَاكَ أَبَداً؛ مَنَعُوا عُثْمَانَ مِنْ دَفْنِهِ فِي المَقْبُرَةِ، وَيُرِيْدُوْنَ دَفْنَ حَسَنٍ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.

فَلَبِسَ الحُسَيْنُ وَمَنْ مَعَهُ السِّلاَحَ، وَاسْتَلأَمَ مَرْوَانُ أَيْضاً فِي الحَدِيدِ، ثُمَّ قَامَ فِي إِطفَاءِ الفِتْنَةِ أَبُو هُرَيْرَةَ

"বিভিন্ন সূত্রে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন সাইয়্যিদুনা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলেন, তখন তিনি তাঁর ভাই সাইয়্যিদুনা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন:

'হে আমার ভাই! যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন, তখন তোমার পিতা এ নেতৃত্বের ব্যাপারে আশা পোষণ করেছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দেন। এরপর যখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলেন, তখনও তিনি এর আশা করেছিলেন; কিন্তু তা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দিকে দেওয়া হয়। তারপর যখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলেন, তখন তিনি বিষয়টিকে শূরার হাতে ন্যস্ত করেন। তোমার পিতা ছিলেন সেই শূরার সদস্যদের একজন। তিনি মনে করেছিলেন যে এটি তাঁকে অতিক্রম করবে না; কিন্তু তা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দিকে দেওয়া হয়।

অতঃপর যখন উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হলেন, তখন তোমার পিতার হাতে বাইআত করা হয়। কিন্তু পরে তাঁর বিরোধিতা করা হয়। অবশেষে তিনি তরবারি ধারণ করেন এবং এর জন্য সংগ্রাম করেন; তবুও এর কোনো বিষয়ই তাঁর জন্য সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থিতিশীল হয়নি।

আল্লাহর কসম! আমি মনে করি না যে আল্লাহ আমাদের আহলুল বাইতের জন্য নবুওয়াত ও খিলাফত—উভয়টিই একত্র করবেন।

সুতরাং আমি যেন না জানতে পারি যে কুফাবাসীদের নির্বোধরা তোমাকে প্ররোচিত করেছে এবং তোমাকে বের করে এনেছে।

আমি পূর্বে আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে আবেদন করেছিলাম, যেন আমাকে তাঁর কক্ষে দাফন করা হয়। তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে আমি জানি না, হয়তো তিনি লজ্জাবশত তা বলেছিলেন। তাই আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি আবার তাঁর কাছে এ বিষয়ে অনুমতি চাইবে। তবে আমার ধারণা, লোকেরা তোমাকে তা করতে দেবে না। যদি তারা বাধা দেয়, তাহলে আমাকে জান্নাতুল বাকি'তে দাফন করবে।'

অতঃপর যখন সাইয়্যিদুনা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল করলেন, তখন আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: "হ্যাঁ, এবং এটি হবে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।"

এই সংবাদ যখন মারওয়ানের কাছে পৌঁছল, তখন সে বলল: "সে মিথ্যা বলেছে, আর তিনিও মিথ্যা বলেছেন। আল্লাহর কসম! তাঁকে কখনো সেখানে দাফন করা হবে না। উসমানকে কবরস্থানে দাফন করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, আর এখন তারা হাসানকে আয়িশার ঘরে দাফন করতে চায়!"

তখন সাইয়্যিদুনা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর সঙ্গীরা অস্ত্র ধারণ করলেন। অপরদিকে মারওয়ানও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল এবং বর্ম পরিধান করল।

এরপর ফিতনা ও সংঘর্ষ নিবারণের জন্য আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এগিয়ে এলেন।[5]

ইবনু আবদিল বার *আল-ইস্তী'আব* গ্রন্থে বলেন:

فَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ أَتَى الْحُسَيْنُ عَائِشَةَ، فَطَلَبَ ذَلِكَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ وَكَرَامَةً. فَبَلَغَ ذَلِكَ مَرْوَانَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: كَذَبَ وَكَذَبَتْ، وَاللَّهِ لَا يُدْفَنُ هُنَاكَ أَبَدًا، مَنَعُوا عُثْمَانَ مِنْ دَفْنِهِ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَيُرِيدُونَ دَفْنَ الْحَسَنِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ!

فَبَلَغَ ذَلِكَ الْحُسَيْنَ، فَدَخَلَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ فِي السِّلَاحِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مَرْوَانَ، فَاسْتَلْأَمَ فِي الْحَدِيدِ أَيْضًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا ظُلْمٌ، يُمْنَعُ الْحَسَنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ أَبِيهِ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْحُسَيْنِ فَكَلَّمَهُ وَنَاشَدَهُ اللَّهَ، وَقَالَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ أَخُوكَ:

»إِنْ خِفْتَ أَنْ يَكُونَ قِتَالٌ فَرُدَّنِي إِلَى مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ.

فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى فَعَلَ، وَحَمَلَهُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَلَمْ يَشْهَدْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَدَّمَهُ الْحُسَيْنُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ.

وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ نَاشَدَ بَنِي أُمَيَّةَ أَنْ يُخَلُّوهُ يُشَاهِدُ الْجَنَازَةَ، فَتَرَكُوهُ، فَشَهِدَ دَفْنَهُ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَدُفِنَ إِلَى جَنْبِ أُمِّهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ بَنِيهَا أَجْمَعِينَ.

"যখন সাইয়্যিদুনা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল করলেন, তখন সাইয়্যিদুনা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট এসে এ বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন:

'হ্যাঁ, অবশ্যই এবং এটি আমার জন্য সম্মানের বিষয়।'

[5] শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উসমান আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি), *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭৮–২৭৯, প্রকাশনা: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২৫।

এই সংবাদ মারওয়ানের কাছে পৌঁছলে সে বলল: 'সে মিথ্যা বলেছে, আর সেও (আয়িশা) মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর কসম! তাঁকে কখনো সেখানে দাফন করা হবে না। উসমানকে কবরস্থানে দাফন করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, আর এখন তারা হাসানকে আয়িশার ঘরে দাফন করতে চায়!'

এ কথা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা অস্ত্র ধারণ করলেন। অপরদিকে মারওয়ানের কাছেও এ খবর পৌঁছলে সেও যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বর্ম পরিধান করল।

এ সময় আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে বিষয়টি পৌঁছলে তিনি বললেন:

'আল্লাহর কসম! এটি তো স্পষ্ট অন্যায়। হাসানকে তাঁর পিতার পাশে দাফন করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে! আল্লাহর কসম! তিনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্র।'

অতঃপর তিনি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন এবং বললেন:

'তোমার ভাই কি বলেননি— ''যদি তুমি আশঙ্কা কর যে আমার কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে, তবে আমাকে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেও''?'

তিনি এভাবে তাঁকে বুঝাতে থাকলেন, অবশেষে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা মেনে নিলেন।

অতঃপর সাইয়্যিদুনা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জান্নাতুল বাকি'তে নিয়ে যাওয়া হলো। সেদিন বনী উমাইয়ার মধ্যে কেবল সাঈদ ইবনুল আস জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তিনি মদিনার আমীর ছিলেন। হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকেই জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য সামনে এগিয়ে দিলেন এবং বললেন: 'এটাই সুন্নাহ।'

আর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইবন উকবা বনী উমাইয়ার লোকদের কাছে অনুরোধ করলেন, যেন তাঁকে জানাজায় উপস্থিত থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। তারা তাঁকে অনুমতি দিল। ফলে তিনি জানাজায় অংশগ্রহণ করেন এবং কবরস্থানে দাফনের সময়ও উপস্থিত ছিলেন।

অবশেষে সাইয়্যিদুনা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর মাতা সাইয়্যিদাহ ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর পাশে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। [6]

---

[6] ইমাম আবু উমর ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদিল বার আন-নামারী আল-কুরতুবী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি), *আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯২, প্রকাশনা: দারুল জীল, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরি / ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৪।

হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র দূরদৃষ্টি, মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মৃত্যু এবং মদিনা মুনাউয়ারার গভর্নরের কাছে ইয়াজিদের চিঠি

ইবন কাসীর বলেন:

হিশাম ইবন মুহাম্মদ আল-কালবী, আবু মিখনাফ লূত ইবন ইয়াহইয়া আল-কূফী আল-আখবারীর সূত্রে বর্ণনা করেন:

وَلِيَ يَزِيدُ فِي هِلَالِ رَجَبٍ سَنَةَ سِتِّينَ، وَأَمِيرُ الْمَدِينَةِ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَمِيرُ الْكُوفَةِ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وَأَمِيرُ الْبَصْرَةِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ، وَأَمِيرُ مَكَّةَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَزِيدَ هِمَّةٌ حِينَ وَلِيَ إِلَّا بَيْعَةُ النَّفَرِ الَّذِينَ أَبَوْا عَلَى مُعَاوِيَةَ الْبَيْعَةَ لِيَزِيدَ، فَكَتَبَ إِلَى نَائِبِ الْمَدِينَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ يَزِيدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، أَكْرَمَهُ اللَّهُ وَاسْتَخْلَفَهُ وَخَوَّلَهُ وَمَكَّنَ لَهُ، فَعَاشَ بِقَدَرٍ، وَمَاتَ بِأَجَلٍ، فَرَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَدْ عَاشَ مَحْمُودًا، وَمَاتَ بَرًّا تَقِيًّا، وَالسَّلَامُ.

৬০ হিজরির রজব মাসের চাঁদ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইয়াজিদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সে সময় মদিনার গভর্নর ছিলেন আল-ওয়ালিদ ইবন উতবা ইবন আবি সুফিয়ান, কূফার গভর্নর ছিলেন নু'মান ইবন বাশীর, বসরার গভর্নর ছিল উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ এবং মক্কার গভর্নর ছিলেন আমর ইবন সাঈদ ইবনুল আস।

ক্ষমতায় আরোহণের পর ইয়াজিদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল সেই কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করা, যারা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় ইয়াজিদের জন্য বাইআত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

তাই সে মদিনার গভর্নর আল-ওয়ালিদ ইবন উতবার নিকট একটি চিঠি লিখল:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মুমিনদের আমীর ইয়াজিদের পক্ষ থেকে আল-ওয়ালিদ ইবন উতবার প্রতি।

অতঃপর—

মুয়াবিয়া আল্লাহর বান্দাদের একজন বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন, তাঁকে শাসনক্ষমতা দিয়েছিলেন, তাঁকে কর্তৃত্ব ও প্রভাব দান করেছিলেন এবং তাঁর জন্য ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন।

তিনি আল্লাহর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হলে মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

তিনি প্রশংসনীয় জীবন যাপন করেছেন এবং নেক ও পরহেজগার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ওয়াসসালাম।

وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي صَحِيفَةٍ كَأَنَّهَا أُذُنُ الْفَأْرَةِ :أَمَّا بَعْدُ، **فَخُذْ حُسَيْنًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بِالْبَيْعَةِ أَخْذًا شَدِيدًا لَيْسَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ حَتَّى يُبَايِعُوا**، وَالسَّلَامُ. فَلَمَّا أَتَاهُ نَعْيُ مُعَاوِيَةَ فَظِعَ بِهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَى مَرْوَانَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَاسْتَشَارَهُ فِي أَمْرِ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ، فَقَالَ :أَرَى أَنْ تَدْعُوَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِمَوْتِ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْبَيْعَةِ، فَإِنْ أَبَوْا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ. فَأَرْسَلَ مِنْ فَوْرِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِلَى الْحُسَيْنِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُمَا :أَجِيبَا الْأَمِيرَ .فَقَالَا :انْصَرِفِ، الْآنَ

نَأْتِيهِ .فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُمَا قَالَ الْحُسَيْنُ لِابْنِ الزُّبَيْرِ :إِنِّي أَرَى طَاغِيَتَهُمْ قَدْ هَلَكَ .قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ :وَأَنَا مَا أَظُنُّ غَيْرَهُ .قَالَ :ثُمَّ نَهَضَ حُسَيْنٌ فَأَخَذَ مَعَهُ مَوَالِيَهُ، وَجَاءَ بَابَ الْأَمِيرِ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ وَحْدَهُ، وَأَجْلَسَ مَوَالِيَهُ عَلَى الْبَابِ، وَقَالَ :إِنْ سَمِعْتُمْ أَمْرًا يُرِيبُكُمْ فَادْخُلُوا. فَسَلَّمَ وَجَلَسَ وَمَرْوَانُ عِنْدَهُ، فَنَاوَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِتَابَ، وَنَعَى إِلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ :رَحِمَ اللَّهُ مُعَاوِيَةَ، وَعَظَّمَ لَكَ الْأَجْرَ. فَدَعَاهُ الْأَمِيرُ إِلَى الْبَيْعَةِ،

এরপর ইয়াজিদ তাকে (মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবন উতবাকে) একটি ছোট্ট চিরকুটে লিখল, যা আকারে যেন ইঁদুরের কানের মতো ছিল:

"অতঃপর— হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবন উমর এবং আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের কাছ থেকে কঠোরভাবে বাইআত গ্রহণ করো। এ ব্যাপারে কোনো ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন করবে না, যতক্ষণ না তারা বাইআত করে। ওয়াসসালাম।"

যখন মুয়াবিয়ার মৃত্যুসংবাদ ওয়ালিদের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি এতে অত্যন্ত বিচলিত ও মর্মাহত হলেন। অতঃপর তিনি মারওয়ানকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে চিঠিটি পড়ে শোনালেন এবং এ কয়েকজন ব্যক্তির ব্যাপারে তার পরামর্শ চাইলেন।

মারওয়ান বলল: "আমার মতে, মুয়াবিয়ার মৃত্যুসংবাদ তাদের কাছে পৌঁছার আগেই আপনি তাদেরকে ডেকে বাইআতের আহ্বান জানাবেন। যদি তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।"

তখন তিনি অবিলম্বে আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন উসমান ইবন আফফানকে হুসাইন ও ইবন যুবাইরের কাছে পাঠালেন। সে সময় তারা উভয়েই মসজিদে ছিলেন।

তিনি তাদেরকে বললেন: "আমীরের ডাকে সাড়া দিন।"

তাঁরা বললেন: "তুমি যাও, আমরা এখনই আসছি।"

লোকটি চলে গেলে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইবন যুবাইরকে বললেন:

"আমার ধারণা, তাদের স্বৈরশাসক মারা গেছেন।"

ইবন যুবাইর বললেন: "আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

বর্ণনাকারী বলেন: এরপর হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অনুগত সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে গভর্নরের প্রাসাদের দরজায় এলেন। অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো।

তিনি একাই ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সঙ্গীদের দরজার কাছে বসিয়ে দিয়ে বললেন: "তোমরা যদি এমন কোনো আওয়াজ বা ঘটনা শুনতে পাও যা তোমাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করবে।"

অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বসলেন। সেখানে মারওয়ানও উপস্থিত ছিল।

ওয়ালিদ ইবন উতবা তাঁকে চিঠিটি দেখালেন এবং মুয়াবিয়ার মৃত্যুসংবাদ জানালেন।

তখন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) إنا لله وإنا إليه راجعون পাঠ করলেন এবং বললেন:

"আল্লাহ মুয়াবিয়ার প্রতি রহম করুন এবং আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।"

এরপর গভর্নর তাঁকে ইয়াজিদের জন্য বাইআত করার আহ্বান জানালেন।

فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ :إِنَّ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ سِرًّا، وَمَا أَرَاكَ تَجْتَزِئُ مِنِّي بِهَذَا، وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ دَعَوْتَنَا مَعَهُمْ، فَكَانَ أَمْرًا وَاحِدًا .فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ وَكَانَ يُحِبُّ الْعَافِيَةَ :فَانْصَرِفْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ حَتَّى تَأْتِيَنَا فِي جَمَاعَةِ النَّاسِ .فَقَالَ مَرْوَانُ لِلْوَلِيدِ :وَاللَّهِ لَئِنْ فَارَقَكَ وَلَمْ يُبَايِعِ السَّاعَةَ، لَيَكْثُرَنَّ الْقَتْلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، فَاحْبِسْهُ وَلَا تُخْرِجْهُ حَتَّى يُبَايِعَ، وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ .فَنَهَضَ الْحُسَيْنُ وَقَالَ :يَابْنَ الزَّرْقَاءِ، أَنْتَ تَقْتُلُنِي؟ ! كَذَبْتَ وَاللَّهِ وَأَثِمْتَ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى دَارِهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ لِلْوَلِيدِ :وَاللَّهِ لَا تَرَاهُ بَعْدَهَا أَبَدًا .فَقَالَ الْوَلِيدُ :وَاللَّهِ يَا مَرْوَانُ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَأَنِّي قَتَلْتُ الْحُسَيْنَ، سُبْحَانَ اللَّهِ! أَقْتُلُ حُسَيْنًا أَنْ قَالَ :لَا أُبَايِعُ؟ ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ مَنْ يَقْتُلُ الْحُسَيْنَ يَكُونُ خَفِيفَ الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

তখন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন:

"আমার মতো ব্যক্তি গোপনে বাইআত করে না। আর আমি মনে করি না যে আপনি আমার কাছ থেকে শুধু গোপন বাইআত নিয়েই সন্তুষ্ট হবেন। বরং যখন আপনি জনগণকে একত্র করবেন, তখন আমাদেরও তাদের সঙ্গে ডাকবেন। তখন বিষয়টি সবার জন্য একইভাবে সম্পন্ন হবে।"

ওয়ালিদ, যিনি শান্তি ও সংঘর্ষ এড়াতে পছন্দ করতেন, বললেন: "তাহলে আল্লাহর নামে আপনি এখন ফিরে যান। পরে যখন জনগণ একত্রিত হবে, তখন আমাদের কাছে আসবেন।"

এ সময় মারওয়ান ওয়ালিদকে বলল: "আল্লাহর কসম! যদি সে এখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় এবং এই মুহূর্তে বাইআত না করে, তাহলে পরবর্তীতে তোমাদের ও তার মধ্যে ব্যাপক রক্তপাত সংঘটিত হবে। সুতরাং তাকে আটক রাখো এবং বাইআত না করা পর্যন্ত বের হতে দিও না। অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দাও।"

তখন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন: "হে নীলচোখা নারীর পুত্র! তুমি কি আমাকে হত্যা করবে? আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ এবং পাপ করেছ।"

এরপর তিনি নিজ গৃহের দিকে ফিরে গেলেন।

তখন মারওয়ান ওয়ালিদকে বলল: "আল্লাহর কসম! আজকের পর তুমি আর কখনো তাকে তোমার নিয়ন্ত্রণে পাবে না।"

ওয়ালিদ বললেন: "আল্লাহর কসম, হে মারওয়ান! আমি পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের বিনিময়েও এটা পছন্দ করি না যে আমি হুসাইনকে হত্যা করি। সুবহানাল্লাহ! শুধু এ কারণে আমি হুসাইনকে হত্যা করব যে তিনি বলেছেন: 'আমি বাইআত করব না'?

আল্লাহর কসম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে ব্যক্তি হুসাইনকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তার নেক আমলের পাল্লা অত্যন্ত হালকা হবে। [7]

[7] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর আল-কুরাইশী আল-বসরী, অতঃপর আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি), *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৪৬৭–৪৬৮, প্রকাশনা: দার হিজর লিত্-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী' ওয়াল-ই'লান, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২১।

"আমার মতো ব্যক্তি গোপনে বাইআত করে না"

ইবন আবদিল বার *আল-ইস্তী'আব*, ইমাম কুরতুবী *আত-তাযকিরাহ* [8], ইবনুল আদীম *বুগইয়াতুত ত্বলাব* [9], ইমাম কুরতুবী *আল-মুফহিম* [10], আল-মাকরীযী *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ই'তিবার* [11], আল-ইয়াফিঈ *মিরআতুল জানান* [12] এবং আত-তাইয়্যিব বামাখরামাহ *কিলাদাতুন নাহর* [13] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ:

لَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ، وَأَفْضَتِ الْخِلَافَةُ إِلَى يَزِيدَ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ سِتِّينَ، وَرَدَتْ بَيْعَتُهُ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بِالْمَدِينَةِ؛ لِيَأْخُذَ الْبَيْعَةَ عَلَى أَهْلِهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَإِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لَيْلًا، فَأُتِيَ بِهِمَا، فَقَالَ: بَايِعَا.

فَقَالَا: **مِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ سِرًّا، وَلَكِنَّا نُبَايِعُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ إِذَا أَصْبَحْنَا.**

فَرَجَعَا إِلَى بُيُوتِهِمَا، وَخَرَجَا مِنْ لَيْلَتِهِمَا إِلَى مَكَّةَ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ رَجَبٍ. فَأَقَامَ الْحُسَيْنُ بِمَكَّةَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَشَوَّالَ وَذَا الْقَعْدَةِ، وَخَرَجَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ يُرِيدُ الْكُوفَةَ.

আবু উমর বলেন: যখন মুয়াবিয়া মৃত্যুবরণ করলেন এবং ৬০ হিজরিতে খিলাফত ইয়াজিদের হাতে ন্যস্ত হলো, তখন মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবন উকবার নিকট ইয়াজিদের বাইআতের নির্দেশ পৌঁছল, যাতে তিনি মদিনাবাসীদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করেন।

---

[8] ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবি বকর ইবন ফারহ আল-আনসারী আল-খাযরাজী, শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী (মৃত্যু ৬৭১ হিজরি), *আত-তাযকিরাহ বি আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ*, পৃষ্ঠা ১৭৭, প্রকাশনা: মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ লিন-নাশর ওয়াত-তাওযী', রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৫ হিজরি, মোট পৃষ্ঠা: ১৩৫৫।

[9] ইমাম কামালুদ্দীন উমর ইবন আহমদ ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন আবি জারাদাহ আল-উকাইলী, প্রসিদ্ধ ইবনুল আদীম (মৃত্যু ৬৬০ হিজরি), *বুগইয়াতুত ত্বলাব ফী তারীখি হালাব*, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৫৭২, প্রকাশনা: দারুল ফিকর, মোট খণ্ড: ১২।

[10] ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ ইবন উমর ইবন ইবরাহীম আল-কুরতুবী (৫৭৮–৬৫৬ হিজরি), *আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তাখলীস কিতাব মুসলিম*, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৯৮, প্রকাশনা: দার ইবন কাসীর (দামেস্ক–বৈরুত) এবং দারুল কালিমিত ত্বইয়্যিব (দামেস্ক–বৈরুত), প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৭।

[11] ইমাম তকীয়্যুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আলী ইবন আবদুল কাদির আল-হুসাইনী আল-উবাইদী আল-মাকরীযী (মৃত্যু ৮৪৫ হিজরি), *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ই'তিবার বি যিকরিল খিতাতি ওয়াল-আসার*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৫, প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি, মোট খণ্ড: ৪।

[12] ইমাম আফীফুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আসআদ ইবন আলী ইবন সুলাইমান আল-ইয়াফিঈ (মৃত্যু ৭৬৮ হিজরি), *মিরআতুল জানান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান ফী মা'রিফাতি মা ইউ'তাবারু মিন হাওয়াদিছিজ-যামান*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৭, প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

[13] ইমাম আবু মুহাম্মদ আত-তাইয়্যিব ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন আলী বামাখরামাহ আল-হিজরানী আল-হাদরামী আশ-শাফিঈ (৮৭০–৯৪৭ হিজরি), *কিলাদাতুন নাহর ফী ওয়াফায়াতি আ'ইয়ানিদ দাহর*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯২, প্রকাশনা: দারুল মিনহাজ, জেদ্দা, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৮ হিজরি / ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৬।

তখন তিনি রাতে সাইয়্যিদুনা হুসাইন ইবন আলী এবং আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি বললেন: "তোমরা বাইআত করো।"

তাঁরা উভয়ে বললেন: "আমাদের মতো ব্যক্তি গোপনে বাইআত করে না। বরং সকালে যখন জনগণের সামনে বিষয়টি উপস্থাপিত হবে, তখন আমরা সবার সামনে বাইআত করব।"

এরপর তাঁরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন এবং সেই রাতেই মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তা ছিল রজব মাসের শেষ দুই রাতের একটি, অর্থাৎ রবিবার রাত।

এরপর সাইয়্যিদুনা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মক্কায় শা'বান, রমজান, শাওয়াল এবং যিলকদ মাস অবস্থান করেন। অতঃপর যিলহজ্জ মাসের ইয়াওমুত তারওয়িয়া (৮ যিলহজ্জ) দিনে তিনি কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হন।[14]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শেষ রজনী

ذكر أبو المؤيد الموفق المكي الخوارزمي ت 568 هـ في كتابه "مقتل الحسين رضي الله عنه": فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ، خَرَجَ إِلَى القَبْرِ أَيْضًا، فَصَلَّى رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ جَعَلَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ! إِنَّ هٰذَا قَبْرُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، وَقَدْ حَضَرَنِي مِنَ الأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّ المَعْرُوفَ، وَأُنْكِرُ المُنْكَرَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، بِحَقِّ هٰذَا القَبْرِ وَمَنْ فِيهِ، إِلَّا اخْتَرْتَ لِي مِنْ أَمْرِي مَا هُوَ لَكَ رِضًى، وَلِرَسُولِكَ رِضًى، وَلِلْمُؤْمِنِينَ رِضًى.

ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي عِندَ القَبْرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الصُّبْحِ، وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى القَبْرِ، فَأَغْفَى، فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ أَقْبَلَ فِي كَتِيبَةٍ مِنَ المَلَائِكَةِ، عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ،

فَجَاءَ حَتَّى ضَمَّ الحُسَيْنَ إِلَى صَدْرِهِ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ :حَبِيبِي يَا حُسَيْنُ، كَأَنِّي أَرَاكَ عَنْ قَرِيبٍ مُرَمَّلًا بِدِمَائِكَ مَذْبُوحًا بِأَرْضِ كَرْبَلَاءِ، بَيْنَ عِصَابَةٍ مِنْ أُمَّتِي، وَأَنْتَ فِي ذٰلِكَ عَطْشَانُ لَا تُسْقَى، وَظَمْآنُ لَا تُرْوَى، وَهُمْ فِي ذٰلِكَ يَرْجُونَ شَفَاعَتِي، مَا لَهُمْ؟ لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ! وَمَا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ.

حَبِيبِي يَا حُسَيْنُ! إِنَّ أَبَاكَ وَأُمَّكَ وَأَخَاكَ قَدِمُوا عَلَيَّ، وَهُمْ إِلَيْكَ مُشْتَاقُونَ، وَإِنَّ لَكَ فِي الجَنَّةِ لَدَرَجَاتٍ لَنْ تَنَالَهَا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ.

قَالَ: فَجَعَلَ الحُسَيْنُ فِي مَنَامِهِ يَنْظُرُ إِلَى جَدِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ، وَيَقُولُ لَهُ: يَا جَدَّاهُ! لَا حَاجَةَ لِي فِي الرُّجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا، فَخُذْنِي إِلَيْكَ، وَأَدْخِلْنِي مَعَكَ إِلَى قَبْرِكَ.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: يَا حُسَيْنُ! لَابُدَّ لَكَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا، حَتَّى تُرْزَقَ الشَّهَادَةَ، وَمَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ مِنَ الثَّوَابِ العَظِيمِ؛ فَإِنَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُمَّكَ، وَأَخَاكَ، وَعَمَّكَ، وَعَمَّ أَبِيكَ، عَمُّ أَبِيكَ، تُحْشَرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي زُمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى تَدْخُلُوا الجَنَّةَ.

---

[14] ইমাম আবু উমর ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদিল বার ইবন আসিম আন-নামারী আল-কুরতুবী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি), *আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৬, প্রকাশনা: দারুল জীল, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরি / ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৪।

قَالَ: فَانْتَبَهَ الحُسَيْنُ مِنْ نَوْمِهِ فَزِعًا مَرْعُوبًا، فَقَصَّ رُؤْيَاهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذٰلِكَ اليَوْمِ فِي شَرْقٍ وَلَا غَرْبٍ قَوْمٌ أَشَدُّ غَمًّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَكْثَرُ بَاكِيًا وَلَا بَاكِيَةً.

قَالَ: وَتَهَيَّأَ الحُسَيْنُ، وَعَزَمَ عَلَى الخُرُوجِ مِنَ المَدِينَةِ، وَمَضَى فِي جَوْفِ اللَّيْلِ إِلَى قَبْرِ أُمِّهِ، فَصَلَّى عِندَ قَبْرِهَا وَوَدَّعَهَا، ثُمَّ قَامَ مِنْ قَبْرِهَا، وَصَارَ إِلَى قَبْرِ أَخِيهِ الحَسَنِ، فَفَعَلَ كَذٰلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فِي وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ أَخُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَنَفِيَّةِ...

আবুল মুয়াইয়্যাদ আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী আল-খাওয়ারিজমী (মৃত্যু ৫৬৮ হিজরি) তাঁর মাকতালুল হুসাইন গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

তৃতীয় রাত এলে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওজা মুবারকের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি কয়েক রাকাত নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষ করে তিনি এভাবে দোয়া করতে লাগলেন:

"হে আল্লাহ! এটি আপনার নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কবর, আর আমি আপনার নবীর কন্যার পুত্র। আপনি তো জানেন, আমার সামনে কী পরিস্থিতি উপস্থিত হয়েছে।

হে আল্লাহ! আমি সৎকাজকে ভালোবাসি এবং অসৎকাজকে ঘৃণা করি। হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী! আমি আপনার কাছে এ কবরের এবং এতে শায়িত মহান ব্যক্তির মর্যাদার উসিলায় প্রার্থনা করছি—আপনি আমার জন্য এমন সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করুন, যাতে আপনার সন্তুষ্টি, আপনার রাসূলের সন্তুষ্টি এবং মুমিনদের সন্তুষ্টি নিহিত থাকে।"

এরপর তিনি রওজা মুবারকের পাশে কাঁদতে থাকলেন। যখন ভোরের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি নিজের মাথা কবরের পাশে রেখে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল ফেরেশতাকে সঙ্গে নিয়ে আগমন করছেন। ফেরেশতারা তাঁর ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে অবস্থান করছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর দুই চোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন এবং বললেন: "হে আমার প্রিয় হুসাইন! যেন আমি খুব শীঘ্রই তোমাকে তোমার রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় কারবালার প্রান্তরে যবেহকৃত দেখতে পাচ্ছি; আমার উম্মতের একটি দল তোমাকে ঘিরে থাকবে। সেই অবস্থায় তুমি তৃষ্ণার্ত থাকবে, তোমাকে পানি পান করতে দেওয়া হবে না; তুমি পিপাসার্ত থাকবে, তোমার পিপাসা নিবারণ করা হবে না। তবুও তারা আমার শাফাআতের আশা করবে! তাদের কী হয়েছে? আল্লাহ যেন কিয়ামতের দিন তাদেরকে আমার শাফাআত না দান করেন! আল্লাহর কাছে তাদের কোনো অংশ বা কল্যাণ নেই।"

এরপর তিনি বললেন: "হে আমার প্রিয় হুসাইন! তোমার পিতা, তোমার মাতা এবং তোমার ভাই আমার কাছে এসে পৌঁছেছেন। তারা তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন।

আর তোমার জন্য জান্নাতে এমন উচ্চ মর্যাদাসমূহ নির্ধারিত রয়েছে, যা তুমি শাহাদাত ব্যতীত অর্জন করতে পারবে না।

বর্ণনাকারী বলেন: স্বপ্নে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নানা মুহাম্মদ ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং তাঁর কথা শুনছিলেন। তখন তিনি বললেন:

"হে আমার নানা! আমার আর দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে আপনার কাছে নিয়ে নিন এবং আপনার কবরের সঙ্গে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন।" তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন: হে হুসাইন! তোমাকে অবশ্যই দুনিয়ায় ফিরে যেতে হবে, যাতে তুমি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করো এবং আল্লাহ তোমার জন্য যে মহাপুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন তা অর্জন করতে পারো। নিশ্চয় তুমি, তোমার পিতা, তোমার মাতা, তোমার ভাই, তোমার চাচা এবং তোমার পিতার চাচা—তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন একই দলের সঙ্গে সমবেত হবে, অতঃপর একসঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আতঙ্কিত ও বিচলিত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা পরিবারের সদস্যদের এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের লোকদের কাছে বর্ণনা করলেন। সেদিন পূর্ব-পশ্চিমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের চেয়ে অধিক শোকাহত, অধিক ক্রন্দনরত কোনো পরিবার ছিল না; কোনো পুরুষ বা নারী তাদের চেয়ে বেশি কাঁদেনি।

বর্ণনাকারী বলেন: এরপর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সফরের প্রস্তুতি নিলেন এবং মদীনা ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করলেন।

রাতের গভীরে তিনি তাঁর মাতা ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কবরের কাছে গেলেন। সেখানে নামাজ আদায় করলেন এবং বিদায় জানালেন।

তারপর তিনি সেখান থেকে উঠে তাঁর ভাই ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবরের কাছে গেলেন এবং একইভাবে বিদায় জানালেন।

অতঃপর ফজরের সময় তিনি নিজের গৃহে ফিরে এলেন। তখন তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন...[15]

ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র আন্দোলনের চিরন্তন যৌক্তিকতা

তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইবন আলী (ইবনুল হানাফিয়্যাহ)-এর প্রতি লিখিত ওসিয়তনামা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ،

هٰذَا ما أَوْصَى بِهِ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي المَعْرُوفِ بِابْنِ الحَنَفِيَّةِ:

إِنَّ الحُسَيْنَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.. جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا، وَلَا مُفْسِدًا، وَلَا ظَالِمًا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الإِصْلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي مُحَمَّدٍ ﷺ، أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَسِيْرَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسِيرَةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ.

فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبُولِ الحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالحَقِّ، وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هٰذَا، صَبَرْتُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ القَوْمِ بِالحَقِّ، وَيَحْكُمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ.

---

[15] আল-খাওয়ারিজমী, *মাকতালুল হুসাইন* পৃ ২৭০ -২৭১।

هٰذِهِ وَصِيَّتِي إِلَيْكَ يَا أَخِي ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

ثُمَّ طَوَى الْحُسَيْنُ كِتَابَهُ هَذَا، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِهِ، وَدَفَعَهُ إِلَى أَخِيهِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ وَدَّعَهُ وَخَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُرِيدُ مَكَّةَ فِي جَمِيعِ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَذَلِكَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتِّينَ، فَلَزِمَ الطَّرِيقَ الْأَعْظَمَ، فَجَعَلَ يَسِيرُ وَهُوَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ:

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ **الْقَصَصِ: ٢١**.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এটি সেই ওসিয়ত, যা আলী ইবন আবি তালিবের পুত্র হুসাইন ইবন আলী তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইবন আলী, যিনি ইবনুল হানাফিয়্যাহ নামে পরিচিত, তাঁর উদ্দেশ্যে লিখে গেছেন।

নিশ্চয় হুসাইন সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি সত্য নিয়ে সত্যের পক্ষ থেকেই আগমন করেছেন। জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত অবশ্যই আসবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং আল্লাহ কবরবাসীদের পুনরুত্থিত করবেন।

আমি অহংকারবশত, ভোগবিলাসের উদ্দেশ্যে, অশান্তি সৃষ্টি করতে কিংবা জুলুম করার জন্য বের হইনি। বরং আমি আমার নানা মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আমি সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে চাই। আমি আমার নানা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ, আমার পিতা আলী ইবন আবি তালিবের আদর্শ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ করতে চাই।

অতএব, যে আমাকে সত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করবে, আল্লাহই সত্যের অধিক হকদার। আর যে আমার এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে, আমি ধৈর্য ধারণ করব, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও এ জাতির মধ্যে সত্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন। তিনি আমার ও তাদের মধ্যে বিচার করবেন, আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

হে আমার ভাই! এটাই তোমার প্রতি আমার ওসিয়ত। আমার তাওফিক কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এবং তাদের উপরও, যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে। আল্লাহ মহান ও সর্বোচ্চ; তাঁর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

এরপর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ পত্রটি ভাঁজ করলেন, নিজের মোহর দ্বারা সিলমোহর করলেন এবং তাঁর ভাই মুহাম্মদের হাতে তুলে দিলেন। তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সমগ্র পরিবারবর্গ।

এ ঘটনা ঘটেছিল ৬০ হিজরির শা'বান মাসের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর। তিনি প্রধান সড়ক ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং পথ চলতে চলতে এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন—

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

“অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন এবং চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। তিনি বললেন: ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা করুন।’ (সূরা আল-কাসাস, ২৮:২১)।[16]

ইমাম আবূ হানিফা রাহিমাহুল্লাহ’র ভূমিকা

ইমাম আবূ হানিফার বিরুদ্ধে একটি প্রসিদ্ধ অভিযোগ হল يَرَى السَّيْفَ তিনি কোনো কোনো মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারন করা অর্থাৎ বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করতেন। ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের সাথে এই অভিযোগেরও বিস্তারিত জবাব আমি দিয়েছি দুই খন্ডে সমাপ্ত আমার “আস-সাহীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা” নামক আরবী কিতাবে। আমি সেখানে বলেছিঃ

نَعَمْ، هَذَا هُوَ المَوْقِفُ الَّذِي اتَّخَذَهُ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ضِدَّ أَصْحَابِ السُّلْطَةِ الْخَوَنَةِ الْفَسَقَةِ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ، فِي مَسَانَدَةِ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ أَمْثَالِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) الَّذِي قُتِلَ فِي خِلَافَةِ الأُمَوِيِّينَ، وَالإِمَامِ مُحَمَّدٍ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ وَأَخِيهِ الإِمَامِ إِبْرَاهِيمَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) اللَّذَيْنِ قُتِلَا فِي خِلَافَةِ الْعَبَّاسِيِّينَ.

كَانَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ دَائِمًا مَعَ الْمَظْلُومِينَ، وَقَدْ وُلِدَ فِي الدَّوْلَةِ الأُمَوِيَّةِ وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَهُمْ بِحَقٍّ فِي الْحُكْمِ. وَقَدْ اعْتَرَفَ فِي البِدَايَةِ بِالدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، وَلَكِنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ قَتْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَمِنْهُمُ الإِمَامَانِ مُحَمَّدٌ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ وَأَخُوهُ الإِمَامُ إِبْرَاهِيمُ، وَكَانَا مِنْ شُيُوخِهِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ.

خُلَاصَةُ المَوْقِفِ:

مَوْقِفُ أَبِي حَنِيفَةَ يُبَيِّنُ نَصْرَهُ لِلْحَقِّ وَدَعْمَهُ لِلْمَظْلُومِينَ، وَرَفْضَهُ لِسُلْطَةِ الظَّالِمِينَ الَّتِي بَنَتْ أُسُسَهَا عَلَى الظُّلْمِ وَالْقَمْعِ، مِمَّا يعكِسُ تَمَسُّكَهُ بِمَبَادِئِ الإِسْلَامِ وَقِيَمِ الْعَدْلِ.

হ্যাঁ, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ক্ষমতাসীন সেই সব বিশ্বাসঘাতক, পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এই অবস্থানই গ্রহণ করেছিলেন, যারা মুসলমানদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানকে বৈধ মনে করত। তিনি আহলুল বাইতের ইমামদের সমর্থন করেছিলেন; যেমন ইমাম যায়েদ ইবন আলী (রহ.), যিনি উমাইয়া শাসনামলে শহীদ হন; এবং ইমাম মুহাম্মদ আন-নাফসুয যাকিয়্যাহ ও তাঁর ভাই ইমাম ইবরাহিম (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা), যারা আব্বাসীয় শাসনামলে নিহত হন।

ইমাম আবু হানিফা সর্বদা মজলুমদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি উমাইয়া রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাদের শাসনের বৈধতা স্বীকার করেননি। প্রথমদিকে তিনি আব্বাসীয় রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন; কিন্তু যখন তারা আহলুল বাইতের ইমামদের হত্যা করল, তখন তিনি তাদের কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করেন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ আন-

---

16 আবুল মুয়াইয়্যাদ আল-মুওয়াফফাক ইবন আহমদ আল-মাক্কী আল-খাওয়ারিজমী (মৃত্যু ৫৬৮ হিজরি), *মাকতালুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু*, পৃষ্ঠা ২৭৩। আনোয়ারুল হুদা, ইরান, ১৪১৮ হি।

নাফসুয যাকিয়্যাহ এবং তাঁর ভাই ইমাম ইবরাহিম, আর তাঁরা উভয়েই ইমাম আবু হানিফার শায়খদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

সংক্ষিপ্তসারঃ ইমাম আবু হানিফার এই অবস্থান তাঁর সত্যের পক্ষে সমর্থন, মজলুমদের সাহায্য, এবং অত্যাচারী শাসকদের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যানের স্পষ্ট প্রমাণ। যেসব শাসনব্যবস্থা জুলুম, নিপীড়ন ও দমন-পীড়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তিনি তাদের বিরোধিতা করেছেন। এটি ইসলামের ন্যায়বিচার, সত্যনিষ্ঠা ও নৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন। [17]

ইয়াজিদের নির্দেশে মুসলিম ইবন আকীলকে হত্যা

ইবন কাসীর বলেন:

ثُمَّ كَتَبَ يَزِيدُ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ :إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ فَتَطَلَّبْ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَاقْتُلْهُ أَوِ انْفِهِ. وَبَعَثَ الْكِتَابَ مَعَ الْعَهْدِ مَعَ مُسْلِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيِّ، فَسَارَ ابْنُ زِيَادٍ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمَّا دَخَلَهَا دَخَلَهَا مُتَلَثِّمًا بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ، فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِمَلَإٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا قَالَ :سَلَامٌ عَلَيْكُمْ .فَيَقُولُونَ :وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، مَرْحَبًا يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. يَظُنُّونَ أَنَّهُ الْحُسَيْنُ، وَقَدْ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ قُدُومَهُ، وَتَكَاثَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَدَخَلَهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ رَاكِبًا، فَقَالَ لَهُمْ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الَّذِي مِنْ جِهَةِ يَزِيدَ :تَأَخَّرُوا، هَذَا الْأَمِيرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ

অতঃপর ইয়াজিদ ইবন যিয়াদের নিকট লিখল:

"তুমি যখন কূফায় পৌঁছবে, তখন মুসলিম ইবন আকীলকে খুঁজে বের করবে। যদি তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হও, তবে তাকে হত্যা কর অথবা নির্বাসিত কর।"

সে এই চিঠি এবং গভর্নর নিয়োগপত্র মুসলিম ইবন আমর আল-বাহিলীর মাধ্যমে প্রেরণ করল।

এরপর ইবন যিয়াদ বসরা থেকে কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কূফায় প্রবেশের সময় সে একটি কালো পাগড়ি দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল ঢেকে রেখেছিল।

সে যখনই কোনো জনসমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত, তখন বলত:

"তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

লোকেরা উত্তর দিত:

"আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। স্বাগতম, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্র!"

তারা মনে করেছিল যে তিনি ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। কারণ তারা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল।

---

17 আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা, *আস-সাহীফাহ ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফাহ* (ইমাম আবু হানিফার ফযীলত ও জীবনী বিষয়ক সংকলন)।

ফলে লোকজন তার চারপাশে ভিড় করতে লাগল। তিনি সতেরো জন অশ্বারোহীসহ কূফায় প্রবেশ করেছিলেন।

তখন ইয়াজিদের পক্ষ থেকে আগত মুসলিম ইবন আমর আল-বাহিলী লোকদের বললেন: "সরে দাঁড়াও। এ ব্যক্তি হুসাইন নন; তিনি হলেন আমীর উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ।" [18]

ইবন যিয়াদের সামনে ইমামের মুবারক মস্তক

ففي الصحيح: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . رضى الله عنه . أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ . عَلَيْهِ السَّلاَمُ . فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا. فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

"উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের নিকট হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর মুবারক মস্তক আনা হলো। সেটিকে একটি পাত্রে রাখা হয়। তখন সে (ইবন যিয়াদ) তা নিয়ে খোঁচাতে লাগল এবং তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করল।

তখন আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

'তিনি (হুসাইন) ছিলেন চেহারা-সুরতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিদের একজন। আর তাঁর চুল ওয়াসমা (এক ধরনের রং) দ্বারা রঞ্জিত ছিল। . [19]

ইয়াজিদের সামনে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক মস্তক

তাবারানী তাঁর *আল-মু'জামুল কাবীর* গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

মুহাম্মদ ইবন আদ-দাহ্হাক ইবন উসমান আল-হিযামী তাঁর পিতার সূত্রে বলেন:

خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى الْكُوفَةِ سَاخِطًا لِوِلَايَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَكَتَبَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ وَالِيهِ عَلَى الْعِرَاقِ :إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ حُسَيْنًا قَدْ سَارَ إِلَى الْكُوفَةِ، وَقَدِ ابْتُلِيَ بِهِ زَمَانُكَ مِنْ بَيْنِ الْأَزْمَانِ، وَبَلَدُكَ مِنْ بَيْنِ الْبُلْدَانِ، وابْتُلِيتَ بِهِ مِنْ بَيْنِ الْعُمَّالِ، وَعِنْدَهَا يُعْتَقُ أَوْ يَعُودُ عَبْدًا كَمَا يُعْتَبَدُ الْعَبِيدُ ." فَقَتَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ، وَبَعَثَ بِرَأْسِهِ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُمَامِ:

نُفَلِّقُ هَامًا مِنْ رِجَالٍ أَحِبَّةٍ ... إِلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلَمَا

"হুসাইন ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

তখন ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া ইরাকের গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের নিকট লিখল:

---

[18] *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*,

[19] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি), *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: *ফাদ্বায়িলু আসহাবিন নাবী ﷺ*, অধ্যায়: *হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলি*, হাদিস নং ৩৭৪৮।

'আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে হুসাইন কূফার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। সব যুগের মধ্যে তোমার যুগই এ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, সব নগরীর মধ্যে তোমার নগরীই এ পরীক্ষায় আক্রান্ত হয়েছে, আর সকল প্রশাসকের মধ্যে তুমিই এ পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছ।
এখনই প্রমাণ হবে তুমি মুক্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে, নাকি দাসদের মতো আবার দাসত্বে ফিরে যাবে।'
অতঃপর উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করল এবং তাঁর মুবারক মস্তক ইয়াজিদের কাছে প্রেরণ করল।
যখন সেই মুবারক মস্তক ইয়াজিদের সামনে রাখা হলো, তখন সে হুসাইন ইবনুল হুমামের একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করল:

نُفَلِّقُ هَامًا مِنْ رِجَالٍ أَحِبَّةٍ
إِلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلَمَا

"আমরা এমন কিছু প্রিয়জনের মস্তক বিদীর্ণ করি,
যারা আমাদের নিকট আত্মীয় হলেও তারা ছিল অধিক অবাধ্য ও অধিক জালিম। [20]

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الضَّحَّاكَ لَمْ يُدْرِكِ الْقِصَّةَ

হাইসামী বলেন: "এ হাদিসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। তবে আদ-দাহ্‌হাক ঘটনাটির সময়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না (অর্থাৎ তিনি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেননি)। [21]

ইবন কাসীর *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* গ্রন্থে বলেন:
আবু মিখনাফ, আবু হামযা আস-সুমালী, আবদুল্লাহ আস-সুমালী এবং কাসিম ইবন বুখাইতের সূত্রে বর্ণনা করেন:

لَمَّا وُضِعَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ جَعَلَ يَنْكُتُ بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ فِي ثَغْرِهِ
فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ :أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذَ قَضِيبُكَ هَذَا مَأْخَذًا، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْشُفُهُ .ثُمَّ
قَالَ لَهُ :أَمَا إِنَّ هَذَا سَيَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفِيعُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَتَجِيءُ وَشَفِيعُكَ ابْنُ زِيَادٍ. ثُمَّ قَامَ فَوَلَّى .
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَسَدٍ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
قَالَ: لَمَّا وُضِعَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ يَزِيدَ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَرْزَةَ جَعَلَ يَنْكُتُ بِالْقَضِيبِ عَلَى لِثَتِهِ
وَيَقُولُ :يُفَلِّقْنَ هَامًا .فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْزَةَ :ارْفَعْ قَضِيبَكَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْثُمُهُ.
قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَحَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي حَفْصَةَ
قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ: لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ جَعَلَ يَزِيدُ يَطْعَنُ بِالْقَضِيبِ

---

20 ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান ইবন আহমদ আত-তাবারানী (মৃত্যু ৩৬০ হিজরি), *আল-মু'জামুল কাবীর*, হাদিস নং ২৮৪৬,

21 ইমাম নূরুদ্দীন আলী ইবন আবি বকর আল-হাইসামী (মৃত্যু ৮০৭ হিজরি), *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, হাদিস নং ১৫১৩৭।

"যখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক মস্তক ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার সামনে রাখা হলো, তখন সে তার হাতে থাকা একটি ছড়ি দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ও দাঁতের স্থানে খোঁচাতে লাগল।

তখন আবু বারযাহ আল-আসলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন:

'আল্লাহর কসম! তোমার এই ছড়ি এমন এক স্থানে স্পর্শ করছে, যেখানে আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চুম্বন করতে দেখেছি।'

এরপর তিনি বললেন: 'নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তি (হুসাইন)-এর সুপারিশকারী হবেন মুহাম্মদ ﷺ, আর তুমি উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে তোমার সুপারিশকারী হবে ইবন যিয়াদ।'

এরপর তিনি উঠে চলে গেলেন।

ইবন আবিদ দুনিয়া আবুল ওয়ালীদের সূত্রে, তিনি খালিদ ইবন ইয়াযিদ ইবন আসাদের সূত্রে, তিনি আম্মার আদ-দুহনীর সূত্রে, তিনি আবু জাফরের সূত্রে বর্ণনা করেন:

"যখন ইমাম হুসাইনের মুবারক মস্তক ইয়াজিদের সামনে রাখা হলো এবং সেখানে আবু বারযাহ উপস্থিত ছিলেন, তখন ইয়াজিদ একটি ছড়ি দিয়ে তাঁর মাড়ির উপর খোঁচাতে খোঁচাতে বলতে লাগল:

يُفَلِّقْنَ هَامًا

'মস্তকসমূহ বিদীর্ণ করে।'

তখন আবু বারযাহ তাকে বললেন: 'তোমার ছড়ি সরিয়ে নাও। আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর এই স্থান চুম্বন করতে দেখেছি।'

ইবন আবিদ দুনিয়া আরও বলেন: মাসলামাহ ইবন শাবীব, আল-হুমাইদী, সুফিয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেন। সালিম ইবন আবি হাফসাহ বলেন:

হাসান (আল-বাসরী) বলেছেন: "যখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক মস্তক আনা হলো, তখন ইয়াজিদ একটি ছড়ি দিয়ে তাতে খোঁচাতে লাগল..."।

ইমাম যাহাবী *তারীখুল ইসলাম* গ্রন্থে বলেন:

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْحَوَادِثِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الرَّأْسَ قُدِمَ بِهِ عَلَى يَزِيدَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ :حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي حَمْزَةُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ :رَأَيْتُ امْرَأَةً مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ وَأَعْقَلِهِنَّ يُقَالُ لَهَا رَيَّا حَاضِنَةُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، يُقَالُ :بَلَغَتْ مِائَةَ سنة قَالَتْ :دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى يَزِيدَ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَبْشِرْ فَقَدْ مَكَّنَكَ اللَّهُ مِنَ الْحُسَيْنِ، فَحِينَ رَآهُ خَمَّرَ وَجْهَهُ كَأَنَّهُ يَشُمُّ منه رَائِحَةٍ ، قَالَ حَمْزَةُ :فَقُلْتُ لَهَا: أَقْرَعَ ثَنَايَاهُ بِقَضِيبٍ؟ قَالَتْ :إِيْ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ :وَقَدْ كَانَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهُ رَأَى رَأْسَ الْحُسَيْنِ مَصْلُوبًا بِدِمَشْقَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَحَدَّثَتْنِي رَيَّا أَنَّ الرَّأْسَ مَكَثَ فِي خَزَائِنِ السِّلاحِ حَتَّى وَلِيَ سُلَيْمَانُ الْخِلافَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ [4]فَجِيءَ بِهِ وَقَدْ بَقِيَ عَظْمًا

أَبْيَضَ، فَجَعَلَهُ فِي سَفَطٍ وَكَفَّنَهُ وَدَفَنَهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا دخلت الْمُسَوِّدَةُ[22] سَأَلُوا عَنْ مَوْضِعِ الرَّأْسِ فَنَبَشُوهُ وَأَخَذُوهُ، فالله أَعْلَمُ مَا صُنِعَ بِهِ ، وَذَكَرَ الْحِكَايَةَ وَهِيَ طَوِيلَةٌ قَوِيَّةُ الإِسْنَادِ.

"আমরা পূর্বে ঘটনাবলির আলোচনায় একাধিক সূত্রে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক মস্তক ইয়াজিদের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল।"

আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন হামযাহ বলেন: আমার পিতা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু হামযাহ ইবন ইয়াযিদ আল-হাদরামী আমাকে সংবাদ দিয়েছেন:

"আমি এক মহিলাকে দেখেছি, যিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। তাঁর নাম ছিল রাইয়া। তিনি ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার ধাত্রীমাতা (লালন-পালনকারিণী) ছিলেন। বলা হতো, তিনি একশত বছর বয়স লাভ করেছিলেন।"

তিনি বলেন:

"এক ব্যক্তি ইয়াজিদের কাছে এসে বলল: 'হে আমীরুল মুমিনীন! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাকে হুসাইনের উপর বিজয় দান করেছেন।'

তখন ইয়াজিদ যখন সেই ব্যক্তির দিকে তাকাল, তখন সে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল, যেন তার কাছ থেকে কোনো দুর্গন্ধ আসছে।"

হামযাহ বলেন: আমি রাইয়াকে জিজ্ঞেস করলাম:

"সে কি তাঁর (হুসাইনের) দাঁতে ছড়ি দ্বারা আঘাত করেছিল?"

তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম!"

অতঃপর হামযাহ বলেন:

"তাঁর পরিবারের কিছু লোক আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক মস্তককে দামেস্কে তিন দিন ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছেন।"

আর রাইয়া আমাকে বর্ণনা করেছেন:

"সেই মুবারক মস্তক অস্ত্রাগারের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন না সুলাইমান খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তিনি সেটি আনানোর নির্দেশ দেন।

অতঃপর সেটি তাঁর কাছে আনা হয়। তখন তাতে শুধু সাদা অস্থি অবশিষ্ট ছিল। তিনি সেটিকে একটি পাত্রে রাখলেন, কাফন পরালেন এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করলেন।

পরে যখন কালো পতাকাধারীরা (আব্বাসীয়রা) ক্ষমতায় আসে, তখন তারা সেই মস্তকের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। এরপর তারা কবর খুঁড়ে সেটি বের করে নিয়ে যায়। তারপর তার কী পরিণতি হয়েছিল, আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।"

ইমাম যাহাবী বলেন:

"তিনি এ ঘটনাটি দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং এর সনদ শক্তিশালী।

---

[22] **المسوّدة** বলতে এখানে আহলুল বাইতের সমর্থক এবং আব্বাসীয়দের বোঝানো হয়েছে, যারা কালো পতাকাকে (**السواد**) নিজেদের রাজনৈতিক ও আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

ইবন আসাকির তাঁর সনদে ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার ধাত্রীমাতা রাইয়ার জীবনীতে বর্ণনা করেন:

রাইয়া বলেন: ''বনী উমাইয়ার এক ব্যক্তি ইয়াজিদের কাছে এসে বলল:

'হে আমীরুল মুমিনীন! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাকে আল্লাহর শত্রু ও আপনার শত্রুর উপর বিজয় দান করেছেন।'

হুসাইন ইবন আলীকে বোঝানো হয়েছিল। সে আরও বলল:

'তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁর মস্তক আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে।'

এর কয়েকদিন পরই হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক মস্তক আনা হলো এবং ইয়াজিদের সামনে একটি পাত্রে রাখা হলো।

ইয়াজিদ এক খাদেমকে নির্দেশ দিল, সে যেন মস্তকের উপর আবৃত কাপড় সরিয়ে দেয়। যখন সে তা দেখল, তখন নিজের জামার হাতা দ্বারা মুখ ঢেকে ফেলল, যেন কোনো গন্ধ অনুভব করছে। তারপর বলল:

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে কোনো কষ্ট ছাড়াই এই দায়ভার থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾

''তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করেছে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দিয়েছেন।''

রাইয়া বলেন: ''আমি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সেই মুবারক মস্তকের দিকে তাকালাম। তাতে মেহেদির রঙের চিহ্ন ছিল।''

হামযাহ বলেন: আমি রাইয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম:

''লোকেরা যেমন বলে, সে কি তাঁর দাঁতে ছড়ি দিয়ে আঘাত করেছিল?''

তিনি বললেন:

''হ্যাঁ, সেই সত্তার কসম, যিনি তাঁর প্রাণ কবজ করেছেন এবং যিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করতে সক্ষম! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সে তার হাতে থাকা একটি ছড়ি দিয়ে তাঁর দাঁতে আঘাত করছিল।''

ইবন কাসীর বলেন:

فَالْمَشْهُورُ بَيْنَ أَهْلِ التَّارِيخِ وَعُلَمَاءِ السِّيَرِ أَنَّهُ بَعَثَ بِهِ ابْنُ زِيَادٍ إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَعِنْدِي أَنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وقال:

وَذَكَرَ الْحَافِظُ بْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِهِ" فِي تَرْجَمَةِ رَيَّا حَاضِنَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ يَزِيدَ حِينَ وَضَعَ رَأْسَ الْحُسَيْنِ بَيْنَ يَدَيْهِ تَمَثَّلَ بِشِعْرِ ابْنِ الزِّبَعْرَى، يَعْنِي قَوْلَهُ:

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الْأَسَلْ قَالَتْ:ثُمَّ نَصَبَهُ بِدِمَشْقَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ وُضِعَ فِي خَزَائِنِ السِّلَاحِ، حَتَّى كَانَ زَمَانُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَجِيءَ بِهِ إِلَيْهِ، وَقَدْ بَقِيَ عَظْمًا أَبْيَضَ، فَكَفَّنَهُ وَطَيَّبَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَفَنَهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْمُسَوِّدَةُ - يَعْنِي بَنِي الْعَبَّاسِ - نَبَشُوا عَنْ رَأْسِ الْحُسَيْنِ وَأَخَذُوهُ مَعَهُمْ

"আর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক মস্তকের ব্যাপারে ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিশারদদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মত হলো, উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ সেটি ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার নিকট প্রেরণ করেছিল। যদিও কিছু লোক এ বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, কিন্তু আমার নিকট প্রথম মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।"

তিনি আরও বলেন:

"হাফিয ইবন আসাকির তাঁর *তারীখ* গ্রন্থে ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার ধাত্রীমাতা রাইয়ার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, যখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক মস্তক ইয়াজিদের সামনে রাখা হয়, তখন ইয়াজিদ ইবনুয-যিবা'রির একটি কবিতা আবৃত্তি করে। অর্থাৎ তার এই কথাটি:

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا

جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الْأَسَلِ

'হায়! বদরে নিহত আমার পূর্বপুরুষরা যদি আজ উপস্থিত থাকত, তবে তারা বর্শার আঘাতে খাযরাজ গোত্রের লোকদের বিলাপ ও অস্থিরতা দেখে আনন্দিত হতো।'

রাইয়া বলেন:

"এরপর ইয়াজিদ সেই মুবারক মস্তককে দামেস্কে তিন দিন প্রদর্শনের জন্য স্থাপন করে রাখে। তারপর সেটিকে অস্ত্রাগারের ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করা হয়।

পরে যখন সুলাইমান ইবন আবদুল মালিকের শাসনকাল আসে, তখন মস্তকটি তাঁর কাছে আনা হয়। তখন তাতে কেবল সাদা অস্থি অবশিষ্ট ছিল। তিনি সেটিকে কাফন পরান, সুগন্ধি লাগান, জানাজার নামাজ আদায় করেন এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করেন।

এরপর যখন কালো পতাকাধারীরা—অর্থাৎ বনী আব্বাস—ক্ষমতায় আসে, তখন তারা ইমাম হুসাইনের মুবারক মস্তকের কবর খনন করে তা বের করে নেয় এবং নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যায়।"

ইবন হাজর আল-হাইতামী বলেন:

وَلما أنزل ابْن زِيَاد رَأس الْحُسَيْن وَأَصْحَابه جهزها مَعَ سَبَايَا آل الْحُسَيْن إِلَى يزِيد فَلَمَّا وصلت إِلَيْهِ قيل إِنَّه ترحم عَلَيْهِ وتنكر لِابْنِ زِيَاد وَأرْسل بِرَأْسِهِ وَبَقِيَّة بنيه إِلَى الْمَدِينَة

যখন ইবনু যিয়াদ ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সঙ্গীদের পবিত্র মস্তকসমূহ নামিয়ে আনল, তখন সে সেগুলোকে আহলুল বাইতের বন্দী সদস্যদের সঙ্গে ইয়াজিদের কাছে পাঠিয়ে দিল।

অতঃপর যখন সেগুলো ইয়াজিদের নিকট পৌঁছল, তখন বলা হয় যে, ইয়াজিদ ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য দুআ ও সমবেদনা প্রকাশ করেছিল এবং ইবনু যিয়াদের কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করেছিল।

পরে সে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক শির এবং তাঁর অবশিষ্ট সন্তান-সন্ততিকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়।

সিবত ইবনুল জাওযী এবং অন্যান্য আলেম বলেছেন

الْمَشْهُور أَنه جمع أهل الشَّام وَجعل ينكت الرَّأْس بالخيزران وَجمع بِأَنَّهُ أظهر الأول وأخفى الثَّانِي بِقَرِينَة أَنه بَالغ فِي رفْعَة ابْن زِيَاد حَتَّى أدخلهُ على نِسَائِهِ

প্রসিদ্ধ বর্ণনা হলো—ইয়াজিদ শামের লোকদের একত্র করেছিল এবং একটি খেজুরের ডাল (খয়যুরান) দিয়ে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক শিরে আঘাত বা খোঁচা দিচ্ছিল।

দুই বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, ইয়াজিদ প্রথম অবস্থানটি (অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে অনুশোচনা ও সমবেদনা প্রকাশ) প্রকাশ করেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থানটি (অর্থাৎ হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতে সন্তুষ্টি ও অসম্মানজনক আচরণ) গোপন রেখেছিল।

এর প্রমাণ হলো, সে ইবনু যিয়াদের মর্যাদা ও সম্মান এতটাই বৃদ্ধি করেছিল যে, তাকে নিজের স্ত্রীদের অন্দরমহলেও প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল।

ইবনুল জাওযী বলেন:

وَلَمَّا وَصَلُوا دِمَشْقَ أُقِيمُوا عَلَى دَرَجِ الْجَامِعِ، حَيْثُ يُقَامُ الْأُسَارَى وَالسَّبْيُ.

وَقِيلَ: إِنَّ يَزِيدَ أَرْسَلَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ وَمَنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكُفِّنَ رَأْسُهُ وَدُفِنَ عِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ بِقُبَّةِ الْحَسَنِ.

وَقِيلَ: أُعِيدَ إِلَى الْجُثَّةِ بِكَرْبَلَاءَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ قَتْلِهِ.

وَقِيلَ: بَلْ كَانَتِ الرَّأْسُ فِي خِزَانَتِهِ؛ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ يُلَاطِفُهُ وَيُبَشِّرُهُ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

لَعَلَّكَ صَنَعْتَ إِلَى آلِهِ مَعْرُوفًا.

قَالَ: نَعَمْ، وَجَدْتُ رَأْسَ الْحُسَيْنِ فِي خِزَانَةِ يَزِيدَ، فَكَسَوْتُهُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِي، وَقَبَرْتُهُ.

فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: هُوَ ذَلِكَ سَبَبُ رِضَاهُ ﷺ عَلَيْكَ.

আশ্চর্যের বিষয় কেবল এটিই নয় যে, ইয়াজিদ একটি লাঠি দ্বারা ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক দাঁতে আঘাত করেছিল; বরং সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারবর্গকে উটের পিঠে বহন করিয়েছিল, এমন অবস্থায় যে তারা রশি দিয়ে বাঁধা ছিল।

আর নারীদের মাথা ও মুখ অনাবৃত ছিল।

এরপর তিনি ইয়াজিদের নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

যখন তারা দামেস্কে পৌঁছল, তখন তাদেরকে জামে মসজিদের সিঁড়ির উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, যেখানে সাধারণত যুদ্ধবন্দী ও বন্দিনী নারীদের রাখা হতো।

আরও বলা হয়েছে যে,

ইয়াজিদ ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক শির এবং তাঁর পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদের মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর তাঁর মুবারক শির কাফন পরিয়ে তাঁর মায়ের কবরের নিকটে, ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর গম্বুজের পাশে দাফন করা হয়।

আরও একটি মত হলো,

শহীদের চল্লিশ দিন পরে তাঁর মুবারক শির কারবালায় নিয়ে গিয়ে দেহের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করা হয়েছিল।

আরও বলা হয়েছে, বরং সেই মুবারক শির ইয়াজিদের ভাণ্ডারেই সংরক্ষিত ছিল। কারণ সুলাইমান ইবন আবদুল মালিক একবার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেন, যিনি তাঁর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করছিলেন এবং সুসংবাদ দিচ্ছিলেন।

সুলাইমান এ ব্যাপারে হাসান বাসরীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

"সম্ভবত আপনি আহলুল বাইতের প্রতি কোনো সদাচরণ করেছেন।"

সুলাইমান বললেন: "হ্যাঁ, আমি ইয়াজিদের ভাণ্ডারে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক শির পেয়েছিলাম। তখন আমি তাকে পাঁচখানা কাপড়ে কাফন পরিয়েছিলাম, আমার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে জানাজার নামাজ পড়েছিলাম এবং তাকে দাফন করেছিলাম।"

তখন হাসান বসরী (রহ.) বললেন:

"এটাই সেই কাজ, যার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।"[23]

নবী ﷺ-এর ক্রন্দন

عَنْ نُجَيٍّ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ صَاحِبَ مُطْهَرَتِهِ، فَلَمَّا حَاذَى نِينَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ، فَنَادَى عَلِيٌّ:اصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، اصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بِشَطِّ الْفُرَاتِ .قُلْتُ :وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ، وَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، قُلْتُ :يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَغْضَبَكَ أَحَدٌ؟ مَا شَأْنُ عَيْنَيْكَ تَفِيضَانِ؟ قَالَ " :بَلْ قَامَ مِنْ عِنْدِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَبْلُ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ ." قَالَ :فَقَالَ " :هَلْ لَكَ أَنْ أُشِمَّكَ مِنْ تُرْبَتِهِ؟ ." قُلْتُ :نَعَمْ .قَالَ :فَمَدَّ يَدَهُ، فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ، فَأَعْطَانِيهَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ أَنْ فَاضَتَا

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ نُجَيٌّ بِهَذَا.

নুজাই আল-হাদরামী বর্ণনা করেন, তিনি সাইয়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে সফর করছিলেন এবং তাঁর ওজুর পানির পাত্র বহনের দায়িত্বে ছিলেন।

যখন তাঁরা সিফফীনের পথে নাইনাওয়া নামক স্থানের নিকট পৌঁছলেন, তখন সাইয়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উচ্চস্বরে বললেন: "ধৈর্য ধরো, হে আবু আবদুল্লাহ! ধৈর্য ধরো, হে আবু আবদুল্লাহ! ফোরাত নদীর তীরে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "এর অর্থ কী?"

তিনি বললেন: "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তাঁর দুই চোখ অশ্রুসজল।

---

[23] আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-হাইতামী আস-সা'দী আল-আনসারী, শিহাবুদ্দীন, শাইখুল ইসলাম, আবুল আব্বাস (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরি), *আস-সাওয়াইকুল মুহরিকাহ 'আলা আহলির রাফদ ওয়াদ-দালাল ওয়াজ-জানদাকাহ* (রাফেযী, পথভ্রষ্ট ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত বজ্রাঘাত), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৮০।

আমি বললাম: 'হে আল্লাহর নবী! কেউ কি আপনাকে কষ্ট দিয়েছে? আপনার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে কেন?'

তিনি বললেন: 'না। কিছুক্ষণ আগে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার নিকট থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, হুসাইনকে ফোরাত নদীর তীরে শহীদ করা হবে।'

এরপর তিনি বললেন: 'আপনি কি চান আমি আপনাকে তাঁর (শাহাদাতের স্থানের) মাটি শুঁকিয়ে দিই?'

আমি বললাম 'জি, অবশ্যই।'

তখন তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে এক মুঠো মাটি তুলে আমাকে দিলেন।

সেই মাটি গ্রহণ করার পর আমি আমার চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারিনি; আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল।"

এরপর বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেন:

এই হাদিসটি ইমাম আহমদ, আবু ইয়া'লা, আল-বাযযার এবং আত-তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। আর নুজাই এককভাবে এ হাদিস বর্ণনা করেননি; অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে। [24]

শাহাদাতের সুসংবাদ দিলেন স্বয়ং নবীজী ﷺ

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন,

حَدَّثَتْنِي سَلْمَى، قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - تَعْنِي فِي الْمَنَامِ - وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا "

সালমা (রহ.) বলেন: আমি উম্মু সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি কাঁদছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: — আপনাকে কী কাঁদাচ্ছে?

তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁর মাথা ও দাড়িতে ধুলোবালি লেগে ছিল।

আমি বললাম: — হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এ অবস্থা কেন?

তিনি বললেন: "আমি এইমাত্র হুসাইনের শাহাদাত প্রত্যক্ষ করে এলাম।[25]

ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

---

[24] ইমাম নূরুদ্দীন আলী ইবন আবি বকর আল-হাইসামী (মৃত্যু ৮০৭ হিজরি), *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, হাদিস নং ১৫১১২।

[25] তিরমিযী ৩৭৭১।

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ذَاتَ يَوْمٍ بِنِصْفِ النَّهَارِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ بِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ؟ قَالَ :هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ فَأُحْصِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ فَوُجِدَ قَدْ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

একদিন দুপুরবেলা আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম। তাঁর চুল ছিল এলোমেলো, তিনি ধূলিধূসরিত অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর হাতে একটি কাঁচের শিশি ছিল, যাতে রক্ত ভরা ছিল। আমি বললাম:

"আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, হে আল্লাহর রাসূল! এটি কী?"

তিনি বললেন:

"এটি হুসাইন ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ত। আজ থেকে আমি তা সংগ্রহ করে আসছি।"

ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন:

অতঃপর আমরা সেই সময়টি লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। পরে দেখা গেল, ঠিক সেই দিনই ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতবরণ করেছিলেন। [26] সহীহ

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দেওয়া নবী ﷺ কে কষ্ট দেওয়ার শামিল

ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন: আবু বকর ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন আবি মুলাইকা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন:

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَبَّ عَلِيًّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَصَبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ " :يَا عَدُوَّ اللَّهِ آذَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ :﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ الأحزاب: ٥٧ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيًّا لَآذَيْتَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

"শামের এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সামনে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দিল।

তখন ইবন আব্বাস তাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে বললেন: 'হে আল্লাহর শত্রু! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আল-আহযাব: ৫৭)

---

[26] আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাকী (৩৮৪–৪৫৮ হিজরি), *দালাইলুন নুবুওয়াহ ওয়া মা'রিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরী'আহ* (নবুওয়তের নিদর্শনাবলি এবং শরীয়তের ধারক রাসূল ﷺ-এর অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিচয়), খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৭১, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি / ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৭।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি আজ জীবিত থাকতেন, তবে তুমি তাঁকেই কষ্ট দিতে।"
এরপর ইমাম হাকিম বলেন: এ হাদিসের সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। [27]

তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমগ্র মানুষের লানত

البخاري عَنْ أَنَسٍ .رضى الله عنه .عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " **الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ** ".

ইমাম বুখারী আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন: "মদিনা একটি হারাম (পবিত্র ও সংরক্ষিত এলাকা)। এর অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত এর সীমানা। এর গাছপালা কাটা যাবে না এবং এর মধ্যে কোনো নতুন অনাচার (ফিতনা, অপরাধ বা শরিয়তবিরোধী কাজ) সংঘটিত করা যাবে না। যে ব্যক্তি এতে কোনো অনাচার সৃষ্টি করবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের লানত।"[28]

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " **الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ** ". وَقَالَ " ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ".

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"মদিনা একটি পবিত্র সংরক্ষিত এলাকা (হারাম)। এর সীমানা আইর পর্বত থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এতে কোনো অনাচার, ফিতনা বা অপরাধ সৃষ্টি করবে, অথবা কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানুষের লানত। তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদতই কবুল করা হবে না।"
তিনি আরও বলেন:
"সমস্ত মুসলমানের নিরাপত্তা ও অঙ্গীকার এক ও অভিন্ন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানুষের লানত। তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদতই কবুল করা হবে না।"
আরও বলেন:
"যে ব্যক্তি তার প্রকৃত অভিভাবক ও মালিকদের অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বা আনুগত্য স্থাপন করবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানুষের লানত। তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদতই কবুল করা হবে না।" [29]

---

[27] ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাবুরী (মৃত্যু ৪০৫ হিজরি), *আল-মুস্তাদরাক 'আলাস সহীহাইন*, হাদিস নং ৪৬১৮।

[28] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি), *সহীহ আল-বুখারী*, হাদিস নং ১৮৬৭।

[29] *সহীহ আল-বুখারী*, হাদিস নং ১৮৭০।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ سَعْدًا . رضى الله عنه . قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " **لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ** "

সাইয়্যিদাহ আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: যে-ই মদিনাবাসীদের ক্ষতি করার বা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে ধ্বংস করবেন, যেমন লবণ পানিতে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। [30].

مجمع الزوائد:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُ جَابِرٍ فَقِيلَ لِجَابِرٍ :لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ، فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَنُكِبَ فَقَالَ :تَعِسَ مَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ابْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا :يَا أَبَتِ، وَكَيْفَ أَخَافَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ مَاتَ؟ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " **:مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ**. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

"ফিতনার যুগের এক শাসক মদিনায় আগমন করল। তখন জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। তাঁকে বলা হলো:

'আপনি যদি তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতেন!'

তখন তিনি তাঁর দুই পুত্রের মাঝখানে ভর দিয়ে বের হলেন। চলতে গিয়ে হোঁচট খেলেন এবং বললেন:

'ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তির, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে!'

তাঁর দুই পুত্রের একজন (অথবা উভয়ের একজন) বললেন:

'হে পিতা! সে কীভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভীত করেছে, অথচ তিনি তো ইন্তিকাল করেছেন?'

জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ

"যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে, সে যেন আমার এ দুই পার্শ্বের মধ্যস্থিত সত্তাকেই (অর্থাৎ আমাকে) ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে।"

এরপর হাইসামী বলেন:

"এ হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, এবং এর সকল রাবী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।"[31]

উবাদাহ ইবন সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

---

30 *সহীহ আল-বুখারী*, হাদিস নং ১৮৭৭।

31 *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, হাদিস নং ৫৮২২।

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ " :**اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ**." رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

"হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদের উপর জুলুম করবে এবং তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, আপনি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করুন। তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানুষের লানত বর্ষিত হোক। তার কোনো ফরজ বা নফল আমলই কবুল করা হবে না।"

এরপর হাইসামী বলেন: "এ হাদিসটি তাবারানী *আল-মু'জামুল আওসাত* ও *আল-মু'জামুল কাবীর*-এ বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[32]

যারের লোকের সাক্ষ্য: মুয়াবিয়া ইবন ইয়াজিদের সাক্ষ্য

ইবন হাজর আল-হাইতামী বলেন:

إِنَّ هَذِهِ الْخِلَافَةَ حَبْلُ اللَّهِ، وَإِنَّ جَدِّي مُعَاوِيَةَ نَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَرَكِبَ بِكُمْ مَا تَعْلَمُونَ، حَتَّى أَتَتْهُ مَنِيَّتُهُ، فَصَارَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا بِذُنُوبِهِ.

ثُمَّ قُلِّدَ أَبِي الْأَمْرَ، وَكَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لَهُ، وَنَازَعَ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُصِفَ عُمُرُهُ، وَانْبَتَرَ عَقِبُهُ، وَصَارَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا بِذُنُوبِهِ.

ثُمَّ بَكَى وَقَالَ:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأُمُورِ عَلَيْنَا عِلْمَنَا بِسُوءِ مَصْرَعِهِ، وَبِئْسِ مُنْقَلَبِهِ، وَقَدْ قَتَلَ عِتْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبَاحَ الْخَمَرَ، وَخَرَّبَ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ أَذُقْ حَلَاوَةَ الْخِلَافَةِ، فَلَا أَتَقَلَّدُ مَرَارَتَهَا، فَشَأْنُكُمْ أَمْرُكُمْ.

وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا خَيْرًا فَقَدْ نِلْنَا مِنْهَا حَظًّا، وَلَئِنْ كَانَتْ شَرًّا فَكَفَى ذُرِّيَّةَ أَبِي سُفْيَانَ مَا أَصَابُوا مِنْهَا.

ثُمَّ تَغَيَّبَ فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى مَاتَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى مَا مَرَّ، فَرَحِمَهُ اللَّهُ، حَيْثُ أَنْصَفَ مِنْ أَبِيهِ، وَعَرَفَ الْأَمْرَ لِأَهْلِهِ، كَمَا عَرَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ، الْخَلِيفَةُ الصَّالِحُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَدْ مَرَّ عَنْهُ أَنَّهُ ضَرَبَ مَنْ سَمَّى يَزِيدَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِشْرِينَ سَوْطًا.

"তাঁর বাহ্যিক নেককারিতার একটি প্রমাণ হলো, যখন তিনি খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন, তখন মিম্বারে আরোহণ করে বলেছিলেন:

'নিশ্চয় এই খিলাফত আল্লাহর রজ্জু (অমানত)। আমার দাদা মুয়াবিয়া এ নেতৃত্বের ব্যাপারে এর প্রকৃত হকদার এবং তাঁর চেয়ে অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি আলী ইবন আবি তালিবের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তোমরা জানো, তিনি তোমাদেরকে নিয়ে কী কী অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। অবশেষে তাঁর মৃত্যু এসে গেল এবং তিনি নিজ কবরের মধ্যে তাঁর গুনাহের কারণে বন্দি হয়ে গেলেন।

---

[32] *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, হাদিস নং ৫৮২৩।

এরপর আমার পিতা এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, অথচ তিনি এর উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্রের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। ফলে তাঁর জীবনকাল সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তাঁর বংশধারা ছিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর কবরের মধ্যে নিজের গুনাহের কারণে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।'

এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন:

'আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদগুলোর একটি হলো, আমরা তার (আমার পিতার) মর্মান্তিক পরিণতি ও ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবগত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের হত্যা করেছেন, মদ্যপানকে বৈধ করেছেন এবং কাবা শরীফকে ধ্বংস করেছেন।

আমি খিলাফতের মাধুর্য আস্বাদন করিনি; সুতরাং এর তিক্ততার বোঝাও বহন করব না। এখন তোমরা তোমাদের ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নাও।

আল্লাহর কসম! যদি দুনিয়া কল্যাণকর হয়ে থাকে, তবে আমরা এর যথেষ্ট অংশ ভোগ করেছি। আর যদি তা অকল্যাণকর হয়ে থাকে, তবে আবু সুফিয়ানের বংশধরদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যা তারা এর দ্বারা ভোগ করেছে।'''

এরপর তিনি নিজ গৃহে নির্জন হয়ে যান এবং প্রায় চল্লিশ দিন পর ইন্তিকাল করেন।

ইবন হাজর আল-হাইতামী বলেন:

''আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি তাঁর পিতার ব্যাপারে ন্যায়বিচার করেছেন এবং নেতৃত্বের প্রকৃত হকদারদের অধিকার স্বীকার করেছেন। যেমন মারওয়ানের পুত্র ন্যায়পরায়ণ খলিফা উমর ইবন আবদুল আজীযও তা উপলব্ধি করেছিলেন। পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি যে ব্যক্তি ইয়াজিদকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলে সম্বোধন করেছিল, তাকে বিশ বেত্রাঘাত করেছিলেন।''

তার ইয়াজিদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার বিষয়ে

ইবন হাজর আসকালানী বলেন:

سُئِلَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ لَعْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ يُحِبُّهُ وَيَرْفَعُ مِنْ شَأْنِهِ؟

فَأَجَابَ:

أَمَّا اللَّعْنُ، فَنَقَلَ فِيهِ الطَّبَرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْكِيَا الْهَرَّاسِيِّ الْخِلَافَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، فَاخْتَارَ الْجَوَازَ. وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ الْخِلَافَ، وَاخْتَارَ الْمَنْعَ.

وَأَمَّا الْمَحَبَّةُ فِيهِ وَالرَّفْعُ مِنْ شَأْنِهِ، فَلَا تَقَعُ إِلَّا مِنْ مُبْتَدِعٍ فَاسِدِ الِاعْتِقَادِ، فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَقْتَضِي سَلْبَ الْإِيمَانِ عَمَّنْ يُحِبُّهُ؛ لِأَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

আমাদের শায়খ (রহিমাহুল্লাহ)-কে ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়াকে লানত করা এবং তাকে ভালোবাসা ও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেন:

"লানতের বিষয়টি নিয়ে 'কিয়া আল-হাররাসী' নামে প্রসিদ্ধ ইমাম তাবারী চার মাযহাবের মধ্যে মতভেদ উল্লেখ করেছেন—এটি জায়েয কি না। তিনি জায়েয হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন।

ইমাম গাজ্জালীও এ বিষয়ে মতভেদ উল্লেখ করেছেন এবং লানত না করার মত গ্রহণ করেছেন।

তবে ইয়াজিদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার বিষয়টি—এটি কেবল কোনো বিদআতপন্থী ও ভ্রষ্ট আকীদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হতে পারে।

কারণ তার মধ্যে এমন বহু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তাকে ভালোবাসার কারণে একজন মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করে। কেননা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ঈমানের অংশ। আর আল্লাহই সাহায্যপ্রার্থী। [33]

ইবন হাজর বলেন: "ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান আল-উমাইয়ী তাঁর পিতা (মুয়াবিয়া) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র খালিদ এবং আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) সমালোচিত ও প্রশ্নবিদ্ধ। তিনি এমন ব্যক্তি নন, যার থেকে হাদিস বর্ণনা করা উচিত।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বলেছেন: 'তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা উচিত নয়।'

আর আবু ইয়া'লা তাঁর *মুসনাদ*-এ বর্ণনা করেন:

হাকীম ইবন মূসা → ওয়ালীদ → আওযাঈ → মাকহূল → আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي قَائِمًا بِالسَّوِيِّ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلُ مَنْ يَثْلِمُهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ

"আমার উম্মতের অবস্থা সঠিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ না বনী উমাইয়ার এক ব্যক্তি, যার নাম হবে 'ইয়াজিদ', সর্বপ্রথম এতে ফাটল সৃষ্টি করবে এবং এর ক্ষতি সাধন করবে।"[34]

ইমাম যাহাবী *সিয়ার আ'লামিন নুবালা* গ্রন্থে বলেন:

ওয়াকিদী একটি সনদে বর্ণনা করেছেন:

لَمَّا وَثَبَ أَهْلُ الحَرَّةَ، وَأَخْرَجُوا بَنِي أُمَيَّةَ مِنَ المَدِيْنَةِ، بَايَعُوا ابْنَ الغَسِيْلِ عَلَى المَوْتِ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ! وَاللهِ مَا خَرَجْنَا حَتَّى خِفْنَا أَنْ نُرجَمَ مِنَ السَّمَاءِ، رَجُلٌ يَنْكِحُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَالبَنَاتِ، وَالأَخَوَاتِ، وَيَشْرَبُ الخَمْرَ، وَيَدَعُ الصَّلاَةَ.

---

[33] ইমাম আবুল ফাদল আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন হাজর আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিজরি), *আল-ইমতা' বিল-আরবাঈন আল-মুতাবায়িনাতিস সামা'* (এর সঙ্গে সংযুক্ত: *শাইখ আল-আসকালানীর নিজ হস্তলিখিত প্রশ্নাবলি*), পৃষ্ঠা ৯৬, প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

[34] ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ترجمة يزيد بن معاوية رقم 1050، ج6 ص 293 - 294،

যখন হাররার ঘটনার সময় মদিনাবাসীরা বিদ্রোহ করল এবং বনী উমাইয়াকে মদিনা থেকে বের করে দিল, তখন তারা ইবনুল গাসীল (আবদুল্লাহ ইবন হানযালা)-এর হাতে মৃত্যুর উপর বায়আত করল।

তখন তিনি বললেন:

'হে জনগণ! আল্লাহর কসম, আমরা বিদ্রোহ করিনি, যতক্ষণ না আমাদের আশঙ্কা হলো যে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষিত হবে।

এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়েছি, যে দাসী-মাতাদের (উম্মাহাতুল আওলাদ), কন্যাদের এবং বোনদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে, মদ পান করে এবং সালাত পরিত্যাগ করে। [35]

ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী *তারীখুল খুলাফা* গ্রন্থে বলেন:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا وَقْعَةُ الْحَرَّةِ؟ ذَكَرَهَا الْحَسَنُ مَرَّةً فَقَالَ:

وَاللَّهِ مَا كَادَ يَنْجُو مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُتِلَ فِيهَا خَلْقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، وَنُهِبَتِ الْمَدِينَةُ، وَافْتُضَّ فِيهَا أَلْفُ عَذْرَاءَ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

قَالَ ﷺ: مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَكَانَ سَبَبُ خَلْعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ أَنَّ يَزِيدَ أَسْرَفَ فِي الْمَعَاصِي.

وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ طُرُقٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ الْغَسِيلَ قَالَ:

وَاللَّهِ مَا خَرَجْنَا عَلَى يَزِيدَ حَتَّى خِفْنَا أَنْ نُرْمَى بِالْحِجَارَةِ مِنَ السَّمَاءِ، إِنَّهُ رَجُلٌ يَنْكِحُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالْبَنَاتِ، وَالْأَخَوَاتِ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَيَدَعُ الصَّلَاةَ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ:

وَلَمَّا فَعَلَ يَزِيدُ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ، مَعَ شُرْبِهِ الْخَمْرَ وَإِتْيَانِهِ الْمُنْكَرَاتِ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَخَرَجَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُبَارِكِ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ، وَسَارَ جَيْشُ الْحَرَّةِ إِلَى مَكَّةَ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَمَاتَ أَمِيرُ الْجَيْشِ بِالطَّرِيقِ، فَاسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ أَمِيرًا، وَأَتَوْا مَكَّةَ، فَحَاصَرُوا ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَاتَلُوهُ وَرَمَوْهُ بِالْمَنْجَنِيقِ، وَذَلِكَ فِي صَفَرَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَاحْتَرَقَتْ مِنْ شَرَارِ نِيرَانِهِمْ أَسْتَارُ الْكَعْبَةِ وَسَقْفُهَا وَقَرْنَا الْكَبْشِ الَّذِي فَدَى اللَّهُ بِهِ إِسْمَاعِيلَ، وَكَانَا فِي السَّقْفِ، وَأَهْلَكَ اللَّهُ يَزِيدَ فِي نِصْفِ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْعَامِ.

তুমি কি জানো 'ওয়াক'আতুল হাররাহ' (হাররার মর্মান্তিক ঘটনা) কী?

হাসান (আল-বাসরী) একবার এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন:

'আল্লাহর কসম! সেদিন খুব কম লোকই তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এতে বহু সাহাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং অন্যান্য লোক নিহত হয়েছিলেন। মদিনা লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং এক হাজার কুমারী নারীর সতীত্ব নষ্ট করা হয়েছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।'

---

[35] ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উসমান আদ্-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি), *সিয়ার আ'লামিন নুবালা*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৪, প্রকাশনা: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২৫।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, আল্লাহ তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবেন। তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের লানত।" (এ হাদিস মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)

এরপর সুয়ূতী বলেন: "মদিনাবাসীরা ইয়াজিদকে অপসারণ করার কারণ ছিল, সে পাপাচারে সীমালঙ্ঘন করেছিল।"

ওয়াকিদী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন হানযালা আল-গাসীল বলেছিলেন:

"আল্লাহর কসম! আমরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি, যতক্ষণ না আমাদের আশঙ্কা হলো যে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষিত হবে।

সে এমন ব্যক্তি, যে দাসী-মাতাদের (উম্মাহাতুল আওলাদ), কন্যাদের ও বোনদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করে, মদ পান করে এবং সালাত ত্যাগ করে।"

ইমাম যাহাবী বলেন:

"ইয়াজিদ মদিনাবাসীদের সঙ্গে যা করেছিল, এবং তার মদ্যপান ও নানা অপকর্মের কারণে মানুষ তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অনেকেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আল্লাহ তার জীবনে কোনো বরকত দেননি।

এরপর হাররার সেনাবাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হয় ইবন যুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু পথেই সেনাপতি মারা যায়। তখন তার স্থলাভিষিক্ত আরেকজনকে করা হয়।

তারা মক্কায় পৌঁছে ইবন যুবাইরকে অবরোধ করে, যুদ্ধ করে এবং মঞ্জনীক (পাথর নিক্ষেপকারী যুদ্ধযন্ত্র) দ্বারা আক্রমণ চালায়। এটি ছিল ৬৪ হিজরির সফর মাসে।

তাদের আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে কাবা শরীফের গিলাফ, ছাদ এবং সেই দু'টি ভেড়ার শিং পুড়ে যায়, যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ তাআলা সাইয়্যিদুনা ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবর্তে কুরবানি গ্রহণ করেছিলেন এবং যা কাবার ছাদের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল।

অবশেষে আল্লাহ ৬৪ হিজরির একই বছরের রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইয়াজিদকে ধ্বংস করেন (মৃত্যু দেন)।"

ইয়াজিদের কুফর সম্পর্কে মতভেদ হয়েছে

আল্লামা সা'দুদ্দীন আত-তাফতাযানী (মৃত্যু ৭৯২ হিজরি) *শরহুল আকীদাহ আন-নাসাফিয়্যাহ* গ্রন্থে বলেন:

وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، حَتَّى ذُكِرَ فِي **الْخُلَاصَةِ** وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي اللَّعْنُ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى الْحَجَّاجِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ لَعْنِ الْمُصَلِّينَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.

وَمَا نُقِلَ مِنْ لَعْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَعْضِ مَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، فَلِأَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ مَا لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.

وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ اللَّعْنَ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ كَفَرَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ اللَّعْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ، أَوْ أَجَازَهُ، أَوْ رَضِيَ بِهِ.

وَالْحَقُّ أَنَّ رِضَا يَزِيدَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ، وَاسْتِبْشَارَهُ بِذَلِكَ، وَإِهَانَةَ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مِمَّا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَفَاصِيلُهَا آحَادًا. فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ، بَلْ فِي إِيمَانِهِ. **لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ.**

"ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। এমনকি *আল-খুলাসাহ* এবং অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাকে এবং হাজ্জাজকে লানত করা উচিত নয়। কারণ নবী ﷺ নামাজ আদায়কারীদের এবং কিবলামুখী মুসলমানদের লানত করতে নিষেধ করেছেন।

আর নবী ﷺ কর্তৃক কিছু কিবলামুখী ব্যক্তিকে লানত করার যে বর্ণনা এসেছে, তা এ কারণে যে তিনি মানুষের এমন অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যা অন্যরা জানত না।

অন্য একদল আলেম ইয়াজিদের উপর প্রকাশ্যে লানত করাকে বৈধ বলেছেন। কারণ তাদের মতে, সে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যার নির্দেশ দিয়ে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল।

আর এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, যে ব্যক্তি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করেছে, অথবা হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, অথবা তা বৈধ মনে করেছে, অথবা এতে সন্তুষ্ট হয়েছে—তার উপর লানত করা জায়েয।

সত্য কথা হলো, হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকাণ্ডে ইয়াজিদের সন্তুষ্টি, এ সংবাদে তার আনন্দ প্রকাশ, এবং নবী ﷺ-এর আহলুল বাইতের প্রতি তার অবমাননা—এসব বিষয়ের সারমর্ম তাওয়াতুর পর্যায়ে প্রমাণিত, যদিও এর পৃথক পৃথক ঘটনাবলির অধিকাংশই আহাদ সূত্রে বর্ণিত।

অতএব আমরা তার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত নই; বরং তার ঈমান সম্পর্কেই সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহর লানত তার উপর, তার সমর্থকদের উপর এবং তার সহযোগীদের উপর।"

ইবনুল হুমাম তাঁর "আল-মুসামারাহ ফী শরহিল মুসায়ারাহ" গ্রন্থে বলেন:

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِكْفَارِ يَزِيدَ ابْنِهِ، فَقِيلَ: نَعَمْ؛ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الِاجْتِرَاءِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ الطَّاهِرَةِ، كَالْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَا جَرَى مِمَّا يَنْبُو عَنْ سَمَاعِهِ الطَّبْعُ، وَيَصِمُّ لِذِكْرِهِ السَّمْعُ.

وَقِيلَ: لَا، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ لَنَا عِنْدَهُ تِلْكَ الْأَسْبَابُ الْمُوجِبَةُ لِلْكُفْرِ.

وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَيْ: الطَّرِيقَةُ الثَّابِتَةُ الْقَوِيمَةُ فِي شَأْنِهِ: التَّوَقُّفُ فِيهِ، وَرَدُّ أَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ؛ لِأَنَّهُ عَالِمُ الْخَفِيَّاتِ، وَالْمُطَّلِعُ عَلَى مَكْنُونَاتِ السَّرَائِرِ وَهَوَاجِسِ الضَّمَائِرِ، فَلَا يُتَعَرَّضُ لِتَكْفِيرِهِ أَصْلًا، وَهَذَا هُوَ الْإِسْلَامُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

"ইয়াজিদের কুফরী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে মতভেদ হয়েছে। একদল বলেছেন: 'হ্যাঁ', কারণ তিনি পবিত্র আহলুল বাইতের প্রতি চরম দুঃসাহস দেখিয়েছেন; যেমন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যার নির্দেশ প্রদান এবং এমন সব ঘটনা, যেগুলো শুনতে মানব-প্রকৃতি ঘৃণা বোধ করে এবং যার আলোচনা শ্রবণকে ভারাক্রান্ত করে।

আরেক দল বলেছেন: 'না'; কারণ তার মধ্যে কুফর অনিবার্যকারী কারণগুলো আমাদের কাছে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।

আর প্রকৃত সত্য হলো—তার ব্যাপারে সঠিক ও মধ্যপন্থী অবস্থান হচ্ছে 'তাওয়াক্কুফ' (চূড়ান্ত ফয়সালা থেকে বিরত থাকা) এবং তার বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট সোপর্দ করা। কেননা তিনিই গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানী, অন্তরের গুপ্ত রহস্য ও মনের ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

সুতরাং তাকে কাফির বলে রায় দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এটিই ইসলামের পথ। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত। [36]

ইবন কুতলুবুগা (মৃত্যু ৮৭৮ হিজরি) তাঁর *আল-মুসামারাহ* গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন:

قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَاخْتُلِفَ فِي إِكْفَارِ يَزِيدَ، قِيلَ: نَعَمْ، يَعْنِي لِمَا وُرِدَ عَنْهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى كُفْرِهِ، مِنْ تَحْلِيلِ الْخَمْرِ، وَمِنْ تَفَوُّهِهِ بَعْدَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ: إِنِّي جَازَيْتُهُمْ بِمَا فَعَلُوا بِأَشْيَاخِ قُرَيْشٍ وَصَنَادِيدِهِمْ فِي بَدْرٍ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.

وَلَعَلَّهُ وَجْهُ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِتَكْفِيرِهِ، إِذْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْلِ تَقْرِيرِهِ، لَا لِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الِاجْتِرَاءِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ الطَّاهِرَةِ، كَالْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ وَمَا جَرَى، مِمَّا يَنْبُو عَنْ سَمَاعِهِ الطَّبْعُ، وَيَصِمُّ لِمَا ذِكْرُهُ السَّمْعَ، كَمَا عَلَّلَ بِهِ شَارِحُ كَلَامِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَفْقِ مَرَامِهِ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي لَعْنِهِ.

وَقِيلَ: لَا، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ لَنَا عَنْهُ تِلْكَ الْأَسْبَابُ الْمُوجِبَةُ، أَيْ: لِكُفْرِهِ.

وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ: التَّوَقُّفُ فِيهِ، وَمَرْجِعُ أَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

ইবনুল হুমাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

"ইয়াজিদকে কাফির বলা হবে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেছেন: 'হ্যাঁ'। অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে এমন কিছু বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা তার কুফরের প্রমাণ বহন করে। যেমন মদকে হালাল মনে করা এবং ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যার পর তার এই উক্তি:

'আমি তাদেরকে বদরের যুদ্ধে কুরাইশের বয়োজ্যেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি তারা যা করেছিল, তার প্রতিশোধস্বরূপ শাস্তি দিয়েছি।'

এ ধরনের আরও বক্তব্য।

সম্ভবত এ কারণেই ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) তাকে কাফির বলেছেন। কারণ তার কাছে এমন বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল।

তবে আহলুল বাইতের পবিত্র বংশধরদের প্রতি তার দুঃসাহসিক আচরণ—যেমন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যার নির্দেশ প্রদান এবং এ-সম্পর্কিত অন্যান্য ঘটনা—এসবের কারণে নয়। কারণ এসব ঘটনা এমন, যা শুনতে মানব-প্রকৃতি ঘৃণা বোধ করে এবং যার আলোচনা কর্ণকে পীড়িত করে।

[36] ابن الهمام الحنفي ، **كتاب المسامرة شرح المسايرة**، ص 162، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة

যেমন তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যাকারী এভাবে কারণ উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তা ইমাম আহমদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যেমন আমরা পূর্বে ইয়াজিদকে লানত করার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

আরেক দল বলেছেন: 'না'। কারণ তার কুফর অনিবার্যকারী কারণগুলো আমাদের কাছে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

আর প্রকৃত সত্য হলো, তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকা এবং তার বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট সোপর্দ করা।

কারণ তিনিই সর্বজ্ঞ, এবং তাঁর কাছেই সকল বিষয়ের চূড়ান্ত বিচার। [37].

শাফেয়ী ফকীহ আল্লামা ইবন হাজর আল-হাইতামী বলেন:

"জেনে রাখ, আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া এবং তার পরে মনোনীত উত্তরাধিকারীর কুফর সম্পর্কে মতভেদ করেছেন।

একদল বলেছেন, সে কাফির। কারণ সিবত ইবনুল জাওযী এবং অন্যদের প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী, যখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক মস্তক আনা হলো, তখন ইয়াজিদ শামবাসীদের একত্র করল এবং একটি খেজুরকাঠি দিয়ে তাঁর মুবারক মাথায় খোঁচাতে খোঁচাতে ইবনুয-যিবা'রার কবিতা আবৃত্তি করছিল:

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا...

"হায়! বদরে নিহত আমার পূর্বপুরুষরা যদি আজ উপস্থিত থাকত..."

এ সুপরিচিত কবিতার সঙ্গে সে আরও দুটি চরণ যোগ করেছিল, যাতে স্পষ্ট কুফরী বক্তব্য ছিল।

ইবনুল জাওযী—যেমনটি তাঁর দৌহিত্র তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন—বলেন:

"আশ্চর্যের বিষয় ইবন যিয়াদের দ্বারা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়; বরং আশ্চর্যের বিষয় হলো ইয়াজিদের সমর্থন, তার হাতে থাকা ছড়ি দিয়ে হুসাইনের দাঁতে আঘাত করা, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারকে উটের পিঠে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া।"

এরপর তিনি ইয়াজিদের প্রসিদ্ধ নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের আরও কিছু ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ইয়াজিদ সেই মুবারক মস্তক মদিনায় ফেরত পাঠিয়েছিল, অথচ তখন তার গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

এরপর তিনি বলেন:

"তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল অপমান ও লাঞ্ছনা প্রদর্শন করা এবং সেই মুবারক মস্তককে জনসমক্ষে প্রদর্শন করা।

এ ধরনের আচরণ কি খারিজি বিদ্রোহীদের সঙ্গেও করা বৈধ?

মুসলমানদের সর্বসম্মত মত হলো, খারিজি ও বিদ্রোহীদেরও কাফন দেওয়া হয়, তাদের জানাজা পড়া হয় এবং তাদের দাফন করা হয়।

---

[37] القاسم بن قطلوبغا ت 878هـ، **شرح المسامرة في شرح المسايرة** على حاشية المسامرة، ص 218، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة

যদি ইয়াজিদের অন্তরে জাহিলিয়াত যুগের বিদ্বেষ এবং বদরের যুদ্ধের প্রতিহিংসা না থাকত, তবে যখন সেই মুবারক মস্তক তার কাছে পৌঁছেছিল, তখন সে তা সম্মান করত, কাফন দিত, দাফন করত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারবর্গের সঙ্গে উত্তম আচরণ করত।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

"আরেক দল বলেছেন, সে কাফির নয়। কারণ কুফর অনিবার্যকারী কারণসমূহের কোনোটি আমাদের কাছে তার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। মূলনীতি হলো, সে ইসলামের উপরই বহাল আছে বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না এমন কিছু প্রমাণিত হয় যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

আর পূর্বে যে বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিপরীতে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুবারক মস্তক ইয়াজিদের কাছে পৌঁছল, তখন সে বলেছিল:

'হে হুসাইন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনাকে এমন একজন হত্যা করেছে, যে আত্মীয়তার অধিকার সম্পর্কে অবগত ছিল না।'

এবং সে ইবন যিয়াদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছিল। সে বলেছিল:

'সে আমার বিরুদ্ধে নেককার ও পাপী—সবার অন্তরে শত্রুতা বপন করেছে।'

এরপর সে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরিবারের নারীগণ এবং তাঁর জীবিত সন্তানদেরকে তাঁর মুবারক মস্তকসহ মদিনায় পাঠিয়ে দেয়, যাতে সেখানে মস্তকটি দাফন করা হয়।

তুমি জানো, উভয় পক্ষের দাবির পক্ষে কোনো একটি বক্তব্যও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। আর মূলনীতি হলো, সে মুসলিম ছিল। তাই আমরা সেই মূলনীতিই গ্রহণ করব, যতক্ষণ না আমাদের কাছে এমন কিছু প্রমাণিত হয় যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

এ কারণেই একদল মুহাক্কিক আলেম বলেছেন: তার ব্যাপারে সঠিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত পন্থা হলো 'তাওয়াক্কুফ' (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকা) এবং তার বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট সোপর্দ করা। কারণ তিনিই গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানী, অন্তরের লুকায়িত রহস্য ও মনের গোপন চিন্তাধারার পূর্ণ অবগত।

সুতরাং আমরা তাকে কাফির সাব্যস্ত করার ব্যাপারে অগ্রসর হই না। কারণ এ পথই অধিক উপযুক্ত ও অধিক নিরাপদ।

তবে সে মুসলিম ছিল—এই মত গ্রহণ করলেও সে ছিল এক পাপাচারী, দুষ্ট, মদ্যপ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি। যেমন নবী ﷺ এ সম্পর্কে পূর্বেই সংবাদ দিয়েছেন।

আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদে একটি সনদে বর্ণনা করেছেন—যদিও সনদটি দুর্বল—আবু উবাইদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

আমার উম্মতের অবস্থা ন্যায় ও ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ না বনী উমাইয়ার এক ব্যক্তি, যার নাম হবে ইয়াজিদ, সর্বপ্রথম তাতে ফাটল সৃষ্টি করবে।'[38]

---

[38] শিহাবুদ্দীন শাইখুল ইসলাম আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-হাইতামী আস-সা'দী আল-আনসারী (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরি), *আস-সাওয়াইকুল মুহরিকা 'আলা আহলির রাফদ ওয়াদ-*

আল্লামা আলূসী তাঁর তাফসীরে বলেনঃ

وَقَدْ جَزَمَ بِكُفْرِهِ وَصَرَّحَ بِلَعْنِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمُ الْحَافِظُ نَاصِرُ السُّنَّةِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَسَبَقَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ التَّفْتَازَانِيُّ: لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ بَلْ فِي إِيمَانِهِ، لَعْنَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ.

وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِلَعْنِهِ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ. .....

وَأَنَا أَقُولُ: الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّ الْخَبِيثَ لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا بِرِسَالَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّ مَجْمُوعَ مَا فَعَلَ مَعَ أَهْلِ حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَهْلِ حَرَمِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعِتْرَتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، وَمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنَ الْمَخَازِي، لَيْسَ بِأَضْعَفَ دَلَالَةً عَلَى عَدَمِ تَصْدِيقِهِ مِنْ إِلْقَاءِ وَرَقَةٍ مِنَ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ فِي قَذَرٍ.

وَلَا أَظُنُّ أَنَّ أَمْرَهُ كَانَ خَافِيًا عَلَى أَجِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ ذَاكَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ، لَمْ يَسَعْهُمْ إِلَّا الصَّبْرُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا.

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْخَبِيثَ كَانَ مُسْلِمًا، فَهُوَ مُسْلِمٌ جَمَعَ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ نِطَاقُ الْبَيَانِ.

وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ لَعْنِ مِثْلِهِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَلَوْ لَمْ يُتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَتُبْ، وَاحْتِمَالُ تَوْبَتِهِ أَضْعَفُ مِنْ إِيمَانِهِ.

وَيَلْحَقُ بِهِ ابْنُ زِيَادٍ وَابْنُ سَعْدٍ وَجَمَاعَةٌ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ وَأَعْوَانِهِمْ وَشِيعَتِهِمْ وَمَنْ مَالَ إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. .....

وَمَنْ كَانَ يَخْشَى الْقَالَ وَالْقِيلَ مِنَ التَّصْرِيحِ بِلَعْنِ ذَلِكَ الضَّلِيلِ، فَلْيَقُلْ: لَعَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ رَضِيَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ، وَمَنْ آذَى عِتْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَمَنْ غَصَبَهُمْ حَقَّهُمْ.

একদল আলেম ইয়াজিদের কুফরের ব্যাপারে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন এবং তার উপর লানত করাকেও স্পষ্টভাবে বৈধ বলেছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সুন্নাহর রক্ষক হাফিজ ইবনুল জাওযী; তাঁর পূর্বেই কাজী আবু ইয়ালা এ মত ব্যক্ত করেছিলেন।

আল্লামা তাফতাযানী বলেছেন: ‘আমরা তার ব্যাপারে নয়, বরং তার ঈমান সম্পর্কেই সন্দিহান। আল্লাহর লানত তার উপর, তার সমর্থক ও সহযোগীদের উপর।’

আর যাঁরা তার উপর লানত করার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীও রয়েছেন।’’ ...

‘‘আমি বলি: আমার প্রবল ধারণা হলো, ঐ দুষ্ট ব্যক্তি নবী ﷺ-এর রিসালাতে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী ছিল না। আল্লাহর হারামের অধিবাসীদের, নবী ﷺ-এর হারামের অধিবাসীদের এবং তাঁর পবিত্র আহলুল বাইতের সঙ্গে জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর যে আচরণ সে করেছে এবং তার নিকট থেকে যে সব জঘন্য কাজ প্রকাশ পেয়েছে, তা তার অবিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে কুরআনের একটি পৃষ্ঠা অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করার চেয়েও দুর্বল নয়।

দালাল ওয়াজ-জান্দাকাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৩০–৫৩২, প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।

আমার ধারণা নয় যে, সে সময় মুসলমানদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তার অবস্থা গোপন ছিল। কিন্তু তারা ছিল পরাভূত ও নিরুপায়; আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা কার্যকর হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া তাদের আর উপায় ছিল না।

আর যদি ধরে নেওয়াও হয় যে সে মুসলমান ছিল, তবুও সে এমন এক মুসলমান, যার মধ্যে এত বড় বড় গুনাহ একত্রিত হয়েছিল যে ভাষায় তার পরিধি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি নির্দিষ্টভাবে তার মতো ব্যক্তির উপর লানত করাকে বৈধ মনে করি, যদিও তার সমপর্যায়ের অন্য কোনো ফাসিক কল্পনা করা না যায়। বাহ্যত সে তওবা করেনি; বরং তার তওবার সম্ভাবনা তার ঈমানের সম্ভাবনার চেয়েও দুর্বল।

এ রায়ের অন্তর্ভুক্ত ইবন যিয়াদ, ইবন সা'দ এবং তাদের অনুরূপ অন্যরাও। অতএব আল্লাহ তা'আলার লানত তাদের সকলের উপর, তাদের সমর্থক, সহযোগী, অনুসারী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের প্রতি ঝুঁকবে তাদের সবার উপর।" ...

"আর যে ব্যক্তি সরাসরি সেই পথভ্রষ্ট ব্যক্তির উপর লানত করতে সংকোচ বোধ করে, সে যেন বলে:

'আল্লাহ তা'আলার লানত বর্ষিত হোক তার উপর, যে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিল, যে অন্যায়ভাবে নবী ﷺ-এর আহলুল বাইতকে কষ্ট দিয়েছে এবং যে তাদের অধিকার হরণ করেছে।' [39]

ইয়াজিদকে নির্দিষ্টভাবে লানত করা জায়েয কি না —এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে

ইবনুল জাওযী তাঁর *আর-রাদ্দু 'আলাল মুতাআসসিবিল 'আনীদ* গ্রন্থে বলেন:

ইয়াজিদকে লানত করার বিষয়ে আলেমগণ দুই দলে বিভক্ত হয়েছেন:

১. যারা ইয়াজিদকে লানত করা জায়েয বলেছেন

তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

- ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল
- কাজী আবু ইয়ালা
- তাঁর পুত্র আবুল হুসাইন
- আল-খাল্লাল
- তাঁর শিষ্য আবদুল আজীয
- আল-কিয়া আল-হাররাসী (আলী ইবন মুহাম্মদ আত-তাবারী আশ-শাফেয়ী, মৃত্যু ৫০৪ হি.)
- ইবনুল জাওযী
- তাঁর দৌহিত্র (সিবত ইবনুল জাওযী)

---

[39] আবুল ফাদল শিহাবুদ্দীন সাইয়্যিদ মাহমুদ আল-আলূসী আল-বাগদাদী (মৃত্যু ১২৭০ হিজরি), *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাব'ইল মাসানী*, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ২২৮, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৬।

- আস-সাফারিনী
- ইবন মুহিব্বুদ্দীন আল-হানাফী
- আত-তাফতাযানী
- আস-সুয়ূতী
- এবং আরও অনেকে।

তাঁদের দলিল হলো:

ইয়াজিদের অসংখ্য নিকৃষ্ট চরিত্র ও দুষ্কর্ম, তার খেলাফতের পুরো সময়জুড়ে বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকা, বিশেষত—

- মদিনাবাসীদের সঙ্গে হাররার ঘটনায় তার আচরণ,
- মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপ,
- আহলুল বাইতের প্রতি তার ব্যবহার,
- ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকাণ্ডে তার সন্তুষ্টি,
- এ ঘটনার সংবাদে তার আনন্দ প্রকাশ,
- এবং নবী ﷺ-এর পরিবারকে অপমান করা।

এসব ঘটনার সারমর্ম তাওয়াতুর পর্যায়ে প্রসিদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

২. যারা তাকে ভালোবাসেন না, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে লানত করাকে জায়েয মনে করেন না এটি অধিকাংশ আলেমের (জুমহুর) মত।

তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

- ইবনুস সালাহ,
- ইমাম গাজ্জালী,
- ইবন তাইমিয়া,
- ইবন হাজর আল-হাইতামী প্রমুখ।

তাঁদের মতে, ইয়াজিদের কর্মকাণ্ড নিন্দনীয় হলেও নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর লানত আরোপ না করে বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করাই অধিক সতর্কতাপূর্ণ পন্থা। [40]

ইবন হাজর আল-হাইতামী আস-সাওয়াইকুল মুহরিকা গ্রন্থে বলেন:

ইবনুল জাওযী বলেন:

এক ব্যক্তি আমাকে ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম:

"তার সম্পর্কে যা আছে, তাই যথেষ্ট।"

সে বলল: "তাকে লানত করা কি জায়েয?"

আমি বললাম:

---

[40] ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি), *আর-রাদ্দু 'আলাল মুতাআসসিবিল 'আনীদ আল-মানি' মিন যাম্মি ইয়াযীদ* (ইয়াজিদের নিন্দা করতে বাধাদানকারী গোঁড়া পক্ষপাতদুষ্টের খণ্ডন), পৃষ্ঠা ১৬, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।

"হ্যাঁ, বহু পরহেযগার আলেম তা জায়েয বলেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলও রয়েছেন। কারণ তিনি ইয়াজিদের ব্যাপারে এমন কথা বলেছেন, যা শুধু লানতের চেয়েও কঠোর।"

এরপর ইবনুল জাওযী কাজী আবু ইয়ালা আল-ফাররা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর আল-মু'তামাদ ফিল উসূল গ্রন্থে নিজ সনদে সালিহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমদকে) বললাম:

"একদল লোক আমাদেরকে ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা পোষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে।"

তিনি বললেন: "হে আমার ছেলে! যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, সে কি কখনো ইয়াজিদকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে?"

আমি বললাম: "তাহলে আপনি তাকে লানত করেন না কেন?"

তিনি বললেন: "আল্লাহ তাঁর কিতাবে যাকে লানত করেছেন, তাকে আমি কেন লানত করব না?"

আমি বললাম: "আল্লাহ তাঁর কিতাবে ইয়াজিদকে কোথায় লানত করেছেন?"

তিনি বললেন:

আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ﴾

"অতএব, তোমরা যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হও, তবে কি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন; ফলে তিনি তাদেরকে বধির করেছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধ করে দিয়েছেন।"

(সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:২২–২৩)

এরপর ইমাম আহমদ বললেন: "আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ও হত্যা-যজ্ঞ সংঘটনের চেয়ে বড় ফাসাদ আর কী হতে পারে?"

আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছিলেন:

"হে আমার ছেলে! আমি এমন একজন সম্পর্কে কী বলব, যাকে আল্লাহ তাঁর কিতাবেই লানত করেছেন?" [41]

---

[41] শিহাবুদ্দীন শাইখুল ইসলাম আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-হাইতামী আস-সা'দী আল-আনসারী (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরি), আস-সাওয়াইকুল মুহরিকা 'আলা আহলির রাফদ ওয়াদ-দালাল ওয়াজ-জান্দাকাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৩৫, প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।

আমার উম্মতের প্রথম যে বাহিনী কায়সারের নগরী আক্রমণ করবে

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন:

খালিদ ইবন মা'দান থেকে বর্ণিত, উমাইর ইবনুল আসওয়াদ আল-'আনসী তাঁকে বলেছেন: তিনি উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গেলেন। তিনি তখন হিমসের উপকূলে তাঁর এক বাসভবনে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন উম্মু হারাম (রাদিয়াল্লাহু আনহা)।

উমাইর বলেন, উম্মু হারাম আমাদেরকে বর্ণনা করলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন:

أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا ". قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ. قَالَ " أَنْتِ فِيهِمْ

"আমার উম্মতের প্রথম যে বাহিনী সমুদ্রপথে যুদ্ধ করবে, তারা জান্নাতের অধিকারী হয়েছে।"

উম্মু হারাম বলেন: আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত হব?"

তিনি ﷺ বললেন: "হ্যাঁ, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

এরপর নবী ﷺ আবার বললেন:

أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ ". فَقُلْتُ أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ " لاَ ".

"আমার উম্মতের প্রথম যে বাহিনী কায়সারের নগরী আক্রমণ করবে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"

তখন আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে থাকব?"

তিনি ﷺ বললেন: "না।" [42]

আবু আবদুল্লাহ বলেন:

কায়সারের নগরী (অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যের ভূখণ্ড) আক্রমণকারী *প্রথম বাহিনী ৪২ বা ৪৩ হিজরিতে অভিযান পরিচালনা করেছিল।* ইয়াজিদ সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কারণ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মতে, তাকে ৪৯ বা ৫০ হিজরিতে রোমান ভূখণ্ডে অভিযানে শাস্তি স্বরুপ অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

একজন বাংলাদেশি সালাফি শায়খ কর্তৃক উদ্ভাবিত (মনগড়া) হাদিস

জনৈক বাংলাদেশী সালাফী শায়খ বলেন: নবী ﷺ বলেছেন

مَنِ اشْتَرَكَ فِيْ غَزْوَةِ قُسْطَنْطِيْنِيَّة كُلُّهُمْ مَغْفُوْرٌ

'যে সকল ব্যক্তি কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের অভিযানে অংশগ্রহণ করবে, তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে"।

এই শব্দে বুখারী শরীফ তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোনো শরীফেই রাসূলের কোনো হাদিস নেই। এটা জাল হাদিস মেইড ইন বাংলাদেশ।

---

[42] ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি), *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, "রোমানদের (বাইজেন্টাইনদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" অধ্যায়, হাদিস নং ২৯২৪।

ইয়াজিদ প্রথম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না

হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে প্রথম বাহিনী, যেহেতু ইয়াজিদ কায়সারের নগরী অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রথম বাহিনীর সদস্য ছিল না, তাই 'প্রথম বাহিনীকে ক্ষমা করা হয়েছে'—এই সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবিও তার জন্য প্রযোজ্য নয়।

ফাতহুল বারীতে ইবনু হাজার আসকালানী মুহাল্লাব থেকে উল্লেখ করেছেন, ইয়াজিদ প্রথম ব্যক্তি যে কায়সারের নগরীর অভিযানে অংশ নিয়েছিল, আবার একটু পরেই তাঁর নিজের কথা উল্লেখ করেছেন সেটা ছিল ৫২ হিজরির ঘটনা। এই দুই কথাকে এক করা অসম্ভব। সুতরাং হয়তো কোন অসৎ হাতের স্পর্শে এমন হয়েছে অথবা উনার ভুল হয়েছে। কারণ সে প্রথম বাহিনীতে ছিল না একথা প্রমাণিত। বহু কিতাবে এই কথা আছে। ৪৯ হিজরির আগে কোনো অভিযানে ইয়াজিদ অংশ নিয়েছিল এই কথা কোন মুহাদ্দিস বা ঐতিহাসিক বলেননি। খোদ ইবনু হাজারও নন। *রোমানদের বিরুদ্ধে ১ম অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল ৪২/৪৩ হিজরিতে।* আসুন বিস্তারিত দেখি।

ফাতহুল বারীঃ

قَالَ الْمُهَلَّبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ لِمُعَاوِيَةَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا الْبَحْرَ وَمَنْقَبَةٌ لِوَلَدِهِ يَزِيدَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا مَدِينَةَ قَيْصَرَ وَتعقبه ابن التِّين وابن الْمُنِيرِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ دُخُولِهِ فِي ذَلِكَ الْعُمُومِ أَنْ لَا يَخْرُجَ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ إِذْ لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ مَغْفُورٌ لَهُمْ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْمَغْفِرَةِ حَتَّى لَوِ ارْتَدَّ وَاحِدٌ مِمَّنْ غَزَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ الْعُمُومِ اتِّفَاقًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَغْفُورٌ لِمَنْ وُجِدَ شَرط الْمَغْفِرَة فِيهِ مِنْهُم .....

قال الحافظ: قُلْتُ وَكَانَتْ غَزْوَةُ يَزِيدَ الْمَذْكُورَةُ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ

মুহাল্লাব বলেন: ''এই হাদিসে মুয়াবিয়ার একটি বিশেষ ফজিলত রয়েছে; কারণ তিনিই সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে জিহাদ পরিচালনা করেন। আর তাঁর পুত্র ইয়াজিদেরও একটি ফজিলত রয়েছে; কারণ সে সর্বপ্রথম কায়সারের নগরী (কনস্টান্টিনোপল) অভিমুখে অভিযান পরিচালনাকারী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।''

কিন্তু ইবনুত তীন ও ইবনুল মুনীর এ বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন:

''কোনো ব্যক্তি ঐ সাধারণ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হলেই যে পরবর্তীতে কোনো বিশেষ প্রমাণের কারণে তা থেকে বের হয়ে যাবে না—এ কথা আবশ্যক নয়।

আহলে ইলমের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, নবী ﷺ-এর 'তাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে'—এই ঘোষণা শর্তসাপেক্ষ; অর্থাৎ তারা ক্ষমার উপযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

এমনকি যদি ঐ অভিযানে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি পরে ইসলাম ত্যাগ করত, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে এ সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত থাকত না।

এতে প্রমাণিত হয় যে, 'তাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে'—এর অর্থ হলো, তাদের মধ্য থেকে যাদের মধ্যে ক্ষমা লাভের শর্ত বিদ্যমান থাকবে, তারাই এ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।''

...

হাফিজ ইবন হাজর বলেন: ''আমি বলি, এখানে যে ইয়াজিদের অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ৫২ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। [43]

আবু আবদুল্লাহ বলেন:

হাফিজ ইবন হাজরের উক্তি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াজিদ কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে অগ্রসর প্রথম বাহিনীর সদস্য ছিল না। ফলে 'প্রথম বাহিনীকে ক্ষমা করা হয়েছে'—এই হাদিসের সুসংবাদ তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সহীহ বুখারীতে এসেছে:

মাহমূদ বলেন:

قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ

''আমি এই হাদিসটি এমন একদল লোকের কাছে বর্ণনা করলাম, যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবি আবু আইয়্যুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যে অভিযানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আর তখন ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া তাদের সেনাপতি ছিল, এবং তারা রোমান ভূখণ্ডে অবস্থান করছিল।''[44]

হাফিজ ইবন হাজর বলেন:

قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ أَيْ كَانَ أَمِيرًا وَذَلِكَ فِي سَنَةِ خَمْسِينَ وَقِيلَ بَعْدَهَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَوَصَلُوا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ حَتَّى حَاصَرُوا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ

'عَلَيْهِمْ' (তাদের উপর) অর্থাৎ ইয়াজিদ তাদের আমীর বা সেনাপতি ছিল। এটি ৫০ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। আবার কেউ বলেছেন, এর কিছু পরে, মুয়াবিয়ার খেলাফতকালে। সেই অভিযানে তারা অগ্রসর হয়ে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ পর্যন্ত করেছিল।'' [45]

আবু আবদুল্লাহ বলেন: ''অতএব হাফিজ আসকালানীর কথায় পুনরায় প্রমাণিত হলো যে, ইয়াজিদ 'প্রথম বাহিনীর' অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং হাদিসে বর্ণিত 'ক্ষমাপ্রাপ্তদের' দলেও সে

---

[43] হাফিজ আবুল ফাদল আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিজরি), *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*, হাদিস নং ২৯২৪-এর ব্যাখ্যা।

[44] আল-বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি), *সহীহ আল-বুখারী*, হাদিস নং ১১৮৬।

[45] হাফিজ আবুল ফাদল আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হিজরি), *ফাতহুল বারী বি-শারহি সহীহিল বুখারী*, ''বাবুত্-তাতাওউ' ফিল বায়ত (ঘরে নফল ইবাদত)'' অধ্যায়ের ব্যাখ্যা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬২, প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, ১৩৭৯ হিজরি। মোট খণ্ড: ১৩।

ছিল না। কারণ তার নেতৃত্বাধীন এ অভিযানটি ৫০ হিজরিতে বা আরো পরে সংঘটিত হয়েছিল।

কায়সারের নগরী অভিমুখে প্রথম অভিযান ছিল ৪২/৪৩ হিজরিতে

খলিফা ইবন খাইয়্যাত (মৃত্যু ২৪০ হিজরি) বলেন:
৪৩ হিজরিতে বুসর ইবন আরতাত রোমান ভূখণ্ডে শীতকালীন অভিযান পরিচালনা করেন।[46]

ইবন খালদুন (মৃত্যু ৮০৮ হিজরি) বলেন:
৪২ হিজরিতে মুসলমানরা রোমানদের দেশে প্রবেশ করে। তারা রোমানদের পরাজিত করে, তাদের বহু সেনাপতি (পাত্রিক)কে হত্যা করে এবং সেখানে ব্যাপক বিজয় অর্জন করে। এরপর ৪৩ হিজরিতে বুসর ইবন আরতাত তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন, সেখানে অগ্রসর হন এবং কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যান। [47]

ইমাম আত-তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হিজরি) তাঁর *তারীখ* গ্রন্থে বলেন:
"৪২ হিজরিতে মুসলমানরা আলান (আলান জাতি)-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। একই বছর তারা রোমানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেন এবং বর্ণনামতে তাদেরকে ভয়াবহভাবে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধে রোমানদের বহু সেনাপতি (পাত্রিক) নিহত হয়।"[48]

এরপর ৪৩ হিজরি শুরু হয়।
সে বছরের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল বুসর ইবন আবী আরতাতের রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং রোমান ভূখণ্ডে তাঁর শীতকাল অতিবাহিত করা। তিনি অগ্রসর হতে হতে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যান—এ কথা ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন।
তবে ইতিহাসবিদদের একটি দল এ বর্ণনা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন:

---

[46] আবু আমর খলিফা ইবন খাইয়্যাত ইবন খলিফা আশ-শাইবানী আল-'উসফুরী আল-বাসরী (মৃত্যু ২৪০ হিজরি), *তারীখু খলিফা ইবন খাইয়্যাত*, পৃষ্ঠা ২০৬, তাহকীক: ড. আকরাম জিয়া আল-উমারী, প্রকাশক: দারুল কলম ও মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, দামেস্ক ও বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৭ হিজরি, মোট পৃষ্ঠা: ৪৮০।
[47] আবদুর রহমান ইবন খালদুন (৭৩২–৮০৮ হিজরি), *আল-'ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা' ওয়াল খবর ফী তারীখিল 'আরব ওয়াল বারবার ওয়া মান 'আসারাহুম মিন যাওয়িশ-শা'নিল আকবার*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১, প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০১ হিজরি / ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৮।
[48] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী (২২৪–৩১০ হিজরি), *তারীখুত-তাবারী = তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৭২, প্রকাশক: দারুল মা'আরিফ, মিসর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৭ হিজরি / ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১১।

"বুসর কখনো রোমান ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করেননি।" [49]

এরপর ৪৪ হিজরি শুরু হয়।

সে বছরের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুসলমানদের রোমান ভূখণ্ডে প্রবেশ, সেখানে তাদের শীতকাল অতিবাহিত করা এবং বুসর ইবন আবী আরতাতের সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করা।" .[50]

৪৬ হিজরি

৪৬ হিজরির ঘটনাবলির মধ্যে ছিল রোমান ভূখণ্ডে মালিক ইবন আবদুল্লাহর শীতকালীন অভিযান। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ অভিযানটি ছিল আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালীদের। অন্যরা বলেছেন, বরং এটি ছিল মালিক ইবন হুবাইরা আস-সাকূনীর অভিযান।

আবদুর রহমান ইবন খালিদের হিমসে প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যুর বিবরণ

এ বছর আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদ রোমান ভূখণ্ড থেকে হিমসে ফিরে আসেন। তখন ইবন আছাল নামক এক খ্রিস্টান তাঁর কাছে গোপনে বিষমিশ্রিত পানীয় পৌঁছে দেয়—এমনটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি তা পান করলে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। [51]

৪৭ হিজরি

৪৭ হিজরির ঘটনাবলির মধ্যে ছিল রোমান ভূখণ্ডে মালিক ইবন হুবাইরার শীতকালীন অভিযান এবং আবু আবদুর রহমান আল-কাইনীর আনতাকিয়ায় (অ্যান্টিওক) শীতকাল অতিবাহিত করা। [52]

৪৮ হিজরি

৪৮ হিজরির ঘটনাবলির মধ্যে ছিল আবু আবদুর রহমান আল-কাইনীর আনতাকিয়ায় শীতকাল অতিবাহিত করা। [53]

ইবন কাসীর তাঁর *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* গ্রন্থে বলেন:

"অতঃপর ৪২ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর মুসলমানরা আল-লান (আলান জাতি) এবং রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তারা রোমানদের বহু সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করেন, প্রচুর গণিমত লাভ করেন এবং নিরাপদে ফিরে আসেন।

এরপর ৪৩ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর বুসর ইবন আবী আরতাত রোমান ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি এতদূর অগ্রসর হন যে কনস্টান্টিনোপল নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যান। ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি

---

[49] *তারীখুত-তাবারী = তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮১।

[50] *তারীখুত-তাবারী = তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১২।

[51] *তারীখুত-তাবারী = তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২২৭

[52] *তারীখুত-তাবারী = তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২২৯

[53] *তারীখুত-তাবারী = তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৩১

তাদের দেশে শীতকালও অতিবাহিত করেন। তবে অন্য ইতিহাসবিদরা এ বক্তব্য অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন:

'সেখানে কেউ কখনও শীতকাল অতিবাহিত করেনি।'

আল্লাহই অধিক অবগত।

এরপর ৪৪ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদ মুসলমানদের নিয়ে রোমান ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তারা সেখানে শীতকাল অতিবাহিত করেন।

এ বছরই বুসর ইবন আবী আরতাত সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করেন।

এরপর ৪৬ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর মুসলমানরা তাদের সেনাপতি আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে রোমান ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সেনাপতি অন্য কেউ ছিলেন।

আল্লাহই অধিক অবগত।

এরপর ৪৭ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর মুসলমানরা রোমান ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করেন।

এরপর ৪৮ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর আবু আবদুর রহমান আল-কায়নী মুসলমানদের নিয়ে আনতাকিয়া (অ্যান্টিওক) অঞ্চলে শীতকাল অতিবাহিত করেন।" [54]

ইবনুল জাওযী তাঁর *আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম* গ্রন্থে বলেন:

"এরপর ৪২ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছরের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল মুসলমানদের রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান। মুসলমানরা রোমানদের পরাজিত করে এক ভয়াবহ পরাজয় ঘটায় এবং তাদের বহু সেনাপতি (পাত্রিক)কে হত্যা করে।

এরপর ৪৩ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছরের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল বুসর ইবন আবী আরতাতের রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান। তিনি কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যান—ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী।

এরপর ৪৪ হিজরি বছর শুরু হয়।

---

[54] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমার ইবন কাসীর আল-কুরাশী আল-বাসরী, অতঃপর আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি), *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, তাহকীক: আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুহসিন আত-তুরকী, প্রকাশক: দারু হিজর লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী' ওয়াল-ই'লান, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ; প্রকাশ-সন: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২১।

সে বছরের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানদের রোমান ভূখণ্ডে প্রবেশ এবং সেখানে শীতকাল অতিবাহিত করা। একই বছরে বুসর ইবন আবী আরতাত সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করেন।

এরপর ৪৬ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছরের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল মুসলমানদের রোমান ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করা। তবে তাদের সেনাপতি কে ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন মালিক ইবন আবদুল্লাহ, কেউ বলেছেন আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদ, আবার কেউ বলেছেন মালিক ইবন হুবাইরা আল-ফাযারী।

এ বছরই আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদ রোমান ভূখণ্ড থেকে হিমসে প্রত্যাবর্তন করেন।

এরপর ৪৭ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছরের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল রোমান ভূখণ্ডে মালিক ইবন হুবাইরার শীতকালীন অভিযান এবং আনতাকিয়ায় আবু আবদুর রহমান আল-কাইনীর শীতকাল অতিবাহিত করা।

এরপর ৪৮ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছরের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল আনতাকিয়ায় আবু আবদুর রহমান আল-কাইসীর শীতকাল অতিবাহিত করা এবং মালিক ইবন হুবাইরা আল-ইয়াশকুরীর সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করা। [55]

ইবনুল আসীর তাঁর *আল-কামিল ফিত-তারীখ* গ্রন্থে বলেন

অতঃপর ৪২ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর মুসলমানরা আল-লান (আলান জাতি)-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং রোমানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেন। তারা রোমানদের ভয়াবহভাবে পরাজিত করেন এবং তাদের বহু সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে হত্যা করেন।

এরপর ৪৩ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর বুসর ইবন আবী আরতাত রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করেন। ওয়াকিদীর মতে, তিনি অগ্রসর হতে হতে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যান।

তবে ইতিহাসবিদদের একদল এ বক্তব্য অস্বীকার করে বলেন:

"বুসর কখনো রোমান ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করেননি।"

এরপর ৪৪ হিজরি বছর শুরু হয়।

---

[55] জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি), *আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরি / ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৯।

সে বছর মুসলমানরা আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে রোমান ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন এবং সেখানে শীতকাল অতিবাহিত করেন। একই বছরে বুসর ইবন আবী আরতাত সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করেন।

এরপর ৪৬ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর রোমান ভূখণ্ডে মালিক ইবন আবদুল্লাহর শীতকালীন অভিযান ছিল। আবার কেউ বলেছেন, বরং এ অভিযানের নেতা ছিলেন আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদ। অন্যরা বলেছেন, মালিক ইবন হুবাইরা আস-সাকূনী।

এ বছরই আবদুর রহমান ইবন খালিদ রোমান ভূখণ্ড থেকে হিমসে ফিরে আসেন এবং মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর ৪৭ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর রোমান ভূখণ্ডে মালিক ইবন হুবাইরার শীতকালীন অভিযান এবং আনতাকিয়ায় আবদুর রহমান আল-কাইনীর শীতকাল অতিবাহিত করা সংঘটিত হয়।

এরপর ৪৮ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর আনতাকিয়ায় আবদুর রহমান আল-কাইনীর শীতকাল অতিবাহিত করা, আবদুল্লাহ ইবন কায়স আল-ফাযারীর গ্রীষ্মকালীন অভিযান এবং মালিক ইবন হুবাইরা আস-সাকূনীর সমুদ্রপথে অভিযান সংঘটিত হয়।

এরপর ৪৯ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছর রোমান ভূখণ্ডে মালিক ইবন হুবাইরার শীতকালীন অভিযান সংঘটিত হয়।" [56]

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি) তাঁর *তারীখুল ইসলাম* গ্রন্থে বলেন:

- ৪৩ হিজরিতে বুসর ইবন আবী আরতাত রোমান ভূখণ্ডে সীমান্ত প্রহরায় (রিবাত) অবস্থান করে সেখানে শীতকাল অতিবাহিত করেন।
- ৪৬ হিজরিতে মুসলমানরা রোমান ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করেন।
- ৪৭ হিজরিতে মালিক ইবন হুবাইরা রোমান ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করেন।
- ৪৯ হিজরিতে মালিক ইবন হুবাইরা পুনরায় রোমান ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করেন। [57]

---

[56] আবুল হাসান আলী ইবন আবিল কারাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল করীম ইবন আবদুল ওয়াহিদ আশ-শাইবানী আল-জাযারী, 'ইযযুদ্দীন ইবনুল আসীর (মৃত্যু ৬৩০ হিজরি), *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, তাহকীক: উমর আবদুস সালাম তাদমুরী, প্রকাশক: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১০।

[57] শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উসমান ইবন কায়মায আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি), *তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহীরি ওয়াল আ'লাম*, তাহকীক: উমর আবদুস সালাম তাদমুরী, প্রকাশক: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরি / ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৫২।

সুনান আবূ দাউদে সহীহ সনদে উল্লেখ রয়েছে

عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ، مَهْ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ . فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الإِسْلاَمَ، قُلْنَا: هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } فَالإِلْقَاءُ بِالأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ . قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ .

আসলাম আবু ইমরান (রহ.) বলেন:

আমরা মদীনা থেকে কনস্টান্টিনোপল অভিযানে বের হয়েছিলাম। আমাদের সমগ্র বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদ।

রোমান সৈন্যরা তখন শহরের প্রাচীরের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিল। এমন সময় এক মুসলিম যোদ্ধা শত্রুবাহিনীর ওপর একাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

লোকেরা বলতে লাগল:

"থামো! থামো! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! সে তো নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে!"

তখন আবু আইয়্যুব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

"এই আয়াতটি আমাদের আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে বিজয়ী করলেন, তখন আমরা বলেছিলাম: 'এসো, এখন আমরা আমাদের সম্পদ ও সম্পত্তির দিকে মনোযোগ দিই এবং সেগুলো সংস্কার করি।'

তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন:

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।" (সূরা আল-বাকারা: ১৯৫)

সুতরাং 'নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা' বলতে বোঝানো হয়েছে—আমরা আমাদের সম্পদের পেছনে লেগে থাকব, সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকব এবং জিহাদ ত্যাগ করব।"

আবু ইমরান বলেন: এরপর আবু আইয়্যুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর পথে জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকলেন, অবশেষে তাঁকে কনস্টান্টিনোপলে দাফন করা হয়।

এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, "ধ্বংসের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করা"-র অর্থ শত্রুর বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া নয়; বরং আল্লাহর দ্বীনের কাজ ও জিহাদ পরিত্যাগ করে দুনিয়াবি সম্পদের পেছনে মগ্ন হয়ে পড়া। [58]

ইয়াজিদ এই কাফেলায় ছিল। ইমাম যাহাবী সিয়ার কিতাবে আবূ আইয়ুব আনসারীর তরজমায় বলেন,

[58] সুনান আবু দাউদ, হাদিস ২৫১২।

قَالَ الوَاقِدِيُّ:مَاتَ أَبُو أَيُّوبَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ يَزِيْدُ، وَدُفِنَ بِأَصْلِ حِصْنِ القُسْطِنْطِيْنِيَّةِ، فَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرُّوْمَ يَتَعَاهَدُوْنَ قَبْرَهُ،

ওয়াকিদী বলেন: আবু আইয়্যুব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ৫২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। ইয়াজিদ তাঁর জানাজার নামাজ পড়িয়েছিল।

তাঁকে কনস্টান্টিনোপলের দুর্গপ্রাচীরের পাদদেশে দাফন করা হয়।

আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, রোমানরা তাঁর কবরের নিয়মিত দেখাশোনা ও পরিচর্যা করত। [59]

ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া ৪৯ /৫০/৫২ হিজরিতে রোমান ভূখণ্ডে অভিযানে অংশ নেয়

খলিফা ইবন খাইয়্যাত (মৃত্যু ২৪০ হিজরি) বলেন:

وَفِيهَا (أَيْ: سَنَةَ خَمْسِينَ) غَزَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ الرُّومِ، وَمَعَهُ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ.

"৫০ হিজরিতে ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া রোমান ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু আইয়্যুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।" [60]

ইবন খালদুন (মৃত্যু ৮০৮ হিজরি) বলেন:

بَعَثَ مُعَاوِيَةُ سَنَةَ خَمْسِينَ جَيْشًا كَثِيفًا إِلَى بِلَادِ الرُّومِ مَعَ سُفْيَانَ بْنِ عَوْفٍ، وَنَدَبَ يَزِيدَ ابْنَهُ مَعَهُمْ، فَتَثَاقَلَ فَتَرَكَهُ. ثُمَّ بَلَغَ النَّاسَ أَنَّ الْغُزَاةَ أَصَابَهُمْ جُوعٌ وَمَرَضٌ، وَبَلَغَ مُعَاوِيَةَ أَنَّ يَزِيدَ أَنْشَدَ فِي ذَلِكَ:

مَا إِنْ أُبَالِي بِمَا لَاقَتْ جُمُوعُهُمْ
بِالْفَدْفَدِ الْبِيدِ مِنْ حُمَّى وَمِنْ شُومِ
إِذَا اتَّكَأْتُ عَلَى الْأَنْمَاطِ مُرْتَفِقًا
بِدَيْرِ مُرَّانَ عِنْدِي أُمُّ كُلْثُومِ

وَهِيَ امْرَأَتُهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، فَحَلَفَ لَيَلْحَقَنَّ بِهِمْ، فَسَارَ فِي جَمْعٍ كَثِيرٍ جَمَعَهُمْ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ، فِيهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَوْغَلُوا فِي بِلَادِ الرُّومِ، وَبَلَغُوا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَقَاتَلُوا الرُّومَ عَلَيْهَا.

فَاسْتُشْهِدَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَدُفِنَ قَرِيبًا مِنْ سُورِهَا، وَرَجَعَ يَزِيدُ وَالْعَسَاكِرُ إِلَى الشَّامِ.

"৫০ হিজরিতে মুয়াবিয়া সুফিয়ান ইবন আওফের নেতৃত্বে রোমান ভূখণ্ডে একটি বৃহৎ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর পুত্র ইয়াজিদকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান করেন; কিন্তু ইয়াজিদ গড়িমসি করে এবং যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

---

[59] যাহাবী, সিয়ার ৫/৪১২। রিসালাহ।

[60] *তারীখু খলিফা ইবন খাইয়্যাত*, পৃষ্ঠা ২১১,

পরে মানুষের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈন্যরা ক্ষুধা ও রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তখন মুয়াবিয়ার কাছে এ সংবাদও পৌঁছে যে, ইয়াজিদ এ সম্পর্কে কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেছে:

'প্রান্তর ও মরুভূমিতে তারা জ্বর ও দুর্ভোগে যা-ই ভোগ করুক না কেন, তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই।

কারণ আমি তো দাইর মাররানে আরামদায়ক বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছি, আর আমার পাশে রয়েছে উম্মু কুলসুম।'

উম্মু কুলসুম ছিল তার স্ত্রী; তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আমিরের কন্যা।

এ কথা শুনে মুয়াবিয়া শপথ করেন যে, তিনি অবশ্যই ইয়াজিদকে সেই বাহিনীর সঙ্গে পাঠাবেন। অতঃপর ইয়াজিদ একটি বড় বাহিনী নিয়ে রওনা হয়; এ বাহিনী মুয়াবিয়াই তার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

সেই বাহিনীতে ইবন আব্বাস, ইবন আমির, ইবন যুবাইর এবং আবু আইয়্যুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উপস্থিত ছিলেন।

তারা রোমান ভূখণ্ডের গভীরে প্রবেশ করে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সেখানে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

এই অভিযানে আবু আইয়্যুব আল-আনসারী শাহাদাত বরণ করেন এবং কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের নিকট তাঁকে দাফন করা হয়।

এরপর ইয়াজিদ ও সমগ্র বাহিনী শামে প্রত্যাবর্তন করে।" [61]

ইমাম আত-তাবারী বলেন:

سَنَةُ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ، ذِكْرُ مَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْأَحْدَاثِ، فَكَانَ فِيهَا مَشْتَى مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّكُونِيِّ بِأَرْضِ الرُّومِ.

৪৯ হিজরি সালের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল মালিক ইবন হুবাইরা আস-সাকূনীর রোমান ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করা। ...

وَفِيهَا كَانَتْ غَزْوَةُ يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الرُّومَ، حَتَّى بَلَغَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَمَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ.

এ বছরই ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান সংঘটিত হয়। তিনি অগ্রসর হতে হতে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যান।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর এবং আবু আইয়্যুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।" .[62]

ইবন কাসীর তাঁর *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* গ্রন্থে বলেন:

ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ

مَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ أَحْدَاثٍ

---

61 *তারীখ ইবন খালদুন*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২,

62 তারীখুত-তাবারী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৩২।

فِيهَا غَزَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بِلَادَ الرُّومِ حَتَّى بَلَغَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ ; ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَوَّلُ جَيْشٍ يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ فَكَانَ هَذَا الْجَيْشُ أَوَّلَ مَنْ غَزَاهَا[63]، وَمَا وَصَلُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَلَغُوا الْجَهْدَ.

وَفِيهَا تُوُفِّيَ أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَقِيلَ :لَمْ يَمُتْ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ، بَلْ بَعْدَهَا سَنَةَ إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ كَمَا سَيَأْتِي.

وَفِيهَا عَزَلَ مُعَاوِيَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَنِ الْمَدِينَةِ وَوَلَّى عَلَيْهَا سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَاسْتَقْضَى سَعِيدٌ عَلَيْهَا أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

وَفِيهَا شَتَّى مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيُّ بِأَرْضِ الرُّومِ. وَفِيهَا كَانَتْ غَزْوَةُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَشَتَّى هُنَالِكَ، فَفَتَحَ الْبَلَدَ وَغَنِمَ شَيْئًا كَثِيرًا. وَفِيهَا كَانَتْ صَائِفَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرْزٍ الْبَجَلِيِّ.

৪৯ হিজরি সাল

এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি

এ বছর ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া রোমান ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অগ্রসর হতে হতে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যান। তাঁর সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের একদল বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন:

- আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)
- আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)
- আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
- আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

আর সহীহ বুখারীতে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমার উম্মতের যে প্রথম বাহিনী কায়সারের নগরী আক্রমণ করবে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"

এই বাহিনীই ছিল সর্বপ্রথম সেই নগরীতে অভিযানকারী বাহিনী। [64] তারা সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে অত্যন্ত কষ্ট ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছিল।

এ বছরই আবু আইয়ুব খালিদ ইবন যায়দ আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল করেন। তবে অন্য একটি মত অনুযায়ী, তিনি এ অভিযানে মৃত্যুবরণ করেননি; বরং এর এক, দুই বা তিন বছর পরে, অর্থাৎ ৫১, ৫২ অথবা ৫৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা আসবে।

এ বছর মুয়াবিয়া মারওয়ান ইবন আল-হাকামকে মদিনার গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং তার স্থলে সাঈদ ইবন আল-আসকে নিয়োগ দেন। সাঈদ মদিনার বিচারক (কাযী) হিসেবে আবু সালামাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফকে নিয়োগ করেন।

---

[63] هذا الجيش لم يكن أول من غزاها كما ترى، فأول جيش جيش سنة 42هـ على ما أورده ابن كثير نفسه

[64] এই বাহিনী যে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণকারী প্রথম বাহিনী ছিল, তা নয়—যেমনটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন। বরং প্রথম বাহিনী ছিল ৪২ হিজরির বাহিনী, যেমনটি ইবন কাসীর নিজেই তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এ বছর মালিক ইবন হুবাইরা আল-ফাযারী রোমান ভূখণ্ডে শীতকাল অতিবাহিত করেন। এ বছর ফাদালাহ ইবন উবাইদের অভিযানও সংঘটিত হয়। তিনি সেখানে শীতকাল অতিবাহিত করেন, একটি জনপদ বিজয় করেন এবং বিপুল পরিমাণ গণিমত লাভ করেন। এ বছর আবদুল্লাহ ইবন কুরয আল-বাজালীর গ্রীষ্মকালীন অভিযানও সংঘটিত হয়।

ইবনুল জাওযী তাঁর *আল-মুনতাযাম* গ্রন্থে বলেন:

ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ، فَمِنَ الْحَوَادِثِ فِيهَا مَشْتَى مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيِّ بِأَرْضِ الرُّومِ، وَغَزْوَةُ يَزِيدِ بْنِ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيِّ فِي الْبَحْرِ.

وَفِيهَا :غَزَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ الرُّومِ حَتَّى بَلَغَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَمَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ.

অতঃপর ৪৯ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছরের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল রোমান ভূখণ্ডে মালিক ইবন হুবাইরা আল-ফাযারীর শীতকাল অতিবাহিত করা এবং ইয়াজিদ ইবন শাজারাহ আর-রাহাবীর সমুদ্রপথে অভিযান। আর এ বছরই ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া রোমান ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি অগ্রসর হতে হতে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর এবং আবু আইয়্যুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

ইবনুল জাওযী তাঁর *আল-মুনতাযাম* গ্রন্থে বলেন:

ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ، فَمِنَ الْحَوَادِثِ فِيهَا مَشْتَى مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيِّ بِأَرْضِ الرُّومِ، وَغَزْوَةُ يَزِيدِ بْنِ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيِّ فِي الْبَحْرِ.

وَفِيهَا: غَزَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ الرُّومِ حَتَّى بَلَغَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَمَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ.

অতঃপর ৪৯ হিজরি বছর শুরু হয়।

সে বছরের ঘটনাবলির মধ্যে ছিল রোমান ভূখণ্ডে মালিক ইবন হুবাইরা আল-ফাযারীর শীতকাল অতিবাহিত করা এবং ইয়াজিদ ইবন শাজারাহ আর-রাহাবীর সমুদ্রপথে অভিযান। আর এ বছরই ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া রোমান ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি অগ্রসর হতে হতে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর এবং আবু আইয়্যুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

ইবনুল আসীর তাঁর *আল-কামিল ফিত-তারীখ* গ্রন্থে বলেন:

কনস্টান্টিনোপল অভিযানের বিবরণ

فِي هَذِهِ السَّنَةِ (49هـ)، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسِينَ، سَيَّرَ مُعَاوِيَةُ جَيْشًا كَثِيفًا إِلَى بِلَادِ الرُّومِ لِلْغَزَاةِ وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانَ بْنَ عَوْفٍ وَأَمَرَ ابْنَهُ يَزِيدَ بِالْغَزَاةِ مَعَهُمْ، فَتَثَاقَلَ وَاعْتَلَّ، فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ، فَأَصَابَ النَّاسُ فِي غَزَاتِهِمْ جُوعٌ وَمَرَضٌ شَدِيدٌ، فَأَنْشَأَ يَزِيدُ يَقُولُ:

مَا إِنْ أُبَالِي بِمَا لَاقَتْ جُمُوعُهُمُ ... بِالْفَرْقَدُونَةِ مِنْ حُمَّى وَمِنْ مُومِ

إِذَا اتَّكَأْتُ عَلَى الْأَنْمَاطِ مُرْتَفِقًا ... بِدَيْرِ مُرَّانَ عِنْدِي أُمُّ كُلْثُومِ

وَأُمُّ كُلْثُومٍ امْرَأَتُهُ، وَهِيَ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ.

فَبَلَغَ مُعَاوِيَةَ شِعْرُهُ فَأَقْسَمَ عَلَيْهِ لَيَلْحَقَنَّ بِسُفْيَانَ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ لِيُصِيبَهُ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَسَارَ وَمَعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ أَضَافَهُمْ إِلَيْهِ أَبُوهُ، وَكَانَ فِي هَذَا الْجَيْشِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُّ، فَأَوْغَلُوا فِي بِلَادِ الرُّومِ حَتَّى بَلَغُوا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَاقْتَتَلَ الْمُسْلِمُونَ وَالرُّومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ وَاشْتَدَّتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ،

এই বছর (৪৯ হিজরি; আবার কেউ কেউ বলেছেন ৫০ হিজরি) মুয়াবিয়া রোমান ভূখণ্ডে যুদ্ধের জন্য একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি সুফিয়ান ইবন আওফকে সেই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁর পুত্র ইয়াজিদকে তাদের সঙ্গে অভিযানে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন।

কিন্তু ইয়াজিদ গড়িমসি করে এবং অসুস্থতার অজুহাত দেখায়। ফলে তার পিতা তাকে অব্যাহতি দেন।

এদিকে অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈন্যরা তীব্র ক্ষুধা ও রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তখন ইয়াজিদ এই কবিতা রচনা করে:

‘গাযকাযূনা প্রান্তরে জ্বর ও রোগে
তাদের বাহিনী যে কষ্ট পাচ্ছে, তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই।
যখন আমি দাইরু মুররানে আরামদায়ক গালিচার উপর হেলান দিয়ে বসে আছি,
আর আমার পাশে রয়েছে উম্মু কুলসুম।’

উম্মু কুলসুম ছিল তার স্ত্রী; তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আমিরের কন্যা।

যখন মুয়াবিয়ার কাছে এ কবিতা পৌঁছল, তখন তিনি শপথ করলেন যে, ইয়াজিদকে অবশ্যই সুফিয়ানের সঙ্গে রোমান ভূখণ্ডে পাঠাবেন, যাতে সৈন্যরা যে কষ্ট ভোগ করেছে, সেও তা ভোগ করে।

অতঃপর ইয়াজিদ রওনা হয়। তার পিতা তার সঙ্গে আরও অনেক সৈন্য যোগ করে দেন। এই বাহিনীতে ছিলেন:

- আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস
- আবদুল্লাহ ইবন উমর
- আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর
- আবু আইয়ুব আল-আনসারী
- এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

এছাড়া আবদুল আজীয ইবন জুরারাহ আল-কিলাবীও ছিলেন।

তারা রোমান ভূখণ্ডের গভীরে প্রবেশ করতে করতে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে।"

ইমাম আয-যাহাবী তাঁর *তারীখুল ইসলাম* গ্রন্থে বলেন:

وَفِيهَا (50هـ) غَزْوَةُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، كَانَ أَمِيرُ الْجَيْشِ إِلَيْهَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ مَعَهُ وُجُوهُ النَّاسِ، وَمِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَبُو أَيُّوبُ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عنه

এ বছর (৫০ হিজরি) কনস্টান্টিনোপল অভিযান সংঘটিত হয়। ঐ অভিযানে সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া।

তার সঙ্গে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু আইয়্যুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-ও ছিলেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) *শরহু তারাজিমি আবওয়াবিল বুখারী* গ্রন্থে বলেন:

كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ، قَوْلُهُ :مَغْفُورٌ لَهُمْ.

تَمَسَّكَ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي نَجَاةِ يَزِيدَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الْجَيْشِ الثَّانِي، بَلْ كَانَ رَأْسَهُمْ وَرَئِيسَهُمْ عَلَى مَا تَشْهَدُ بِهِ التَّوَارِيخُ.[65]

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا كَوْنُهُ مَغْفُورًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ عَلَى هَذِهِ الْغَزْوَةِ؛ لِأَنَّ الْجِهَادَ مِنَ الْكَفَّارَاتِ، وَشَأْنُ الْكَفَّارَاتِ إِزَالَةُ آثَارِ الذُّنُوبِ السَّابِقَةِ عَلَيْهَا، لَا الْوَاقِعَةِ بَعْدَهَا.

نَعَمْ، لَوْ كَانَ مَعَ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَدَلَّ عَلَى نَجَاتِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

بَلْ أَمْرُهُ مُفَوَّضٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الْقَبَائِحِ بَعْدَ هَذِهِ الْغَزْوَةِ، مِنْ قَتْلِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَتَخْرِيبِ الْمَدِينَةِ، وَالْإِصْرَارِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ. فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، كَمَا هُوَ مُطَّرِدٌ فِي حَقِّ سَائِرِ الْعُصَاةِ. عَلَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي شَأْنِ مَنْ اسْتَخَفَّ بِالْعِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ، وَالْمُلْحِدِ فِي الْحَرَمِ، وَالْمُبَدِّلِ لِلسُّنَّةِ، تَبْقَى مُخَصِّصَاتٍ لِهَذَا الْعُمُومِ، لَوْ فُرِضَ شُمُولُهُ لِجَمِيعِ الذُّنُوبِ.[66]

কিতাবুল জিহাদঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী: "তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।"

কিছু লোক এই হাদীস দ্বারা ইয়াজিদের মুক্তি ও নাজাত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। কারণ সে এই দ্বিতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; বরং ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী সে ছিল তাদের নেতা ও প্রধান।[67]

---

[65] **قال أبو عبد الله:** قد ثبت أن يزيد لم يكن أول من غزا مدينة قيصر، لأن غزوته كانت متأخرة بسنوات على ما أثبتناه، ومع ذلك لم يتفق الدهلوي ولا غيره على أنه من المغفورين

[66] আল্লামা মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ আদ-দেহলভী (মৃত্যু ১১৭৬ হিজরি), *শরহু তারাজিমি আবওয়াবিল বুখারী*, পৃষ্ঠা ৩৯৯, প্রকাশক: দারুল কিতাবিল মিসরী (কায়রো, মিসর)।

[67] আবু আবদুল্লাহ বলেন: নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াজিদ কায়সারের নগরী (কনস্টান্টিনোপল) আক্রমণকারী প্রথম বাহিনীর সদস্য ছিল না। কারণ তার অভিযান কয়েক বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল, যেমন আমরা ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছি।

কিন্তু সঠিক কথা হলো, এই হাদীস দ্বারা সর্বোচ্চ এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এই অভিযানের পূর্ববর্তী তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়েছে। কারণ জিহাদ কাফ্ফারাস্বরূপ আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর কাফ্ফারার কাজ হলো পূর্ববর্তী গুনাহের প্রভাব দূর করা; পরবর্তীতে সংঘটিত গুনাহসমূহ নয়।

হ্যাঁ, যদি হাদীসে এ কথাও থাকত যে, ''কিয়ামত পর্যন্ত তার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে'', তাহলে তা তার নাজাতের প্রমাণ হতো। কিন্তু হাদীসে এমন কোনো কথা নেই। বরং এই অভিযানের পর সে যে জঘন্য কাজগুলো করেছে—যেমন:

- ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের ঘটনা,
- মদিনা মুনাওয়ারার ধ্বংসযজ্ঞ (ওয়াকিয়ায়ে হাররা),
- মদের প্রতি তার অব্যাহত আসক্তি ও জিদ,

এসব বিষয়ে তার ফয়সালা আল্লাহ তাআলার ওপর ন্যস্ত।

আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন, আর চাইলে শাস্তি দেবেন। অন্যান্য গুনাহগার মুসলমানদের ক্ষেত্রেও এ নীতিই প্রযোজ্য।

তদুপরি, পবিত্র আহলুল বাইতের অবমাননাকারী, হারামে ইলহাদ (ধর্মদ্রোহিতা ও অবমাননা)কারী এবং সুন্নাত পরিবর্তনকারীর ব্যাপারে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো এই সাধারণ বাণীর ব্যতিক্রম (মুখাসসিস) হিসেবে গণ্য হবে—যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এই হাদীস সকল গুনাহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম কাস্তাল্লানী বলেন,

وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ غَزَا مَدِينَةَ قَيْصَرَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ،[68] وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ.

وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُهَلَّبُ عَلَى ثُبُوتِ خِلَافَةِ يَزِيدَ، وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ» :مَغْفُورٌلَهُمْ.«

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى طَرِيقِ الْحَمِيَّةِ لِبَنِي أُمَيَّةَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ دُخُولِهِ فِي ذَلِكَ الْعُمُومِ أَنْ لَا يَخْرُجَ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ؛ إِذْ لَا خِلَافَ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :مَغْفُورٌلَهُمْ مَشْرُوطٌ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَغْفِرَةِ، حَتَّى لَوِ ارْتَدَّ وَاحِدٌ مِمَّنْ غَزَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ الْعُمُومِ اتِّفَاقًا، قَالَهُ ابْنُ الْمُنَيِّرِ.

وَقَدْ أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ - فِيمَا نَقَلَهُ الْمَوْلَى سَعْدُ الدِّينِ - اللَّعْنَ عَلَى يَزِيدَ؛ لِمَا أَنَّهُ كَفَرَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ اللَّعْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ، أَوْ أَجَازَهُ، أَوْ رَضِيَ بِهِ.

তদুপরি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী কিংবা অন্য কোনো আলেমও এ বিষয়ে একমত হননি যে, ইয়াজিদ নিশ্চিতভাবে ''ক্ষমাপ্রাপ্তদের'' অন্তর্ভুক্ত।

বরং দেহলভী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যদি ধরেও নেওয়া হয় ইয়াজিদ ঐ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবুও এ হাদীস দ্বারা কেবল তার ঐ অভিযানের পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা হওয়া বোঝায়; পরবর্তীকালে সংঘটিত অপরাধসমূহ নয়। আর তার পরবর্তী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহ তাআলার ওপর ন্যস্ত।

অতএব ''কনস্টান্টিনোপল অভিযানে অংশগ্রহণ''কে ইয়াজিদের চূড়ান্ত নাজাত, নিরঙ্কুশ ক্ষমা বা তার পরবর্তী কর্মকাণ্ডের বৈধতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা সঠিক নয়।

[68] **قال أبو عبد الله:** قد ثبت أن يزيد لم يكن أول من غزا مدينة قيصر، لأن غزوته كانت متأخرة بسنوات على ما أثبتناه، ومع ذلك لم يتفق القسطلاني على أنه من المغفورين

وَالْحَقُّ أَنَّ رِضَا يَزِيدَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ، وَاسْتِبْشَارَهُ بِذَلِكَ، وَإِهَانَتَهُ أَهْلَ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، مِمَّا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَتْ تَفَاصِيلُهُ آحَادًا، فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ، بَلْ فِي إِيمَانِهِ، لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ. اِنْتَهَى.

কায়সারের নগরী আক্রমণকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া।[69] তার সঙ্গে সাহাবিদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দল ছিল; যেমন আবদুল্লাহ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর এবং আবু আইয়্যুব আল-আনসারী। আবু আইয়্যুব সেখানে ৫২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

মুহাল্লাব এ হাদীস দ্বারা ইয়াজিদের খেলাফত বৈধ হওয়া এবং সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পক্ষে দলিল গ্রহণ করেছেন। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ''তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে''—এই সাধারণ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত।

এর জবাবে বলা হয়েছে:

এ বক্তব্য মূলত উমাইয়া বংশের প্রতি পক্ষপাতমূলক আবেগের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি একটি সাধারণ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হলেই যে বিশেষ কোনো প্রমাণ দ্বারা তা থেকে ব্যতিক্রম হবে না, এমন নয়।

কারণ এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ''তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে''—এই উক্তি তাদের জন্যই প্রযোজ্য, যারা ক্ষমার উপযুক্ত অবস্থায় থাকে। এমনকি যদি ঐ অভিযানে অংশগ্রহণকারী কেউ পরবর্তীতে মুরতাদ হয়ে যেত, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে এ সাধারণ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত থাকত না। এ কথা ইবনুল মুনাইর বলেছেন।

আর মাওলানা সা'দুদ্দীনের বর্ণনা অনুযায়ী, কিছু আলেম ইয়াজিদের ওপর সরাসরি লানত করাকেও বৈধ বলেছেন। কারণ তাদের মতে, ইমাম হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে সে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল।

এবং এ বিষয়ে সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি ইমাম হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করেছে, অথবা হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, অথবা তা বৈধ মনে করেছে, অথবা এতে সন্তুষ্ট হয়েছে—তার ওপর লানত করা বৈধ।

সত্য কথা হলো,

ইয়াজিদের ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডে সন্তুষ্ট হওয়া, এ ঘটনার কারণে আনন্দ প্রকাশ করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলুল বাইতের প্রতি অবমাননাকর আচরণ করা—

---

[69] আবু আবদুল্লাহ বলেন: নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াজিদ কায়সারের নগরী আক্রমণকারী প্রথম ব্যক্তি বা প্রথম বাহিনীর সদস্য ছিল না। কারণ তার অভিযান কয়েক বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল, যেমন আমরা পূর্বে প্রমাণ করেছি।

তদুপরি, ইমাম আল-কাস্তালানীও এ বিষয়ে একমত হননি যে, ইয়াজিদ অবশ্যই ''ক্ষমাপ্রাপ্তদের'' অন্তর্ভুক্ত। বরং তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ''মাগফুরুন লাহুম'' (তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে) — এই সাধারণ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি বিশেষ প্রমাণের কারণে এর বাইরে চলে যেতে পারে। অতএব কেবল কনস্টান্টিনোপল অভিযানে অংশগ্রহণের দাবির ভিত্তিতে ইয়াজিদের জন্য চূড়ান্ত মাগফিরাত বা জান্নাত নিশ্চিত বলে দাবি করা সঠিক নয়।

এসব বিষয়ের মূল ঘটনা তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছেছে, যদিও এর অনেক বিস্তারিত বিবরণ আহাদ সূত্রে বর্ণিত।

অতএব,

আমরা শুধু তার অবস্থা সম্পর্কে নয়, বরং তার ঈমান সম্পর্কেও সন্দেহ ও প্রশ্নের অবকাশ দেখি। আল্লাহর লানত তার ওপর, তার সমর্থকদের ওপর এবং তার সহযোগীদের ওপর।[70]

ইয়াজিদকে জান্নাতি বলা যায় না

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে অগ্রগামী প্রথম শ্রেণির লোকেরা এবং যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে—আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এমন জান্নাত, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই মহাসাফল্য।"

— *সূরা আত-তাওবাহ, ৯:১০০*

তাফসীরে মাজহারীতে বলা হয়েছে:

وقال عطاء الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين يذكرون الصحابة بالترحم والدعاء

قال ابو صخر حميد بن زياد أتيت محمد بن كعب القرظي فقلت له ما قولك فى اصحاب رسول الله ﷺ فقال جميع اصحاب رسول الله ﷺ فى الجنة محسنهم وسيئهم فقلت له من اين تقول هذا قال أقرأ قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى أن قال رضى الله عنهم ورضوا عنه قال والذين اتبعوهم بإحسان شرط فى التابعين شريطة وهو ان يتبعوهم فى أفعالهم الحسنة دون السيئة قال ابو صخر فكانى لم يقرأ هذه الاية قط وما عرفت تفسيرها حتى قرأها علىّ محمد بن كعب قلت واولى بالاحتجاج على كون جميع الصحابة فى الجنة قوله تعالى ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ فانه صريح فى ان جميع الصحابة أولهم وآخرهم وعدهم الله تعالى الحسنى يعنى الجنة وقال رسول الله ﷺ لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسى بيده لو ان أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه متفق عليه

---

[70] আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবি বকর ইবন আবদুল মালিক আল-কাস্তালানী আল-কুতাইবী আল-মিসরী, আবুল আব্বাস, শিহাবুদ্দীন (মৃত্যু ৯২৩ হিজরি), *ইরশাদুস সারী লি শারহি সহীহিল বুখারী*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১০৪–১০৫, প্রকাশক: আল-মাতবা'আতুল কুবরা আল-আমীরিয়্যাহ, মিসর, সপ্তম সংস্করণ, ১৩২৩ হিজরি, মোট খণ্ড: ১০।

আতা (রহ.) বলেন:

"যারা ইহসানের সাথে সাহাবিদের অনুসরণ করেছে"—এর দ্বারা উদ্দেশ্য তারা, যারা সাহাবায়ে কেরামকে রহমত ও দোয়ার সঙ্গে স্মরণ করে।

আবু সাখর হুমাইদ ইবন যিয়াদ বলেন:

আমি মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল-কুরাযীর কাছে এসে বললাম:

— রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের সম্পর্কে আপনার কী মত?

তিনি বললেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সাহাবিই জান্নাতে থাকবেন; তাদের মধ্যে নেককারও এবং যাদের থেকে ভুল-ত্রুটি হয়েছে তারাও।

আমি বললাম: — আপনি এটি কোথা থেকে বলছেন?

তিনি বললেন: — আল্লাহ তাআলার এই আয়াত পাঠ করো:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

এরপর তিনি বললেন:

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ شَرَطَ فِي التَّابِعِينَ شَرِيطَةً، وَهُوَ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ فِي أَفْعَالِهِمُ الْحَسَنَةِ دُونَ السَّيِّئَةِ.

"আর যারা ইহসানের সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছে"—এ অংশে তাবিঈদের জন্য একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে; অর্থাৎ তারা সাহাবিদের ভালো কাজগুলো অনুসরণ করবে, তাদের ভুলত্রুটিগুলো নয়।

আবু সাখর বলেন:

আমার মনে হলো যেন আমি এ আয়াত আগে কখনো পড়িইনি! মুহাম্মদ ইবন কা'ব আমাকে এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা না দেওয়া পর্যন্ত আমি এর প্রকৃত অর্থ বুঝতেই পারিনি।

এরপর মুফাসসির বলেন:

আমার মতে, সকল সাহাবি যে জান্নাতি—এ বিষয়ে আরও শক্তিশালী দলিল হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ﴾

কারণ এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সাহাবিদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকেই আল্লাহ তাআলা "আল-হুসনা", অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

"তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিও না। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণও ব্যয় করে, তবুও সে তাদের একজনের এক মুদ্দ (পরিমাণ) কিংবা তার অর্ধেকের মর্যাদাও লাভ করতে পারবে না।" সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

ইবনু কাছীর তাঁর তাফসীরে বলেন,

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، فَيَا وَيْلُ مَنْ أَبْغَضَهُمْ أَوْ سَبَّهُمْ أَوْ أَبْغَضَ أَوْ سَبَّ بَعْضَهُمْ، وَلَا سِيَّمَا سَيِّدُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الرَّسُولِ وَخَيْرُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ أَعْنِي الصِّدِّيقَ الْأَكْبَرَ وَالْخَلِيفَةَ الْأَعْظَمَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي قُحَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّ الطَّائِفَةَ الْمَخْذُولَةَ مِنَ الرَّافِضَةِ يُعَادُونَ أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ وَيُبْغِضُونَهُمْ وَيَسُبُّونَهُمْ. عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُقُولَهُمْ مَعْكُوسَةٌ وَقُلُوبَهُمْ مَنْكُوسَةٌ، فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ إِذْ يَسُبُّونَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؟ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ يَتَرَضَّوْنَ عَمَّنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَسُبُّونَ مَنْ سَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيُوَالُونَ مَنْ يُوَالِي اللَّهَ وَيُعَادُونَ مَنْ يُعَادِي اللَّهَ

আর যারা ইহসানের সঙ্গে তাঁদের অনুসরণ করেছে''— সুতরাং ধ্বংস ও দুর্ভোগ তার জন্য, যে সাহাবিদের ঘৃণা করে, তাদের গালি দেয়, অথবা তাদের কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে কিংবা তাকে গালি দেয়। বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর সাহাবিদের নেতা, তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ সিদ্দীকে আকবর, মহান খলিফা আবু বকর ইবন আবী কুহাফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যাপারে।

কারণ রাফিযীদের পথভ্রষ্ট দল সাহাবিদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং তাদের গালি দেয়। আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।

এটি প্রমাণ করে যে তাদের বুদ্ধি বিকৃত এবং তাদের অন্তর উল্টে গেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের গালি দেয়, তারা কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবিতে কোথায় দাঁড়ায়? পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাদের প্রতি সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা প্রকাশ করে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যাদের নিন্দা করেছেন, তাদের নিন্দা করে; যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে এবং যারা আল্লাহর শত্রু, তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে।

আল্লামা আলূসী তাঁর রূহুল মাআনী তাফসীরে বলেন:

হুমাইদ ইবন যিয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদিন মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল-কুরাযীকে বললাম:

– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে যে সকল ফিতনা ও মতভেদ সংঘটিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন?

তিনি বললেন:

– আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাঁর কিতাবে তাঁদের জন্য জান্নাত অবধারিত করেছেন; তাঁদের মধ্যে যারা নেককার ছিলেন এবং যাদের থেকে ভুল-ত্রুটি হয়েছে, সকলকেই।

আমি বললাম:

– কুরআনের কোন স্থানে তিনি তাঁদের জন্য জান্নাত অবধারিত করেছেন?

তিনি বললেন:

– সুবহানাল্লাহ! তুমি কি আল্লাহর এই বাণী পাঠ কর না? ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ﴾

এরপর তিনি বললেন:

– এ আয়াত থেকেই জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সাহাবির জন্য জান্নাত ও তাঁর সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তাবিঈদের জন্য একটি শর্ত আরোপ করেছেন।

আমি বললাম: – সেই শর্ত কী?

তিনি বললেন:

– শর্ত হলো, তারা যেন সাহাবিদের 'ইহসানের সঙ্গে' অনুসরণ করে। অর্থাৎ তাদের নেক আমল ও উত্তম কর্মে তাদের অনুসরণ করবে, কিন্তু অন্য বিষয়ে তাদের অনুসরণ করবে না। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে,

– তারা যেন সাহাবিদের সম্পর্কে উত্তম ভাষায় কথা বলে, তাদের সম্পর্কে কোনো মন্দ কথা না বলে এবং সাহাবিগণ যে সকল বিষয়ে ইজতিহাদ করেছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে কোনো দোষারোপ বা কটাক্ষ না করে।

ইয়াযীদের নির্দেশে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী বলেন:

فَكَتَبَ يَزِيدُ إِلَى وَالِيهِ بِالْعِرَاقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ بِقِتَالِهِ، فَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ عَلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.

ইয়াজিদ ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইরাকে তার গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছে নির্দেশ পাঠায়। ফলে ইবন যিয়াদ উমর ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তাঁদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে।[71]

এরপর তিনি বলেন:

وَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَبَنُو أَبِيهِ، بَعَثَ ابْنُ زِيَادٍ بِرُءُوسِهِمْ إِلَى يَزِيدَ، فَسُرَّ بِقَتْلِهِمْ أَوَّلًا، ثُمَّ نَدِمَ لَمَّا مَقَتَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَبْغَضَهُ النَّاسُ، وَحَقَّ لَهُمْ أَنْ يُبْغِضُوهُ.

যখন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা শাহাদাতবরণ করলেন, তখন ইবন যিয়াদ তাঁদের মুবারক মস্তকসমূহ ইয়াজিদের কাছে পাঠায়।

প্রথমে ইয়াজিদ তাঁদের হত্যায় আনন্দিত হয়েছিল; কিন্তু পরে সে অনুতপ্ত হয়, যখন মুসলমানরা এ ঘটনার কারণে তার প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করে। মানুষ তাকে ঘৃণা করতে লাগল, আর তাদের তার প্রতি ঘৃণা করা যথার্থই ছিল। [72]

---

[71] জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১১ হিজরি), *তারীখুল খুলাফা* (খলিফাগণের ইতিহাস), পৃষ্ঠা ৩৪১, প্রকাশক: দারুল মিনহাজ, জেদ্দা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৪ হিজরি / ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ৮১০।

[72] *তারীখুল খুলাফা* (খলিফাগণের ইতিহাস), পৃষ্ঠা ৩৪৩।

ইমাম যাহাবী *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* গ্রন্থে ইয়াজিদ সম্পর্কে বলেন:

وَكَانَ نَاصِبِيًّا فَظًّا غَلِيظًا جِلْفًا يَتَنَاوَلُ الْمُسْكِرَ وَيَفْعَلُ الْمُنْكَرَ افْتَتَحَ دَوْلَتَهُ بِمَقْتَلِ الشَّهِيدِ الْحُسَيْنِ وَاخْتَتَمَهَا بِوَاقِعَةِ الْحَرَّةَ فَمَقَتَهُ النَّاسُ وَلَمْ يُبَارَكْ فِي عُمْرِهِ وَخَرَجَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ بَعْدَ الْحُسَيْنِ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَامُوا لِلَّهِ

সে নাসিবী (আহলুল বাইতের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী) ছিল, কঠোর স্বভাবের, রূঢ় ও কর্কশ প্রকৃতির ছিল।

সে মাদকদ্রব্য পান করত এবং নানা অন্যায় ও গর্হিত কাজ করত।

তার শাসনের সূচনা হয়েছিল শহীদ ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে এবং তার শাসনের সমাপ্তি ঘটে হাররার ভয়াবহ ঘটনার মাধ্যমে।

ফলে মানুষ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং তার জীবনে কোনো বরকত রাখা হয়নি।

ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পর একাধিক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। যেমন মদিনাবাসীরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। [73]

ইবনু তাইমিয়্যা ইয়াজিদ সম্পর্কে বলেন:

افْتَرَقَ النَّاسُ فِي " يَزِيدَ " بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ثَلَاثُ فِرَقٍ: طَرَفَانِ وَوَسَطٌ.

فَأَحَدُ الطَّرَفَيْنِ قَالُوا: إنَّهُ كَانَ كَافِرًا مُنَافِقًا وَأَنَّهُ سَعَى فِي قَتْلِ سَبْطِ رَسُولِ اللَّهِ تَشَفِّيًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَانْتِقَامًا مِنْهُ وَأَخْذًا بِثَأْرِ جَدِّهِ عتبة وَأَخِي جَدِّهِ شَيْبَةَ وَخَالِهِ الْوَلِيدِ بْنِ عتبة وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ قَتَلَهُمْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ يَوْمَ بَدْرٍ وَغَيْرِهَا؛ وَقَالُوا: تِلْكَ أَحْقَادٌ بَدْرِيَّةٌ وَآثَارُ جَاهِلِيَّةٍ وَأَنْشَدُوا عَنْهُ:

لَمَّا بَدَتْ تِلْكَ الْحُمُولُ وَأَشْرَفَتْ ... تِلْكَ الرُّءُوسُ عَلَى رَبِّي جيرون

نَعَقَ الْغُرَابُ فَقُلْت نُحْ أَوْ لَا تَنُحْ ... فَلَقَدْ قَضَيْت مِنْ النَّبِيِّ دُيُونِي

وَقَالُوا: إنَّهُ تَمَثَّلَ بِشِعْرِ ابْنِ الزبعرى الَّذِي أَنْشَدَهُ يَوْمَ أُحُدٍ:

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا ... جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الْأَسَلِ

قَدْ قَتَلْنَا الْكَثِيرَ مِنْ أَشْيَاخِهِمْ ... وَعَدَلْنَاهُ بِبَدْرٍ فَاعْتَدَلَ

وَأَشْيَاءَ مِنْ هَذَا النَّمَطِ. وَهَذَا الْقَوْلُ سَهْلٌ عَلَى الرَّافِضَةِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ؛ فَتَكْفِيرُ يَزِيدَ أَسْهَلُ بِكَثِيرٍ.

[73] সিয়ার ৪/৩৭-৩৮।

وَالطَّرَفُ الثَّانِي: يَظُنُّونَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَإِمَامٌ عَدْلٌ وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ " الصَّحَابَةِ " الَّذِينَ وُلِدُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَمَلَهُ عَلَى يَدَيْهِ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا فَضَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. وَرُبَّمَا جَعَلَهُ بَعْضُهُمْ نَبِيًّا

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ كَانَ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَسَيِّئَاتٌ وَلَمْ يُولَدْ إلَّا فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَلَمْ يَكُنْ كَافِرًا؛ وَلَكِنْ جَرَى بِسَبَبِهِ مَا جَرَى مِنْ مَصْرَعِ " الْحُسَيْنِ " وَفِعْلِ مَا فُعِلَ بِأَهْلِ الْحَرَّةِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبًا وَلَا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

ثُمَّ افْتَرَقُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ لَعَنَتْهُ وَفِرْقَةٌ أَحَبَّتْهُ وَفِرْقَةٌ لَا تَسُبُّهُ وَلَا تُحِبُّهُ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد وَعَلَيْهِ الْمُقْتَصِدُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَد: قُلْت لِأَبِي إنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ إنَّهُمْ يُحِبُّونَ يَزِيدَ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَقُلْت: يَا أَبَتِ فَلِمَاذَا لَا تَلْعَنُهُ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ وَمَتَى رَأَيْت أَبَاك يَلْعَنُ أَحَدًا. وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَد عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَ: هُوَ الَّذِي فَعَلَ بِالْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ قُلْت: وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ: قَتَلَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفَعَلَ. قُلْت: وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ: نَهَبَهَا قُلْت: فَيُذْكَرُ عَنْهُ الْحَدِيثُ؟ قَالَ: لَا يُذْكَرُ عَنْهُ حَدِيثٌ. وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ.

ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়াহ ইবন আবী সুফিয়ানকে নিয়ে মানুষের মধ্যে তিনটি মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে—দুইটি চরমপন্থী এবং একটি মধ্যপন্থী।

প্রথম চরমপন্থী দল বলে, ইয়াজিদ কাফির ও মুনাফিক ছিল। তারা দাবি করে যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া যায় এবং তার দাদা উতবা, দাদার ভাই শাইবা, মামা ওয়ালিদ ইবন উতবা এবং বদর যুদ্ধে আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবির হাতে নিহত তার আত্মীয়দের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়।

তারা বলে, এগুলো ছিল বদর যুদ্ধের পুরনো বিদ্বেষ ও জাহিলিয়াতের প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ। এ দাবির সমর্থনে তারা ইয়াজিদের নামে প্রচলিত কিছু কবিতা উল্লেখ করে। তারা আরও বলে যে, ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর ইয়াজিদ ইবনুয-যিবা'রার সেই কবিতাও আবৃত্তি করেছিল, যা তিনি উহুদের যুদ্ধে পাঠ করেছিলেন। এ ধরনের আরও অনেক বর্ণনা তারা পেশ করে।

ইবনু তাইমিয়া বলেন:

এ মতবাদ রাফেযীদের জন্য খুবই সহজ; কারণ তারা তো আবু বকর, উমর ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-কেও কাফির বলে। সুতরাং ইয়াজিদকে কাফির বলা তাদের কাছে আরও সহজ।

দ্বিতীয় চরমপন্থী দল মনে করে, ইয়াজিদ একজন নেককার ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিল। তারা এমনও ধারণা করে যে, সে সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত; কারণ তার জন্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোলে নিয়েছিলেন এবং তার জন্য বরকতের দোয়া

করেছিলেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ তাকে আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করে। আবার কেউ কেউ তাকে নবী পর্যন্ত বলে বসেছে।

তৃতীয় মত, যা মধ্যপন্থী, তা হলো:
ইয়াজিদ মুসলমান শাসকদের একজন রাজা ছিল। তার ভালো কাজও ছিল, খারাপ কাজও ছিল। তার জন্ম উসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের সময়ে হয়েছে। সে কাফির ছিল না। তবে তার শাসনামলে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয় এবং হাররার ঘটনার সময় মদিনাবাসীর ওপর যা ঘটেছিল, তাও তার যুগেই ঘটে। সে সাহাবি ছিল না এবং আল্লাহর নেক ওলীদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ইবনু তাইমিয়া বলেন:
এটাই সাধারণ জ্ঞানী, আলেম এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অধিকাংশের মত।

এরপর এই মধ্যপন্থী দল আবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে:
একদল তাকে লানত করে।
একদল তাকে ভালোবাসে।
একদল তাকে গালি দেয় না, আবার ভালোবাসেও না।

ইবনু তাইমিয়ার মতে, এ তৃতীয় অবস্থানই ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যপন্থী আলেমগণ ও অধিকাংশ মুসলমান এ মতই গ্রহণ করেছেন।

قَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " قُلْت لِأَبِي: إنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: إنَّهُمْ يُحِبُّونَ يَزِيدَ. قَالَ: يَا بُنَيَّ وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَقُلْت: يَا أَبَتِ فَلِمَاذَا لَا تلعنه؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ وَمَتَى رَأَيْت أَبَاك يَلْعَنُ أَحَدًا؟ . وَرُوِيَ عَنْهُ قِيلَ لَهُ: أَتَكْتُبُ الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَا كَرَامَةَ أَوَلَيْسَ هُوَ الَّذِي فَعَلَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ؟

সালিহ ইবন আহমদ বলেন:
আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমদকে) বললাম: – কিছু লোক বলে যে তারা ইয়াজিদকে ভালোবাসে।
তিনি বললেন:
"হে আমার ছেলে! আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে—এমন কেউ কি ইয়াজিদকে ভালোবাসতে পারে?"
আমি বললাম: – তাহলে আপনি তাকে লানত করেন না কেন?
তিনি বললেন: "হে আমার ছেলে! তুমি কি কখনও দেখেছ তোমার পিতা কাউকে লানত করতে?"
মুহান্না বলেন:

আমি ইমাম আহমদকে ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।
তিনি বললেন: সে-ই তো মদিনাবাসীর সঙ্গে যা করার করেছে।''

আমি বললাম: – সে কী করেছে?

তিনি বললেন:

قَتَلَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَ .قُلْت :وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ :نَهَبَهَا قُلْت: فَيُذْكَرُ عَنْهُ الْحَدِيثُ؟ قَالَ :لَا يُذْكَرُ عَنْهُ حَدِيثٌ.

''রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের হত্যা করেছে এবং আরও অনেক কিছু করেছে।''

আমি বললাম: – আর কী করেছে?

তিনি বললেন: সে মদিনাকে লুণ্ঠনের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।''

আমি বললাম: – তার থেকে কি হাদিস বর্ণনা করা হবে?

তিনি বললেন: ''না, তার থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করা হবে না।''

ইবনু তাইমিয়া বলেন: কাজী আবু ইয়ালা এবং অন্যান্য আলেমও এভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। [74]

أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ

আমার সুন্নাত সর্বপ্রথম পরিবর্তন করবে বনু উমাইয়ার এক ব্যক্তি

আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَزَالُ هَذَا أَمْرُ أُمَّتِي قَائِمًا بِالْقِسْطِ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلُ مَنْ يَثْلُمُهُ رَجُلٌ مَنْ بَنِيَ أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ.

''আমার উম্মতের এই ব্যবস্থা ন্যায় ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ না সর্বপ্রথম এতে ফাটল সৃষ্টি করবে বনু উমাইয়ার এক ব্যক্তি, যার নাম হবে 'ইয়াজিদ'।''

হাফিজ নূরুদ্দীন আল-হাইসামী বলেন:

''এ হাদীসটি আবু ইয়া'লা ও বাযযার বর্ণনা করেছেন। আবু ইয়া'লার সনদের বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে মাকহূল আবু উবাইদাহকে পাননি। [75]

আল্লাহ তাঁর কিতাবে যাকে লানত করেছেন, তাকে লানত করা হবে না কেন?

আল্লামা আলূসী তাঁর তাফসীরে বলেন:

نَقَلَ الْبَرْزَنْجِيُّ فِي الْإِشَاعَةِ، وَالْهَيْثَمِيُّ فِي الصَّوَاعِقِ، أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ لَمَّا سَأَلَهُ وَلَدُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَعْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَيْفَ لَا يُلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ لَعْنَ يَزِيدَ.

---

[74] মাজমুউল ফাতাওয়া ৪/৪৮১।

[75] মাজমাউজ্জাওয়াইদ ৯২৩৬।

فَقَالَ الْإِمَامُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾

وَأَيُّ فَسَادٍ وَقَطِيعَةٍ أَشَدُّ مِمَّا فَعَلَهُ يَزِيدُ؟ انتهى

বারযানজী তাঁর আল-ইশাআহ গ্রন্থে এবং হাইসামী তাঁর আস-সাওয়াইকুল মুহরিকাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে,

ইমাম আহমদ (রহ.)-কে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইয়াজিদের ওপর লানত করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

"আল্লাহ তাঁর কিতাবে যাকে লানত করেছেন, তাকে লানত করা হবে না কেন?"

তখন আবদুল্লাহ বললেন:

"আমি তো আল্লাহর কিতাব পড়েছি, কিন্তু সেখানে ইয়াজিদের নাম উল্লেখ করে লানত করতে দেখিনি।"

তখন ইমাম আহমদ বললেন:

"আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾

'তোমরা যদি ক্ষমতা লাভ কর, তবে কি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন।'"

এরপর ইমাম আহমদ বলেন:

"ইয়াজিদ যা করেছে, তার চেয়ে বড় ফাসাদ (অরাজকতা) ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা আর কী হতে পারে?" — উদ্ধৃতি সমাপ্ত।[76]

76

- ইমাম আল্লামা জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি), *আর-রাদ্দু 'আলাল মুতা'আসসিবিল 'আনীদিল মানি' মিন জম্মি ইয়াযীদ লা'নাতুল্লাহি 'আলাইহি* (ইয়াজিদের নিন্দা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে গোঁড়া ও একগুঁয়ে ব্যক্তির খণ্ডন), পৃষ্ঠা ৪০–৪১, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ।
- আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-হাইতামী আস-সা'দী আল-আনসারী, শিহাবুদ্দীন, শাইখুল ইসলাম, আবুল আব্বাস (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরি), *আস-সাওয়াইকুল মুহরিকাহ 'আলা আহলির রাফদ ওয়াদ-দালাল ওয়াজ-জানদাকাহ*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৫, প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।
- মুহাম্মদ ইবন রাসূল আল-বারযানজী আল-হুসাইনী (১০৪০–১১০৩ হিজরি), *আল-ইশাআহ লি আশরাতিস সা'আহ* (কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে প্রচার), পৃষ্ঠা ১৩৫, প্রকাশক: দারুল মিনহাজ লিন্নাশর ওয়াত্-তাওযী', জেদ্দা, সৌদি আরব, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৬ হিজরি / ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ৩৮৪।

বিশটি চাবুক মারার নির্দেশ

ইমাম যাহাবী *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

মুহাম্মদ ইবন আবিস-সারী আল-আসকালানী বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া ইবন আবদিল মালিক ইবন আবী গনিয়্যাহ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, নাওফাল ইবন আবিল ফুরাত থেকে। তিনি বলেন:

كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَالَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ يَزِيْدُ. فَأَمَرَ بِهِ، فَضُرِبَ عِشْرِيْنَ سَوْطاً

আমি উমর ইবন আবদুল আজীযের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল: ''আমীরুল মুমিনীন ইয়াজিদ বলেছেন...''

এ কথা শুনে উমর ইবন আবদুল আজীয তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, ফলে তাকে বিশ বেত্রাঘাত করা হলো।

অর্থাৎ, উমর ইবন আবদুল আজীযের নিকট ইয়াজিদকে ''আমীরুল মুমিনীন'' বলে সম্বোধন করা এতটাই অগ্রহণযোগ্য ছিল যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেন এবং তাকে বিশটি চাবুক মারার নির্দেশ দেন।

৯ মুহাররাম বাদ আছর —

ইবনু কাছির বর্ণনা করেন,

بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِئِذٍ، هَذَا وَحُسَيْنٌ جَالِسٌ أَمَامَ خَيْمَتِهِ مُحْتَبِيًا بِسَيْفِهِ، وَنَعَسَ فَخَفَقَ بِرَأْسِهِ، وَسَمِعَتْ أُخْتُهُ زَيْنَبُ الضَّجَّةَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَأَيْقَظَتْهُ، فَرَجَعَ بِرَأْسِهِ كَمَا هُوَ، وَقَالَ :إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لِي : إِنَّكَ تَرُوحُ إِلَيْنَا

সেদিন আসরের নামাজের পর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর তাঁবুর সামনে বসেছিলেন। তিনি নিজের তরবারির ওপর ভর দিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর একটু তন্দ্রা এলো এবং তাঁর মাথা ঝুঁকে পড়ল। তাঁর বোন সাইয়্যিদাহ যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) যুদ্ধের কোলাহল শুনে তাঁর নিকট এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে জাগিয়ে তুললেন।

তখন তিনি পুনরায় মাথা তুলে বললেন: "আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি। তিনি আমাকে বলেছেন: إِنَّكَ تَرُوحُ إِلَيْنَا 'তুমি অচিরেই আমাদের কাছে চলে আসবে। [77]

হযরত আলী ইবনুল হুসাইন যায়নুল আবিদীন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

যে রাতের পরদিন সকালে আমার পিতা (ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতবরণ করেছিলেন, সেই সন্ধ্যায় আমি বসেছিলাম। আমার ফুফু সাইয়্যিদাহ যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) আমার সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন।

এ সময় আমার পিতা তাঁর একটি তাঁবুতে নির্জনে অবস্থান করছিলেন। তাঁর কয়েকজন সাথীও সেখানে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবু যার আল-গিফারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুক্তদাস হুয়াইও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইমাম হুসাইনের তরবারি ঠিকঠাক করছিলেন।

আর আমার পিতা এ কবিতার পংক্তিগুলো আবৃত্তি করছিলেন—

হে দুনিয়া! তোমার মতো বন্ধুর প্রতি ধিক্কার!
প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তুমি কত সঙ্গী ও প্রিয়জনকে হত্যা করো!
সময়ের চাকা কোনো বিকল্পে সন্তুষ্ট হয় না।
সকল বিষয় মহান আল্লাহরই হাতে।
প্রত্যেক জীবন্ত সত্তাকেই মৃত্যুর পথ অতিক্রম করতে হবে।

তিনি এ পংক্তিগুলো দুই বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন।

আমি তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম। আমার চোখে অশ্রু এসে গেল। আমি কান্না সংবরণ করলাম এবং নীরব হয়ে রইলাম। আমি বুঝে গেলাম যে, বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

কিন্তু আমার ফুফু যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) উঠে তাঁর কাছে গেলেন এবং বললেন:

"হায় আমার সর্বনাশ! আজ যদি মৃত্যুই আমার জীবন শেষ করে দিত! আমার মা ফাতিমা চলে গেছেন, আমার পিতা আলী চলে গেছেন, আমার ভাই হাসান চলে গেছেন। হে অতীতদের উত্তরসূরি! হে অবশিষ্টদের আশ্রয়!"

তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন:"হে আমার বোন! শয়তান যেন তোমার ধৈর্য ও প্রজ্ঞা কেড়ে না নেয়।"

---

[77] ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/৫২৯।

তিনি বললেন:

"আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, হে আবা আবদিল্লাহ! আপনাকে তো মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে!"

এরপর তিনি নিজের মুখে আঘাত করলেন, জামার বুকের অংশ ছিঁড়ে ফেললেন এবং অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাছে এসে তাঁর মুখে পানি ছিটিয়ে দিলেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন তিনি বললেন:

"হে আমার বোন! আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহর দেওয়া সান্ত্বনা দ্বারা নিজেকে সান্ত্বনা দাও। জেনে রাখো, পৃথিবীর সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করবে। আসমানের অধিবাসীরাও চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। তিনি তাঁর ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পরাক্রমে তাদের মৃত্যু দান করেন এবং পুনরায় তাদের জীবিত করবেন। তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

আর জেনে রাখো, আমার পিতা আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, আমার মাতা আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন এবং আমার ভাইও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আমার জন্য, তাদের জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।"

এরপর তিনি তাঁর বোনের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিলেন যে, তাঁর শাহাদাতের পর তিনি এ ধরনের আচরণ (মুখে আঘাত করা, কাপড় ছেঁড়া ইত্যাদি) করবেন না।

পরে তিনি তাঁর হাত ধরে তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনলেন। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের কাছে বেরিয়ে গেলেন এবং নির্দেশ দিলেন:

"তোমরা তোমাদের তাঁবুগুলোকে একে অপরের খুব কাছে স্থাপন করো, যেন রশিগুলো একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

শত্রুদের জন্য কেবল একটি দিক ছাড়া আর কোনো পথ খোলা রাখবে না। আর তাঁবুগুলো তোমাদের ডানদিকে, বামদিকে এবং পেছনে থাকবে।

জীবনের শেষ রাত – কিছু সময় চেয়ে নিলেন

ارْجِعْ فَارْدُدْهُمْ هَذِهِ الْعَشِيَّةَ، لَعَلَّنَا نُصَلِّي لِرَبِّنَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ مِنِّي أَنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ، وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ، وَالِاسْتِغْفَارَ وَالدُّعَاءَ.

(ভাই আব্বাসকে ইমাম হুসাইন বললেন) ফিরে যাও এবং আজ সন্ধ্যার জন্য তাদেরকে আমাদের থেকে বিরত থাকতে বলো।

হয়তো আমরা এ রাতটি আমাদের প্রতিপালকের ইবাদতে কাটাতে পারব—নামাজ আদায় করব, তাঁর কাছে দোয়া করব এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, আমি তাঁর জন্য নামাজ আদায় করতে, তাঁর কিতাব তিলাওয়াত করতে, তাঁর নিকট ইস্তিগফার করতে এবং তাঁর কাছে দোয়া করতে অত্যন্ত ভালোবাসি।

সেই রাতেই ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পরিবার-পরিজনকে উপদেশ দেন এবং রাতের শুরুতে তাঁর সাথীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান করেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায়। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের উদ্দেশে বলেন:

"তোমাদের মধ্যে যে আজ রাতে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চায়, আমি তাকে অনুমতি দিলাম। কারণ এ লোকগুলো কেবল আমাকেই চায়।"

তখন মালিক ইবন নাদর বললেন: "আমার ঋণ আছে এবং আমার পরিবারও রয়েছে।"

তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

"এই রাতের অন্ধকার তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করেছে; একে তোমরা বাহনস্বরূপ ব্যবহার করো। তোমাদের প্রত্যেকে আমার পরিবারের একজন সদস্যের হাত ধরে নিয়ে যাও, তারপর এই রাতের অন্ধকারে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে নিজ নিজ দেশ ও শহরে ফিরে যাও। কারণ এরা কেবল আমাকেই চায়। যখন তারা আমাকে পেয়ে যাবে, তখন অন্য কাউকে খোঁজার প্রয়োজন বোধ করবে না। তোমরা চলে যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ কোনো পথ বের করে দেন।"

তখন তাঁর ভাইয়েরা, পুত্ররা এবং ভাতিজারা বললেন:

"আপনার পরে আমাদের বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ যেন আমাদেরকে আপনার ব্যাপারে কোনো অপছন্দনীয় দৃশ্য না দেখান।"

তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

"হে বনু আকীল! তোমাদের ভাই মুসলিমের শাহাদাতই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তোমরা চলে যাও, আমি তোমাদের অনুমতি দিলাম।"

তারা বলল:

"তাহলে মানুষ কী বলবে? তারা বলবে, আমরা আমাদের শায়খ, আমাদের নেতা এবং আমাদের চাচাতো ভাইদের—যারা সর্বোত্তম চাচাদের সন্তান—তাদেরকে ছেড়ে চলে এসেছি! আমরা তাদের সঙ্গে একটি তীরও নিক্ষেপ করিনি, একটি বর্শাও চালাইনি, একটি তরবারির আঘাতও করিনি, কেবল দুনিয়ার জীবনের লোভে!

আল্লাহর কসম! আমরা কখনো তা করব না। বরং আমরা আমাদের জীবন, সম্পদ এবং পরিবার আপনার জন্য উৎসর্গ করব। আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না আপনার গন্তব্যে পৌঁছে যাই। আপনার পরে জীবনকে আল্লাহ কুৎসিত করুন!"

এমনই কথা বললেন মুসলিম ইবন আওসাজাহ আল-আসাদী। একইভাবে সাঈদ ইবন আবদুল্লাহ আল-হানাফী বললেন:

"আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে কখনো ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না আল্লাহ জানেন যে, আমরা আপনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হক ও মর্যাদা রক্ষা করেছি।

আল্লাহর কসম! যদি আমি জানতাম যে, আপনার জন্য আমাকে এক হাজার বার হত্যা করা হবে এবং এর দ্বারা আল্লাহ আপনাকে ও আপনার পরিবারের এই যুবকদের রক্ষা করবেন, তবুও আমি তা কামনা করতাম। তাহলে এখন কেন নয়, যখন এটি মাত্র একবারের শাহাদাত!"

এরপর তাঁর অন্যান্য সাথীরাও প্রায় একই অর্থবোধক কথা বলতে লাগলেন। তারা বললেন: "আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না। আমাদের জীবন আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমরা আমাদের গলা, কপাল, হাত ও দেহ দিয়ে আপনাকে রক্ষা করব। যখন আমরা নিহত হব, তখন আমাদের কর্তব্য পালন করা হবে এবং আমাদের দায়িত্ব সম্পন্ন হবে।"

তাঁর ভাই হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

"আল্লাহ যেন আমাদেরকে আপনার বিচ্ছেদের দিন না দেখান। আপনার পরে আমাদের জীবনের কোনো প্রয়োজন নেই।"

এরপর একের পর এক তাঁর সাথীরা একই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে থাকলেন।

وَبَاتَ الْحُسَيْنُ وَأَصْحَابُهُ طُولَ لَيْلِهِمْ يُصَلُّونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَيَدْعُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ، وَخُيُولُ حَرَسِ عَدُوِّهِمْ تَدُورُ مِنْ وَرَائِهِمْ، عَلَيْهَا عَزْرَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَحْمَسِيُّ وَالْحُسَيْنُ يَقْرَأُ: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সাথীরা সারা রাত নামাজ, ইস্তিগফার, দোয়া ও কান্নাকাটি করে আল্লাহর দরবারে মিনতি-মুনাজাতে কাটালেন। অন্যদিকে তাঁদের শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী প্রহরীরা তাঁদের চারদিকে টহল দিচ্ছিল। ঐ প্রহরী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আযরাহ ইবন কায়স আল-আহমাসী। এ সময় ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলেন—

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾

"কাফিররা যেন কখনো মনে না করে যে, আমি তাদের যে অবকাশ দিচ্ছি, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি শুধু এজন্য যে, তারা যেন আরও বেশি পাপে লিপ্ত হয়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ মুমিনদেরকে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না, যতক্ষণ না তিনি অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করে দেন।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৮-১৭৯)

কারবালার প্রভাতে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দোয়া

اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ وَرَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ، فَكَمْ مِنْ هَمٍّ يَضْعُفُ فِيهِ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ، وَيَخْذُلُ فِيهِ الصَّدِيقُ، وَيَشْمَتُ فِيهِ الْعَدُوُّ، فَأَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ إِلَيْكَ، رَغْبَةً فِيكَ إِلَيْكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَنِيهِ، فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ، وَمُنْتَهَى كُلِّ غَايَةٍ.

হে আল্লাহ! প্রত্যেক বিপদে আপনিই আমার ভরসা, প্রত্যেক কঠিন পরিস্থিতিতে আপনিই আমার আশা। আমার ওপর অবতীর্ণ প্রতিটি বিষয়ে আপনিই আমার নির্ভরতা ও সম্বল।

কত দুঃখ-দুর্দশা এমন এসেছে, যাতে হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ে, কৌশল ও উপায় সীমিত হয়ে যায়, বন্ধু সঙ্গ ত্যাগ করে এবং শত্রুরা উপহাস ও আনন্দ প্রকাশ করে।

তখন আমি সে সব দুঃখ-কষ্ট আপনার কাছেই পেশ করেছি এবং আপনারই কাছে অভিযোগ করেছি, আপনার প্রতি আগ্রহ ও আশাবাদ নিয়ে, আপনাকে ছাড়া অন্য সবার থেকে মুখ ফিরিয়ে। অতঃপর আপনিই তা দূর করেছেন, উন্মোচন করেছেন এবং আমাকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অতএব আপনিই প্রত্যেক নিয়ামতের অভিভাবক, প্রত্যেক কল্যাণের দাতা এবং সকল আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য অর্জনের চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল। [78]

শাহাদাতের সকাল

যখন আশুরার দিন সকালে—যা ছিল জুমার দিন, আর কারও মতে শনিবার—উমর ইবন সা'দ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করল, তখন সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

অন্যদিকে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)ও তাঁর সাথীদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। তাঁর বাহিনীতে ছিল বত্রিশজন অশ্বারোহী এবং চল্লিশজন পদাতিক। নামাজের পর তিনি তাদেরকে যুদ্ধের সারিতে বিন্যস্ত করলেন। ডানপাশের নেতৃত্ব দিলেন যুহাইর ইবন কায়ন, বামপাশের নেতৃত্ব দিলেন হাবীব ইবন মুযাহির, আর যুদ্ধের পতাকা তুলে দিলেন তাঁর ভাই হযরত আব্বাস ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে।

পরিবার-পরিজনসহ তাঁবুগুলোকে তাঁরা নিজেদের পেছনে রাখলেন। আগের রাতেই ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নির্দেশে তাঁবুগুলোর পেছনে একটি পরিখা খনন করা হয়েছিল। তাতে কাঠ, খড়কুটো ও শুকনো নলখাগড়া জমা করা হয়েছিল এবং পরে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, যাতে শত্রুরা পেছন দিক দিয়ে তাঁদের শিবিরে প্রবেশ করতে না পারে।

এদিকে উমর ইবন সা'দ তার বাহিনীর ডানপাশে আমর ইবনুল হাজ্জাজ আয-যুবায়দী, বামপাশে শিমর ইবন যিল জাওশন, অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে আযরাহ ইবন কায়স আল-আহমাসী, পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে শাবাস ইবন রিবঈ-কে নিয়োগ করল এবং পতাকা দিল তার দাস যুওয়াইদ-এর হাতে।

---

[78] ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/৫১৬।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জন্য প্রস্তুতকৃত একটি তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি গোসল করলেন, নূরা (চুনজাতীয় লোমনাশক) ব্যবহার করলেন এবং প্রচুর মিশক সুগন্ধি মাখলেন। তাঁর পর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সাথীও একই কাজ করলেন। .....

তখন বুরাইর ইবন খুদাইর বললেন:

"আল্লাহর কসম! আমার কওম ভালো করেই জানে যে, আমি যুবক বয়সে যেমন বাতিলকে ভালোবাসিনি, বৃদ্ধ বয়সেও তেমনি ভালোবাসি না। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা যে পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তাতে আমি আনন্দিত। আল্লাহর কসম! আমাদের এবং জান্নাতের হূরদের মধ্যে আর কোনো ব্যবধান নেই, শুধু এই যে এরা আমাদের ওপর আক্রমণ করবে এবং আমাদের হত্যা করবে।"

এরপর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তিনি একটি কুরআন শরীফ সামনে রাখলেন, তারপর শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে দুই হাত তুলে সেই বিখ্যাত দোয়া পাঠ করলেন:

"হে আল্লাহ! প্রত্যেক বিপদে আপনিই আমার ভরসা, প্রত্যেক সংকটে আপনিই আমার আশা..."

এরপর তিনি তাঁর অসুস্থ ও দুর্বল পুত্র আলী ইবনুল হুসাইন (ইমাম যায়নুল আবিদীন)-কে "লাহিক" নামের একটি ঘোড়ায় আরোহণ করালেন।

তারপর তিনি উচ্চস্বরে আহ্বান করলেন:

"হে লোকসকল! আমার কথা শোনো। আমি তোমাদেরকে কিছু নসীহত করতে চাই।" তখন সকলেই নীরব হয়ে তাঁর বক্তব্য শুনতে লাগল।

আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন:

"হে লোকসকল! যদি তোমরা আমার কথা গ্রহণ করো এবং আমার প্রতি ইনসাফ করো, তবে তোমরাই অধিক সৌভাগ্যবান হবে এবং আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো অজুহাত থাকবে না।

আর যদি আমার কথা গ্রহণ না করো, তবে

﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾

"তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত ও অংশীদারদের একত্র করো, তারপর তোমাদের ব্যাপার যেন অস্পষ্ট না থাকে; অতঃপর আমার বিরুদ্ধে যা করার করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না।" (সূরা ইউনুস: ৭১)

এরপর তিনি বললেন:

﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾

"নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি এ কিতাব নাযিল করেছেন, এবং তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবক।" (সূরা আল-আ'রাফ: ১৯৬)

ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ ভাষণ শুনে তাঁর বোনেরা ও কন্যারা কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং তাঁদের ক্রন্দনের শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তিনি আরো বললেন,

رَاجِعُوا أَنْفُسَكُمْ، هَلْ يَصْلُحُ لَكُمْ قِتَالُ مِثْلِي، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ ﷺ، وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ابْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ غَيْرِي، وَعَلِيٌّ أَبِي، وَجَعْفَرُ ذُو الْجَنَاحَيْنِ عَمِّي، وَحَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عَمُّ أَبِي، وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِأَخِي : هَذَانَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ . فَإِنْ صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ فَهُوَ الْحَقُّ، وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبَةً مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى الْكَذِبِ، وَإِلَّا فَاسْأَلُوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ; جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبَا سَعِيدٍ، وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُخْبِرُوكُمْ بِذَلِكَ، وَيْحَكُمْ! أَمَا تَتَّقُونَ اللَّهَ؟! أَمَا فِي هَذَا حَاجِزٌ لَكُمْ عَنْ سَفْكِ دَمِي؟ !

"তোমরা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞাসা করো! আমার মতো একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি তোমাদের জন্য শোভনীয়?

আমি তো তোমাদের নবী ﷺ-এর কন্যার পুত্র। পৃথিবীর বুকে আমার ছাড়া আর কোনো নবীর কন্যার পুত্র নেই।

আলী আমার পিতা, জাফর আত-তাইয়ার (দুই ডানাওয়ালা জাফর) আমার চাচা এবং হামযা সাইয়্যিদুশ শুহাদা আমার পিতার চাচা।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺআমার ও আমার ভাই সম্পর্কে বলেছেন: 'এই দু'জন (হাসান ও হুসাইন) জান্নাতের যুবকদের নেতা।'

যদি তোমরা আমার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করো, তবে এটাই সত্য। আল্লাহর কসম! যেদিন থেকে জেনেছি যে, আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করেন, সেদিন থেকে আমি কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে একটি মিথ্যাও বলিনি।

আর যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদেরকে জিজ্ঞাসা করো—

জাবির ইবন আবদুল্লাহ, আবু সাঈদ আল-খুদরী, সাহল ইবন সা'দ, যায়দ ইবন আরকাম, এবং আনাস ইবন মালিককে। তারা তোমাদেরকে এ বিষয়ে সত্য সংবাদ দেবে। হায় তোমাদের জন্য! তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? আমার রক্ত প্রবাহিত করা থেকে বিরত রাখার জন্য কি এতটুকুও আল্লাহভীতি তোমাদের মধ্যে নেই?"

এ সময় শিমর ইবন যিল জাওশন বলল:

"সে (হুসাইন) দ্বীনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। সে কী বলছে, আমি কিছুই বুঝি না!"

তখন হাবীব ইবন মুযাহির তাকে বললেন:

"আল্লাহর কসম, হে শিমর! তুমি তো সত্তর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করছ! আর তুমি সত্যিই বুঝতে পারছ না তিনি কী বলছেন; কারণ আল্লাহ তোমার হৃদয়ের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন।"

এরপর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

"হে লোকসকল! আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যেন পৃথিবীর কোনো নিরাপদ স্থানে ফিরে যেতে পারি।"

তারা বলল:

"তোমার চাচাতো ভাইদের (বনু উমাইয়ার শাসনের) হুকুমের অধীনে চলে আসতে তোমাকে কী বাধা দিচ্ছে?"

তখন তিনি বললেন:

"আল্লাহর আশ্রয় চাই! আমি কখনো অপমানিত ব্যক্তির মতো তাদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করব না এবং দাসদের মতো আত্মসমর্পণ স্বীকার করব না।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করছি, প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে, যে হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না।"

এরপর তিনি তাঁর উটনীকে বসালেন এবং উকবা ইবন সাম'আন-কে সেটিকে বেঁধে রাখতে নির্দেশ দিলেন।

তারপর তিনি লোকদের উদ্দেশে বললেন: "আমাকে বলো তো, তোমরা কি এমন কোনো ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ নিতে আমাকে খুঁজছ, যাকে আমি হত্যা করেছি? অথবা তোমাদের কোনো সম্পদ আমি আত্মসাৎ করেছি? অথবা কোনো আঘাতের বদলা (কিসাস) দাবি করছ?"

বর্ণনাকারী বলেন: কিন্তু তারা তাঁর কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিল না; সবাই নীরব হয়ে রইল। সেদিন উভয় পক্ষের মধ্যে বহু একক দ্বন্দ্বযুদ্ধ (মুবারাযাহ) সংঘটিত হয়েছিল। সে সব দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিজয় ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথীদের পক্ষেই ছিল; কারণ তারা ছিল অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ, দৃঢ়চিত্ত এবং আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত। তারা জানত যে, তাদের জন্য তরবারি ছাড়া আর কোনো আশ্রয় বা রক্ষাকারী নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সত্যের পথে অবিচল থাকা এবং শাহাদাত অর্জন করা। এ অবস্থায় উমর ইবন সা'দের পক্ষের কিছু সেনাপতি তাকে পরামর্শ দিল যে, আর একক দ্বন্দ্বযুদ্ধের সুযোগ দেওয়া উচিত নয়; কারণ এতে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাহসী সাথীরা একের পর এক তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করছিল এবং শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছিল। এরপর তারা দ্বন্দ্বযুদ্ধ পরিহার করে সংখ্যাধিক্যের জোরে সম্মিলিত আক্রমণের পথ বেছে নেয়।

জোহরের সালাত ও ইমামদের শাহাদাত

যখন যোহরের সময় উপস্থিত হলো, তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "তাদেরকে বলো, তারা যেন যুদ্ধ বন্ধ রাখে, যাতে আমরা নামাজ আদায় করতে পারি।" তখন কুফাবাসীদের একজন বলল: "তোমাদের নামাজ তো কবুল হবে না!" এ কথা শুনে হাবীব ইবন মুযাহির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "ধ্বংস হোক তোমার! তোমাদের নামাজ কবুল হবে, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের নামাজ কবুল হবে না?" এরপর হাবীব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন, অবশেষে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। পরে তাঁর মুবারক মাথা ইবন যিয়াদের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করলেন। নামাজের পর পুনরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। শত্রুরা ধীরে ধীরে ইমাম হুসাইনের নিকট পৌঁছে গেল। তখন তাঁর বীর সাথীরা তাঁকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ লড়াই করতে লাগলেন। যুহাইর ইবন কায়ন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমাম হুসাইনের সামনে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন। আর নাফি' ইবন হিলাল আল-জামালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে এমন বীরত্ব প্রদর্শন করেন যে, তিনি উমর ইবন সা'দের বাহিনীর বারোজন সৈন্যকে হত্যা করেন, আহতদের সংখ্যা ছিল আরও বেশি। সেদিন বনু আবি তালিবের মধ্যে সর্বপ্রথম শাহাদাতবরণ করেন আলী আল-আকবার ইবন হুসাইন ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁর মাতা ছিলেন লায়লা বিনতে আবি মুররা ইবন উরওয়া ইবন মাসউদ আস-সাকাফী। মুররা ইবন মুনকিয আল-আবদী তাঁকে বর্শাঘাত করে। এরপর বহু সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং নিজেদের তরবারি দ্বারা তাঁকে শহীদ করে। বর্ণিত আছে, তিনি পিতার পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে করতে বলছিলেন:

أَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي ... نَحْنُ وَرَبِّ الْبَيْتِ أَوْلَى بِالنَّبِي

تَاللَّهِ لَا يَحْكُمُ فِينَا ابْنُ الدَّعِي ... كَيْفَ تَرَوْنَ الْيَوْمَ سَتْرِي عَنْ أَبِي

"আমি আলী, হুসাইন ইবন আলীর পুত্র। কাবাঘরের প্রতিপালকের শপথ! নবীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরাই অধিক হকদার। আল্লাহর কসম! অবৈধ বংশোদ্ভূত ব্যক্তির পুত্র আমাদের ওপর শাসন করবে না। আজ তোমরা দেখবে, আমি কীভাবে আমার পিতাকে রক্ষা করি।"

যখন মুররা তাকে আঘাত করল, তখন সৈন্যরা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলল এবং তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে দিল। তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "হে আমার সন্তান! আল্লাহ সেই জাতিকে ধ্বংস করুন, যারা তোমাকে হত্যা করেছে। আল্লাহর অবাধ্যতায় এবং তাঁর পবিত্র সীমারেখা লঙ্ঘনে তারা কতই না দুঃসাহসী! তোমার পরে এ দুনিয়ার কোনো মূল্যই আর রইল না।" এরপর এক যুবতী বেরিয়ে এলেন, যার সৌন্দর্য সূর্যের মতো দীপ্তিময় ছিল। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন: "হায় আমার ভাই! হায় আমার ভাতিজা!" দেখা গেল, তিনি ছিলেন সাইয়্যিদাহ যায়নাব বিনতে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহা)। তিনি আলী আল-আকবারের নিথর দেহের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এসে তাঁর হাত ধরে তাঁকে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন, যাতে আলী আল-আকবারের দেহটি এনে তাঁর নিজের তাঁবুর

সামনে রাখা হয়। এরপর একের পর এক আহলুল বাইতের বহু যুবক শাহাদাতবরণ করেন—আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন আকীল, আউন ও মুহাম্মদ (আবদুল্লাহ ইবন জাফরের দুই পুত্র), আবদুর রহমান ও জাফর (আকীল ইবন আবি তালিবের দুই পুত্র) এবং কাসিম ইবন হাসান ইবন আলী ইবন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করলেন। তাঁর কাছে যে-ই এগিয়ে আসত, সে-ই আবার ফিরে যেত; কারণ কেউই তাঁর হত্যার দায় নিজের কাঁধে নিতে চাইছিল না। অবশেষে বনু বদ্দা গোত্রের এক ব্যক্তি, যার নাম ছিল মালিক ইবন নুসাইর, এগিয়ে এসে তরবারি দিয়ে ইমাম হুসাইনের মাথায় আঘাত করল এবং তাঁকে আহত করল। তখন তাঁর গায়ে একটি আলখাল্লা ছিল, যা রক্তে ভিজে গেল। ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "তুমি যেন এর দ্বারা না খেতে পারো, না পান করতে পারো, এবং আল্লাহ তোমাকে জালিমদের সঙ্গে হাশর করুন।" এরপর তিনি রক্তাক্ত আলখাল্লাটি খুলে ফেললেন এবং একটি পাগড়ি এনে মাথায় বাঁধলেন। এরপর ক্লান্ত হয়ে তিনি নিজের তাঁবুর দরজার কাছে বসে পড়লেন। তখন তাঁর ছোট সন্তানদের একজনকে তাঁর কাছে আনা হলো। তিনি শিশুটিকে কোলে বসালেন, চুম্বন করতে লাগলেন, স্নেহভরে ঘ্রাণ নিলেন, বিদায় জানাতে লাগলেন এবং পরিবারের সদস্যদের নসিহত করছিলেন। এমন সময় বনু আসাদের এক ব্যক্তি, যাকে ইবনু মূকিদিন্নার বলা হতো, একটি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি শিশুটির গলায় বিদ্ধ হয়ে তাকে শহীদ করে দিল। তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার রক্ত দুই হাতে গ্রহণ করলেন এবং আকাশের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন:

رَبِّ إِنْ تَكُ قَدْ حَبَسْتَ عَنَّا النَّصْرَ مِنَ السَّمَاءِ فَاجْعَلْهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ، وَانْتَقِمْ لَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

"হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি আকাশ থেকে আমাদের সাহায্য আপাতত বন্ধ করে থাকো, তবে এর পরিবর্তে আমাদের জন্য আরও উত্তম কিছু নির্ধারণ করো এবং জালিমদের কাছ থেকে আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করো।"

এরপর আবদুল্লাহ ইবন উকবা আল-গানাভী একটি তীর নিক্ষেপ করে আবু বকর ইবন হুসাইন-কেও শহীদ করল। এরপর একে একে শহীদ হলেন আবদুল্লাহ, আব্বাস, উসমান, জাফর ও মুহাম্মদ—এঁরা সবাই ছিলেন আলী ইবন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র এবং ইমাম হুসাইনের বৈমাত্রেয় ভাই। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। এদিকে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিপাসা অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠল। তিনি ফোরাত নদীর পানি পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু শত্রুরা তাঁকে বাধা দিল। অবশেষে তিনি কোনোভাবে সামান্য পানি পান করার সুযোগ পেলেন। কিন্তু যখন তিনি পানির দিকে মুখ বাড়ালেন, তখন হুসাইন ইবন নুমাইর তাঁর চোয়ালে একটি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি গিয়ে তাঁর চোয়ালে বিদ্ধ হলো। তিনি নিজ হাতে তীরটি বের করে আনলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি দুই হাত দিয়ে সেই রক্ত ধারণ করলেন, তারপর রক্তভর্তি হাত দুটি আকাশের দিকে উঠালেন এবং আকাশের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন: "হে আল্লাহ! তুমি তাদের একজন একজন করে গণনা করে রাখো, তাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে ধ্বংস করো এবং পৃথিবীতে তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখো না।" এরপর তিনি তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও প্রভাবশালী দোয়া করলেন।

জান্নাতের যুবরাজের শাহাদাত

এরপর শিমর কয়েকজন সাহসী যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এলো এবং ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর তাঁবুর নিকটে ঘিরে ফেলল। তখন তাঁর সঙ্গে এমন কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না, যিনি শত্রুদের এবং তাঁর মাঝখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন। এমন সময় তাঁবুর দিক থেকে এক কিশোর দৌড়ে বেরিয়ে এলো। সে যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ছিল, আর তার দুই কানে দুটি মুক্তার দুল দুলছিল। সাইয়্যিদাহ যায়নাব বিনতে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বেরিয়ে এলেন; কিন্তু সে তাঁর কথা মানল না এবং নিজের চাচাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেল। তখন শত্রুদের একজন তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করল। সে হাত দিয়ে সেই আঘাত ঠেকাতে চেষ্টা করল, ফলে তার হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, কেবল সামান্য চামড়ার সঙ্গে ঝুলে রইল। তখন সে চিৎকার করে বলল: "হে আমার চাচা!" ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন: "হে আমার প্রিয় সন্তান! আল্লাহর কাছে তোমার প্রতিদান আশা করো; তুমি অচিরেই তোমার নেককার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবে।"

এরপর চারদিক থেকে লোকেরা ইমাম হুসাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তিনি তরবারি হাতে ডানে-বামে আঘাত করতে করতে তাদের মধ্যে বিচরণ করছিলেন। তারা তাঁর সামনে এমনভাবে সরে যাচ্ছিল, যেমন বুনো ছাগল হিংস্র সিংহের সামনে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় তাঁর বোন সাইয়্যিদাহ যায়নাব বিনতে ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন: "হায়! যদি আকাশ ভেঙে জমিনে পড়ে যেত!"

এরপর উমর ইবন সা'দ সেখানে এলো। সাইয়্যিদাহ যায়নাব তাকে বললেন: "হে উমর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে আবু আবদিল্লাহ (হুসাইন) নিহত হবেন আর তুমি তা দেখবে?" তখন উমর ইবন সা'দের দাড়ি বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, আর সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

এরপরও কেউ তাঁর হত্যার জন্য এগিয়ে আসতে সাহস করছিল না। তখন শিমর ইবন যিল জাওশন চিৎকার করে বলল: "ধ্বংস হোক তোমাদের! লোকটিকে নিয়ে তোমরা আর কী অপেক্ষা করছ? তাকে হত্যা করো! তোমাদের মায়েরা তোমাদের জন্য শোক করুক!"

তখন চারদিক থেকে লোকেরা ইমাম হুসাইনের ওপর আক্রমণ চালাল। যুরআহ ইবন শারীক আত-তামীমী তাঁর বাম হাতে আঘাত করল এবং আরেকটি আঘাত করল তাঁর কাঁধে। এরপর তারা কিছুটা সরে গেল, আর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আঘাতে জর্জরিত অবস্থায় টলতে টলতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এরপর সিনান ইবন আনাস আন-নাখাঈ এগিয়ে এসে বর্শা দ্বারা তাঁকে আঘাত করল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর সে নেমে এসে তাঁকে হত্যা করল এবং তাঁর মুবারক শির মোবারক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করল। পরে সেই মাথা খাওলী ইবন ইয়াযিদ-এর হাতে তুলে দিল।

আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে হত্যা করেছিল শিমর ইবন যিল জাওশন। আবার কেউ বলেছেন, মাযহিজ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করেছিল। আবার কেউ বলেছেন, উমর ইবন সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস তাঁকে হত্যা করেছিল। তবে এ শেষোক্ত বক্তব্যটি সঠিক

নয়। কারণ উমর ইবন সা'দ মূলত সেই বাহিনীর সেনাপতি ছিল, যে বাহিনী ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে শহীদ করেছিল।

শাহাদাতের পর

সিনান এবং তার সঙ্গীরা ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যবহৃত সামগ্রী লুট করে নিল। লোকেরা তাঁর ধন-সম্পদ, মালপত্র এবং তাঁবুতে যা কিছু ছিল তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। এমনকি নারীদের পরিধেয় বাইরের কাপড় পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পর তাঁর শরীরে তেত্রিশটি বর্শার আঘাত এবং চৌত্রিশটি তরবারির আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। শিমর ইবন যিল জাওশন তখন অসুস্থ ও অল্পবয়সী আলী ইবনুল হুসাইন আল-আসগার, অর্থাৎ ইমাম যায়নুল আবিদীন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গীদের একজন, হুমাইদ ইবন মুসলিম তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে। পরে উমর ইবন সা'দ এসে বলল: "সাবধান! এ নারীদের কাছে কেউ প্রবেশ করবে না এবং এ অসুস্থ বালকটিকে কেউ হত্যা করবে না। আর যে তাদের কোনো জিনিস নিয়ে গেছে, সে তা ফেরত দেবে।" বর্ণনাকারী বলেন: আল্লাহর কসম! কেউ কোনো কিছু ফেরত দেয়নি। তখন আলী ইবনুল হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উমর ইবন সা'দকে বললেন: "আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তোমার এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ আমার থেকে একটি বড় অনিষ্ট দূর করেছেন।"

ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গীদের মধ্যে বাহাত্তর জন শাহাদাতবরণ করেন। তাঁদের শাহাদাতের একদিন পর বনু আসাদের গাদিরিয়্যা এলাকার লোকেরা তাঁদের দাফন করে এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "ইমাম হুসাইনের সঙ্গে সতেরো জন শহীদ হয়েছিলেন, যাঁরা সবাই সাইয়্যিদাহ ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বংশধর ছিলেন।" আর হাসান আল-বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "ইমাম হুসাইনের সঙ্গে তাঁর আহলুল বাইতের ষোলো জন ব্যক্তি শহীদ হয়েছিলেন, যাঁদের সমতুল্য মানুষ সে সময় পৃথিবীর বুকে আর ছিল না।"

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাঁর সন্তান, ভাই ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তেইশ জন শহীদ হয়েছিলেন। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: জাফর, হুসাইন, আব্বাস, মুহাম্মদ, উসমান ও আবু বকর। ইমাম হুসাইনের সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: আলী আল-আকবার ও আবদুল্লাহ। তাঁর ভাই ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: আবদুল্লাহ, কাসিম ও আবু বকর। আবদুল্লাহ ইবন জাফরের সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: আউন ও মুহাম্মদ। আর আকীল ইবন আবি তালিবের বংশধরদের মধ্যে ছিলেন: জাফর, আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান এবং মুসলিম, যিনি এর পূর্বেই শহীদ হয়েছিলেন, যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা চারজন ছিলেন আকীলের সরাসরি পুত্র। আরও দুইজন ছিলেন তাঁর বংশধর—আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন আকীল এবং মুহাম্মদ ইবন আবি সাঈদ ইবন আকীল। এভাবে আকীলের বংশধরদের মধ্যে মোট ছয়জন শহীদ হন। এ প্রসঙ্গে এক কবি বলেছেন:

আলীর ঔরসে জন্ম নেওয়া নয়জন শহীদের জন্য ক্রন্দন করো,
আর আকীলের বংশের ছয়জনের জন্যও শোক প্রকাশ করো।
তাঁদের মধ্যেই ছিলেন নবীর নামধারী এক মহান ব্যক্তি,
যাঁর ওপর শাণিত তরবারি চালানো হয়েছিল।

কারবালায় ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহ ইবন বুকতুরও শহীদ হয়েছিলেন। তবে অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি এর আগেই শহীদ হয়েছিলেন। কারণ ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন তাঁকে কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাঁকে আটক করে ইবন যিয়াদের নিকট নিয়ে যাওয়া হয় এবং ইবন যিয়াদ তাঁকে হত্যা করে।

وَيُقَالُ :إِنَّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ نَدَبَ عَشَرَةَ فُرْسَانٍ، فَدَاسُوا الْحُسَيْنَ بِأَفْرَاسِهِمْ حَتَّى أَلْصَقُوهُ بِالْأَرْضِ يَوْمَ الْمَعْرَكَةِ، وَسُرِّحَ بِرَأْسِهِ مِنْ يَوْمِهِ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ مَعَ خَوَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الْأَصْبَحِيِّ، وَيُقَالُ :إِنَّهُ كَانَ مَعَهُ رُءُوسُ بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَمَجْمُوعُهَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ رَأْسًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَا قُتِلَ قَتِيلٌ إِلَّا احْتَزُّوا رَأْسَهُ، وَحَمَلُوهُ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا ابْنُ زِيَادٍ إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ إِلَى الشَّامِ.

এবং বলা হয়, উমর ইবন সা'দ দশজন অশ্বারোহীকে নিযুক্ত করেছিল। তারা নিজেদের ঘোড়া দ্বারা ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র দেহ মাড়িয়ে দেয়, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর দেহকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে। সেদিনই তাঁর মুবারক শির মোবারক খাওলী ইবন ইয়াযিদ আল-আসবাহী-এর মাধ্যমে ইবন যিয়াদের কাছে পাঠানো হয়।

আরও বলা হয়, তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য শহীদ সাথীদের মাথাগুলোও ছিল। এ বর্ণনাটিই অধিক প্রসিদ্ধ। এসব মাথার মোট সংখ্যা ছিল বাহাত্তরটি। কারণ যাঁকেই শহীদ করা হয়েছিল, তাঁর মাথা কেটে নেওয়া হয়েছিল এবং তা ইবন যিয়াদের কাছে বহন করে আনা হয়েছিল। এরপর ইবন যিয়াদ সেই মাথাগুলো ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার নিকট, শামের দিকে প্রেরণ করে।

وَأَمَّا بَقِيَّةُ أَهْلِهِ وَنِسَاؤُهُ وَحَرَمُهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَكَلَ بِهِمْ مَنْ يَحْرُسُهُمْ وَيَكْلَؤُهُمْ، فَأَرْكَبُوهُمْ عَلَى الرَّوَاحِلِ فِي الْهَوَادِجِ، فَلَمَّا مَرُّوا بِمَكَانِ الْمَعْرَكَةِ رَأَوُا الْحُسَيْنَ وَأَصْحَابَهُ مُجَدَّلِينَ، هُنَالِكَ بَكَتْهُ النِّسَاءُ، وَصَرَخْنَ وَنَدَبَتْ زَيْنَبُ أَخَاهَا الْحُسَيْنَ وَأَهْلَهَا، فَقَالَتْ وَهِيَ تَبْكِي :يَا مُحَمَّدَاهُ، يَا مُحَمَّدَاهُ، صَلَّى عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاءِ، مُزَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ، مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ، يَا مُحَمَّدَاهُ، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ تَسْفِي عَلَيْهَا الصَّبَا .قَالَ :فَأَبْكَتْ وَاللَّهِ كُلَّ عَدُوٍّ وَصَدِيقٍ.

অপরদিকে তাঁর পরিবারের অবশিষ্ট সদস্য, স্ত্রীগণ ও আহলুল বাইতের নারীদের ব্যাপারে উমর ইবন সা'দ কয়েকজন লোককে নিয়োজিত করল, যাতে তারা তাঁদের পাহারা দেয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরপর তাঁদের হাওদাজযুক্ত উটের পিঠে আরোহন করানো হলো। যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সঙ্গীদের রক্তাক্ত নিথর দেহ ভূমিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। তখন নারীরা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। সাইয়্যিদাহ যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ভাই ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং স্বজনদের জন্য বিলাপ করতে করতে বললেন:

يَا مُحَمَّدَاهُ، يَا مُحَمَّدَاهُ، صَلَّى عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاءِ، مُزَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ، مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ، يَا مُحَمَّدَاهُ، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ تَسْفِي عَلَيْهَا الصَّبَا .

"হায় মুহাম্মদ ﷺ! হায় মুহাম্মদ ﷺ! আপনার ওপর আকাশের ফেরেশতাগণ সালাত ও সালাম প্রেরণ করুন। এই তো হুসাইন উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়ে আছেন, রক্তে রঞ্জিত, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। হায় মুহাম্মদ ﷺ! আপনার কন্যারা আজ বন্দিনী, আপনার বংশধরদের হত্যা করা হয়েছে, আর মরুর বাতাস তাদের দেহের ওপর ধুলো উড়িয়ে দিচ্ছে।"

বর্ণনাকারী বলেন:

আল্লাহর কসম! তাঁর এই হৃদয়বিদারক বিলাপ বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে উপস্থিত সকলকে কাঁদিয়েছিল।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ قَالَتْ :لَمَّا أُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْ يَزِيدَ، رَقَّ لَنَا وَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ وَأَلْطَفَنَا، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَحْمَرَ قَامَ إِلَى يَزِيدَ فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَبْ لِي هَذِهِ. يَعْنِينِي، وَكُنْتُ جَارِيَةً وَضِيئَةً، فَارْتَعَدْتُ فَزِعَةً مِنْ قَوْلِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُمْ، فَأَخَذْتُ بِثِيَابِ أُخْتِي زَيْنَبَ، وَكَانَتْ أَكْبَرَ مِنِّي وَأَعْقَلَ، وَكَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، فَقَالَتْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ :كَذَبْتَ وَاللَّهِ وَلَؤُمْتَ، مَا ذَلِكَ لَكَ وَلَا لَهُ. فَغَضِبَ يَزِيدُ، فَقَالَ لَهَا :كَذَبْتِ، وَاللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لِي، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَفْعَلَهُ لَفَعَلْتُ .قَالَتْ :كَلَّا وَاللَّهِ، مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ، إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مِلَّتِنَا وَتَدِينَ بِغَيْرِ دِينِنَا .قَالَتْ :فَغَضِبَ يَزِيدُ وَاسْتَطَارَ، ثُمَّ قَالَ :إِيَّايَ تَسْتَقْبِلِينَ بِهَذَا؟ إِنَّمَا خَرَجَ مِنَ الدِّينِ أَبُوكِ وَأَخُوكِ .فَقَالَتْ زَيْنَبُ :بِدِينِ اللَّهِ وَدِينِ أَبِي وَدِينِ أَخِي وَجَدِّي، اهْتَدَيْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ وَجَدُّكَ .قَالَ :كَذَبْتِ يَا عَدُوَّةَ اللَّهِ .قَالَتْ :أَنْتَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، تَشْتُمُ ظَالِمًا وَتَقْهَرُ بِسُلْطَانِكَ .قَالَتْ :فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّهُ اسْتَحْيَا فَسَكَتَ

ফাতিমা বিনতে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন: যখন আমাদেরকে ইয়াজিদের সামনে বসানো হলো, তখন সে আমাদের প্রতি কিছুটা নম্রতা প্রদর্শন করল, আমাদের জন্য কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিল এবং আমাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করল। এরপর শামের এক লালবর্ণ ব্যক্তি উঠে ইয়াজিদকে বলল: "হে আমীরুল মুমিনীন! এ মেয়েটিকে আমাকে দান করে দিন।" সে আমাকে উদ্দেশ্য করেই এ কথা বলেছিল। তখন আমি ছিলাম এক সুন্দরী কিশোরী। তার এ কথা শুনে আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম এবং মনে করলাম, হয়তো তাদের জন্য এমন কাজ বৈধ। তাই আমি আমার বড় বোন যায়নাবের কাপড় আঁকড়ে ধরলাম। তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড় ও অধিক বিচক্ষণ ছিলেন এবং জানতেন যে, এ ধরনের কাজ বৈধ নয়।

তখন সাইয়্যিদাহ যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) সেই লোকটিকে বললেন: "আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ এবং নিকৃষ্ট কথা বলেছ। এ মেয়ের ওপর তোমার কোনো অধিকার নেই, আর তারও (ইয়াজিদেরও) কোনো অধিকার নেই।"

এ কথা শুনে ইয়াজিদ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল: "আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। এ অধিকার আমার আছে। আমি যদি তা করতে চাই, তবে অবশ্যই করতে পারি।"

সাইয়্যিদাহ যায়নাব বললেন: "কখনোই নয়! আল্লাহ তোমাকে এমন অধিকার দেননি, যদি না তুমি আমাদের দ্বীন থেকে বের হয়ে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করো।"

তিনি বলেন, তখন ইয়াজিদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং বলল: "তুমি কি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ? তোমার পিতা ও তোমার ভাইই তো দ্বীন থেকে বের হয়ে গিয়েছিল!"

তখন সাইয়্যিদাহ যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: "আল্লাহর দ্বীন, আমার পিতার দ্বীন, আমার ভাইয়ের দ্বীন এবং আমার দাদার দ্বীনের মাধ্যমেই তুমি, তোমার পিতা ও তোমার দাদা হিদায়াত লাভ করেছ।"

ইয়াজিদ বলল: "মিথ্যা বলেছ, হে আল্লাহর শত্রু!"

তিনি উত্তরে বললেন: "তুমি একজন ক্ষমতাসীন শাসক; নিজের ক্ষমতার জোরে অন্যায়ভাবে গালি দিচ্ছ এবং জুলুম করছ।"

বর্ণনাকারী বলেন: আল্লাহর কসম! মনে হলো ইয়াজিদ লজ্জিত হয়ে পড়ল, অতঃপর সে নীরব হয়ে গেল।

ইয়াযীদের সামনে ইমাম জাইনুল আবিদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খুতবা

وَرُوِيَ: أَنَّ يَزِيدَ أَمَرَ بِمِنْبَرٍ وَخَطِيبٍ، لِيَذْكُرَ لِلنَّاسِ مَسَاوِئَ لِلْحُسَيْنِ وَأَبِيهِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَصَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَأَكْثَرَ الْوَقِيعَةَ فِي عَلِيٍّ وَالْحُسَيْنِ، وَأَطْنَبَ فِي تَقْرِيظِ مُعَاوِيَةَ وَيَزِيدَ، فَصَاحَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: وَيْلَكَ، أَيُّهَا الْخَاطِبُ! اشْتَرَيْتَ رِضَا الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ؟ فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ.

ثُمَّ قَالَ: يَا يَزِيدُ! ائْذَنْ لِي حَتَّى أَصْعَدَ هَذِهِ الْأَعْوَادَ، فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فِيهِنَّ لِلَّهِ رِضًا، وَلِهَؤُلَاءِ الْجَالِسِينَ أَجْرٌ وَثَوَابٌ.

فَأَبَى يَزِيدُ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! ائْذَنْ لَهُ لِيَصْعَدَ، فَلَعَلَّنَا نَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا.

فَقَالَ لَهُمْ: إِنْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ هَذَا لَمْ يَنْزِلْ إِلَّا بِفَضِيحَتِي وَفَضِيحَةِ آلِ أَبِي سُفْيَانَ.

فَقَالُوا: وَمَا قَدْرُ مَا يُحْسِنُ هَذَا؟

فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدْ زُقُّوا الْعِلْمَ زَقًّا.

وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ بِالصُّعُودِ.

فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ خَطَبَ خُطْبَةً أَبْكَى مِنْهَا الْعُيُونَ، وَأَوْجَلَ مِنْهَا الْقُلُوبَ، فَقَالَ فِيهَا:

أَيُّهَا النَّاسُ! أُعْطِينَا سِتًّا، وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ: أُعْطِينَا الْعِلْمَ، وَالْحِلْمَ، وَالسَّمَاحَةَ، وَالْفَصَاحَةَ، وَالشَّجَاعَةَ، وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَمِنَّا الصِّدِّيقُ، وَمِنَّا الطَّيَّارُ، وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ الرَّسُولِ، وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَاطِمَةُ الْبَتُولُ، وَمِنَّا سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَسَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

فَمَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي أَنْبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي:

أَنَا ابْنُ مَكَّةَ وَمِنًى، أَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَالصَّفَا، أَنَا ابْنُ مَنْ حَمَلَ الزَّكَاةَ بِأَطْرَافِ الرِّدَاءِ، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنِ ائْتَزَرَ وَارْتَدَى، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنِ انْتَعَلَ وَاحْتَفَى، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنْ طَافَ وَسَعَى، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنْ حَجَّ وَلَبَّى، أَنَا ابْنُ مَنْ حُمِلَ عَلَى الْبُرَاقِ فِي الْهَوَاءِ، أَنَا ابْنُ مَنْ أُسْرِيَ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، فَسُبْحَانَ مَنْ أَسْرَى، أَنَا ابْنُ مَنْ بَلَغَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، أَنَا ابْنُ مَنْ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ مِنْ رَبِّهِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، أَنَا ابْنُ مَنْ صَلَّى بِمَلَائِكَةِ السَّمَاءِ، أَنَا ابْنُ مَنْ أَوْحَى إِلَيْهِ الْجَلِيلُ مَا أَوْحَى، أَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، أَنَا ابْنُ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى، أَنَا ابْنُ مَنْ ضَرَبَ خَرَاطِيمَ الْخَلْقِ حَتَّى قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنَا ابْنُ مَنْ ضَرَبَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ بِسَيْفَيْنِ، وَطَعَنَ بِرُمْحَيْنِ، وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ، وَبَايَعَ الْبَيْعَتَيْنِ، وَصَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ، وَقَاتَلَ بِبَدْرٍ وَحُنَيْنٍ، وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

أَنَا ابْنُ صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ النَّبِيِّينَ، وَقَامِعِ الْمُلْحِدِينَ، وَيَعْسُوبِ الْمُسْلِمِينَ، وَنُورِ الْمُجَاهِدِينَ، وَزَيْنِ الْعَابِدِينَ، وَتَاجِ الْبَاكِينَ، وَأَصْبَرِ الصَّابِرِينَ، وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ يَاسِينَ، وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَنَا ابْنُ الْمُؤَيَّدِ بِجِبْرِيلَ، الْمَنْصُورِ بِمِيكَائِيلَ، أَنَا ابْنُ الْمُحَامِي عَنْ حَرَمِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَاتِلِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ، وَالْمُجَاهِدِ أَعْدَاءَهُ النَّاصِبِينَ، وَأَفْخَرِ مَنْ مَشَى مِنْ قُرَيْشٍ أَجْمَعِينَ، وَأَوَّلِ مَنْ أَجَابَ وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَقْدَمِ السَّابِقِينَ، وَقَاصِمِ الْمُعْتَدِينَ، وَمُبِيرِ الْمُشْرِكِينَ، وَسَهْمٍ مِنْ مَرَامِي اللَّهِ

عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلِسَانِ حِكْمَةِ الْعَابِدِينَ، وَنَاصِرِ دِينِ اللَّهِ، وَوَلِيِّ أَمْرِ اللَّهِ، وَبُسْتَانِ حِكْمَةِ اللَّهِ، وَعَيْبَةِ عِلْمِ اللَّهِ، سَمْحٍ سَخِيٍّ، بَهْلُولٍ زَكِيٍّ، أَبْطَحِيٍّ رَضِيٍّ مَرْضِيٍّ، مِقْدَامٍ هَمَّامٍ، صَابِرٍ صَوَّامٍ، مُهَذَّبٍ قَوَّامٍ، شُجَاعٍ قُمْقَامٍ، قَاطِعِ الْأَصْلَابِ، وَمُفَرِّقِ الْأَحْزَابِ، أَرْبَطِهِمْ جَنَانًا، وَأَطْبَقِهِمْ عِنَانًا، وَأَجْرَئِهِمْ لِسَانًا، وَأَمْضَاهُمْ عَزِيمَةً، وَأَشَدِّهِمْ شَكِيمَةً، أَسَدٍ بَاسِلٍ، وَغَيْثٍ هَاطِلٍ، يَطْحَنُهُمْ فِي الْحُرُوبِ .إِذَا ازْدَلَفَتِ الْأَسِنَّةُ، وَقَرُبَتِ الْأَعِنَّةُ . طَحْنَ الرَّحَى، وَيَذْرُوهُمْ ذَرْوَ الرِّيحِ الْهَشِيمَ، لَيْثِ الْحِجَازِ، وَصَاحِبِ الْإِعْجَازِ، وَكَبْشِ الْعِرَاقِ، الْإِمَامِ بِالنَّصِّ وَالِاسْتِحْقَاقِ، مَكِّيٍّ مَدَنِيٍّ، أَبْطَحِيٍّ تِهَامِيٍّ، خَيْفِيٍّ عَقَبِيٍّ، بَدْرِيٍّ أُحُدِيٍّ، شَجَرِيٍّ مُهَاجِرِيٍّ، مِنَ الْعَرَبِ سَيِّدُهَا، وَمِنَ الْوَغَى لَيْثُهَا، وَارِثِ الْمَشْعَرَيْنِ، وَأَبِي السِّبْطَيْنِ، الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، مُظْهِرِ الْعَجَائِبِ، وَمُفَرِّقِ الْكَتَائِبِ، وَالشِّهَابِ الثَّاقِبِ، وَالنُّورِ الْعَاقِبِ، أَسَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ، مَطْلُوبِ كُلِّ طَالِبٍ، وَغَالِبِ كُلِّ غَالِبٍ، ذَاكَ جَدِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

أَنَا ابْنُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ، أَنَا ابْنُ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ، أَنَا ابْنُ الطُّهْرِ الْبَتُولِ، أَنَا ابْنُ بِضْعَةِ الرَّسُولِ.

قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: «أَنَا، أَنَا» حَتَّى ضَجَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ، وَخَشِيَ يَزِيدُ أَنْ تَكُونَ فِتْنَةٌ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ وَسَكَتَ.

فَلَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ :**اللَّهُ أَكْبَرُ**، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: كَبَّرْتَ كَبِيرًا لَا يُقَاسُ، وَلَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ، لَا شَيْءَ أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ.

فَلَمَّا قَالَ :**أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**، قَالَ عَلِيٌّ: شَهِدَ بِهَا شَعْرِي وَبَشَرِي، وَلَحْمِي وَدَمِي، وَمُخِّي وَعَظْمِي.

فَلَمَّا قَالَ :**أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ**، الْتَفَتَ عَلِيٌّ مِنْ أَعْلَى الْمِنْبَرِ إِلَى يَزِيدَ، وَقَالَ:

يَا يَزِيدُ! مُحَمَّدٌ هَذَا جَدِّي أَمْ جَدُّكَ؟ فَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ فَقَدْ كَذَبْتَ، وَإِنْ قُلْتَ: إِنَّهُ جَدِّي، فَلِمَ قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ؟

বর্ণিত আছে, ইয়াজিদ একটি মিম্বর ও একজন খতিবের ব্যবস্থা করল, যাতে সে মানুষের সামনে ইমাম হুসাইন ও তাঁর পিতা আলী (আলাইহিমাস সালাম)-এর বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ ও নিন্দাবাদ উল্লেখ করে।

অতঃপর খতিব মিম্বরে আরোহণ করল। সে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর আলী ও হুসাইন (আলাইহিমাস সালাম)-এর বিরুদ্ধে অত্যধিক কটূক্তি ও নিন্দাবাদ করতে লাগল। একই সঙ্গে মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদের প্রশংসায় দীর্ঘ বক্তব্য দিতে লাগল।

তখন আলী ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) তাকে উদ্দেশ করে উচ্চস্বরে বললেন: ''ধ্বংস হোক তোমার! হে বক্তা! তুমি কি সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টির বিনিময়ে সৃষ্টির সন্তুষ্টি ক্রয় করেছ? তাহলে জাহান্নামেই তোমার আসন প্রস্তুত করে নাও।''

এরপর তিনি ইয়াজিদকে বললেন: ''হে ইয়াজিদ! আমাকে অনুমতি দাও, যেন আমি এই কাঠের মিম্বরে আরোহণ করতে পারি এবং এমন কিছু কথা বলতে পারি, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে এবং এই উপস্থিত শ্রোতাদের জন্য রয়েছে সওয়াব ও কল্যাণ।''

কিন্তু ইয়াজিদ অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাল।

তখন উপস্থিত লোকেরা বলল: ''হে আমীরুল মুমিনীন! তাঁকে মিম্বরে আরোহণের অনুমতি দিন। হয়তো আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছু উপকারী কথা শুনতে পারব।''

ইয়াজিদ বলল: "সে যদি এই মিম্বরে আরোহণ করে, তবে আমার এবং আবু সুফিয়ানের বংশের অপমান ও মুখোশ উন্মোচন না করে আর নামবে না।"

লোকেরা বলল: "এ ছেলেটির এমন কী যোগ্যতা আছে?"

ইয়াজিদ উত্তর দিল: "সে এমন এক পরিবারের সন্তান, যাদেরকে জ্ঞান অতি অল্প বয়স থেকেই পূর্ণভাবে পান করানো হয়েছে।"

লোকেরা ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকল। অবশেষে ইয়াজিদ তাঁকে মিম্বরে আরোহণের অনুমতি দিতে বাধ্য হলো।

অতঃপর আলী ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর এমন এক ভাষণ দিলেন, যার ফলে মানুষের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল এবং হৃদয়সমূহ ভয়ে, বেদনায় ও আবেগে কেঁপে উঠল।

তিনি তাঁর ভাষণে বললেন—

"হে মানুষ! আমাদেরকে ছয়টি গুণ দান করা হয়েছে এবং সাতটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমাদেরকে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আমাদেরকে দান করা হয়েছে—জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, উদারতা, বাগ্মিতা, বীরত্ব এবং মুমিনদের অন্তরে ভালোবাসা।

আর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে এ কারণে যে, আমাদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন নির্বাচিত নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ; আমাদের মধ্য থেকেই রয়েছেন সিদ্দীক; আমাদের মধ্য থেকেই রয়েছেন তাইয়্যার (দুই ডানাবিশিষ্ট জান্নাতী বীর); আমাদের মধ্য থেকেই রয়েছেন আল্লাহর সিংহ ও রাসূলের সিংহ; আমাদের মধ্য থেকেই রয়েছেন সমগ্র বিশ্বের নারীদের নেত্রী ফাতিমা আল-বাতুল; এবং আমাদের মধ্য থেকেই রয়েছেন এ উম্মতের দুই সিবত (নবীদৌহিত্র), জান্নাতের যুবকদের দুই নেতা—হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

যে আমাকে চেনে, সে তো চেনেই। আর যে আমাকে চেনে না, আমি তাকে আমার বংশপরিচয় ও মর্যাদার পরিচয় দিচ্ছি।

"আমি মক্কা ও মিনার সন্তান। আমি জমজম ও সাফার সন্তান। আমি তাঁর সন্তান, যিনি নিজের চাদরের প্রান্তে বহন করে দান-সদকা বিতরণ করতেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, যিনি বস্ত্র পরিধান করেছেন ও চাদর জড়িয়েছেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, যিনি জুতা পরেছেন বা খালি পায়ে চলেছেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, যিনি কাবা তাওয়াফ করেছেন ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করেছেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, যিনি হজ করেছেন এবং 'লাব্বাইক' ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন।

আমি তাঁর সন্তান, যাঁকে আকাশপথে বুরাকের উপর আরোহন করানো হয়েছিল। আমি তাঁর সন্তান, যাঁকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সন্তান, যাঁকে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সন্তান, যিনি তাঁর প্রতিপালকের এত নিকটবর্তী হয়েছিলেন যে, দুই ধনুকের দূরত্ব বা তারও কম ব্যবধান

অবশিষ্ট ছিল। আমি তাঁর সন্তান, যিনি আকাশের ফেরেশতাদের নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন। আমি তাঁর সন্তান, যাঁর প্রতি মহান আল্লাহ ওহি প্রেরণ করেছিলেন।

আমি মুহাম্মদ আল-মুস্তফা ﷺ-এর সন্তান। আমি আলী আল-মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সন্তান। আমি তাঁর সন্তান, যিনি মানুষের অহংকার ও শক্তির মূলে আঘাত হেনেছিলেন, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ঘোষণা করেছিল। আমি তাঁর সন্তান, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে দুই তরবারি হাতে যুদ্ধ করেছেন, দুই বর্শা দ্বারা আক্রমণ করেছেন, দুইবার হিজরত করেছেন, দুইবার বাইআত গ্রহণ করেছেন, দুই কিবলার দিকে সালাত আদায় করেছেন, বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কখনো এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করেননি।

আমি সৎ মুমিনদের ইমাম ও আদর্শ ব্যক্তির সন্তান। আমি নবীদের উত্তরাধিকারীর সন্তান। আমি নাস্তিক ও সত্যবিমুখদের দমনকারীর সন্তান। আমি মুসলমানদের ইমামের সন্তান। আমি মুজাহিদদের আলোর সন্তান। আমি ইবাদতগুজারদের শোভা, ক্রন্দনকারীদের মুকুট, ধৈর্যশীলদের মধ্যে সর্বাধিক ধৈর্যশীল ব্যক্তির সন্তান। আমি আলে ইয়াসীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারীদের একজনের সন্তান এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূলের বংশধর।"

"আমি তাঁর সন্তান, যিনি জিবরীলের মাধ্যমে সমর্থিত এবং মীকাঈলের মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন। আমি তাঁর সন্তান, যিনি মুসলমানদের পবিত্র সীমান্ত ও মর্যাদার রক্ষক ছিলেন; যিনি নাকিসীন (অঙ্গীকারভঙ্গকারী), কাসিতীন (অত্যাচারী) ও মারিকীন (ধর্মত্যাগী বিদ্রোহী)-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; যিনি তাঁর বিদ্বেষী শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

আমি তাঁর সন্তান, যিনি সমগ্র কুরাইশের মধ্যে সর্বাধিক গৌরবময় ছিলেন; যিনি মুমিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন; যিনি অগ্রগামীদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন; যিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের দমনকারী, মুশরিকদের ধ্বংসকারী এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিক্ষিপ্ত তীরস্বরূপ ছিলেন।

আমি তাঁর সন্তান, যিনি ছিলেন ইবাদতগুজারদের প্রজ্ঞার ভাষা, আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী, আল্লাহর আদেশের অভিভাবক, আল্লাহর প্রজ্ঞার উদ্যান এবং আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। তিনি ছিলেন উদার ও দানশীল, প্রজ্ঞাবান ও পবিত্র, আবতাহ অঞ্চলের সন্তান, আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ও মানুষের প্রিয়; ছিলেন বীর, দৃঢ়সংকল্প, ধৈর্যশীল, অধিক রোজাদার, সুশীল, অধিক ইবাদতকারী এবং অসীম সাহসের অধিকারী।

তিনি ছিলেন বংশপরম্পরার অহংকার চূর্ণকারী, শত্রুদলসমূহকে ছত্রভঙ্গকারী; হৃদয়ে সর্বাধিক দৃঢ়, নেতৃত্বে সর্বাধিক সুদৃঢ়, বক্তব্যে সর্বাধিক সাহসী, সংকল্পে সর্বাধিক অটল এবং বীরত্বে সর্বাধিক শক্তিমান।

তিনি ছিলেন এক দুর্ধর্ষ সিংহ এবং অঝোর বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় কল্যাণময়। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বর্শার ফলকসমূহ এগিয়ে আসত এবং অশ্বের লাগামসমূহ নিকটবর্তী হতো, তখন তিনি শত্রুদের এমনভাবে পিষ্ট করতেন যেমন চাকি শস্যকে পিষে ফেলে; আর তাদেরকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিতেন যেমন বাতাস শুকনো খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তিনি ছিলেন হিজাজের সিংহ, অলৌকিক গৌরবের অধিকারী, ইরাকের বীরপুরুষ; স্পষ্ট দলিল ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ইমাম। তিনি ছিলেন মক্কী ও মাদানী, আবতাহী ও তিহামী, খাইফ ও আকাবার স্মৃতিবিজড়িত, বদর ও উহুদের বীর, বৃক্ষতলে বাইআতকারী এবং হিজরতকারী।

আরবদের মধ্যে তিনি ছিলেন তাদের নেতা, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সিংহ; দুই পবিত্র মাশ'আরের (আরাফাত ও মুযদালিফা) উত্তরাধিকারী; দুই সিবতের পিতা—হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর পিতা।

তিনি ছিলেন বিস্ময়কর কীর্তির প্রকাশক, শত্রু-বাহিনী ভঙ্গকারী, দীপ্তিমান উল্কাতুল্য, উজ্জ্বল নূরস্বরূপ, আল্লাহর বিজয়ী সিংহ। প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীর আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব, এবং প্রত্যেক বিজয়ীর ওপর বিজয়ী।

তিনি হলেন আমার দাদা—আলী ইবন আবি তালিব।

"আমি ফাতিমা আয-যাহরার সন্তান। আমি নারীদের নেত্রীর সন্তান। আমি পবিত্রা বাতূলের সন্তান। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কলিজার টুকরোর সন্তান।"

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বারবার "আমি..., আমি..." বলতে থাকলেন। এভাবে বলতে বলতে উপস্থিত জনতা কান্না ও আহাজারিতে ফেটে পড়ল।

ইয়াজিদ আশঙ্কা করল যে, এ ঘটনা জনমনে প্রবল আলোড়ন ও বিদ্রোহের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই সে মুয়াজ্জিনকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিল। ফলে তাঁর বক্তব্য মাঝপথে থেমে গেল এবং তিনি নীরব হলেন।

যখন মুয়াজ্জিন বললেন: "আল্লাহু আকবার"

তখন আলী ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) বললেন:

"তুমি এমন এক মহান সত্তার মহিমা ঘোষণা করেছ, যাঁকে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না, যাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধিও করা যায় না। আল্লাহর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।"

অতঃপর যখন মুয়াজ্জিন বললেন: "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"

তখন তিনি বললেন: "আমার চুল, আমার চামড়া, আমার গোশত, আমার রক্ত, আমার মগজ ও আমার অস্থি—সবই এই সাক্ষ্যের সাক্ষ্য দেয়।"

আর যখন মুয়াজ্জিন বললেন: "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" তখন আলী ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) মিম্বরের উপর থেকে ইয়াজিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: "হে ইয়াজিদ! এই মুহাম্মাদ ﷺ কি আমার নানা, না তোমার নানা? যদি তুমি দাবি কর যে তিনি তোমার নানা, তবে তুমি মিথ্যা বলেছ। আর যদি স্বীকার কর যে তিনি আমার নানা, তাহলে কেন তুমি তাঁর পরিবার-পরিজনকে হত্যা করলে?" [79]

79

1. আল্লামা আবুল মুআয়্যাদ আল-মুওয়াফ্ফাক ইবন আহমদ আল-মাক্কী আল-খাওয়ারিজমী আল-হানাফী (মৃত্যু ৫৬৮ হিজরি), *মাকতালুল হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬–৭৮, প্রকাশনা: আনওয়ারুল হুদা, ইরান, ১৪১৮ হিজরি।
2. আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আহমদ ইবন আ'ছাম আল-কূফী (মৃত্যু ৩১৪ হিজরি), *কিতাবুল ফুতূহ*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩২, প্রকাশনা: দারুল আদওয়া, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি।

হাদীসুস্ সাকালাইন:
"আমি তোমাদেরকে আমার আহলুল বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি"

ইমাম মুসলিম সাইয়্যিদুনা যায়দ ইবন আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ " . فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ " وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي " . فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ . قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ . قَالَ كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী খুম নামক জলাশয়ের কাছে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, উপদেশ দিলেন এবং নসীহত করলেন। এরপর বললেন:

"অতঃপর শোনো, হে মানুষ! আমি তো একজন মানুষ মাত্র। অচিরেই আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দূত (মালাকুল মাওত) আসবে, আর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি মহামূল্যবান আমানত রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে রয়েছে হিদায়াত ও নূর। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং তা আঁকড়ে ধরো।"

এরপর তিনি আল্লাহর কিতাবের প্রতি উৎসাহিত করলেন এবং তার গুরুত্ব বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন: "আর (দ্বিতীয় আমানত হলো) আমার আহলুল বাইত। আমি তোমাদেরকে আমার আহলুল বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার আহলুল বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার আহলুল বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।"

তখন হুসাইন যায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন:

"হে যায়দ! তাঁর আহলুল বাইত কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি আহলুল বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন?"

তিনি বললেন: "অবশ্যই তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর আহলুল বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তবে এখানে বিশেষভাবে আহলুল বাইত বলতে তাঁদের বোঝানো হয়েছে, যাঁদের জন্য তাঁর ইন্তেকালের পর সদকা গ্রহণ হারাম করা হয়েছে।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তাঁরা কারা?"

তিনি বললেন: "তাঁরা হলেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বংশধরগণ, আকীল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বংশধরগণ, জাফর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বংশধরগণ এবং আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বংশধরগণ।"

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন: "এঁদের সকলের জন্যই কি সদকা হারাম?"
তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" [80]

সাইয়্যিদুনা জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বিদায় হজের সময় আরাফার দিনে তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়া-র ওপর আরোহী অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: "হে মানুষ! আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না—আল্লাহর কিতাব এবং আমার ইতরাত (বংশধর), অর্থাৎ আমার আহলুল বাইত।" [81]

সাইয়্যিদুনা যায়দ ইবন আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا

"আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তবে আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটির একটি অন্যটির চেয়ে অধিক মহান। (প্রথমটি) আল্লাহর কিতাব, যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত এক রজ্জু (দড়ি)। আর (দ্বিতীয়টি) আমার ইতরাত, অর্থাৎ আমার আহলুল বাইত। এ দু'টি কখনো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না তারা হাউযে কাওসারের কাছে আমার নিকট উপস্থিত হবে। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রেখো, আমার পরে এ দু'টির ব্যাপারে তোমরা কেমন আচরণ কর। [82]

---

[80] ইমাম মুসলিম (মৃত্যু: ২৬১ হি.), *সহীহ মুসলিম*, কিতাব ফাযায়িলুস সাহাবাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম), বাব: সাইয়্যিদুনা আলী ইবন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফযিলত, হাদিস নং ২৪০৮,

[81] ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (মৃত্যু: ২৭৯ হি.), *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল মানাকিব, বাব: মানাকিবু আহলি বাইতিন্ নবী ﷺ, হাদিস নং ৩৭৮৬।

[82] ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (মৃত্যু: ২৭৯ হি.), *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল মানাকিব, বাব: মানাকিবু আহলি বাইতিন্ নবী ﷺ, হাদিস নং ৩৭৮৮।